নারীর পথে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ

কাগজে বাঁধাই—দেড় টাকা
কাপড়ে বাঁধাই—সাত সিকা

নিবেদন

পথ পাই নাই—অনেক ঘুরিয়াছি, অনেক পড়িয়াছি, অনেক আলোচনা করিয়াছি। ব্যষ্টি জীবন দেখিয়াছি, এক-এক-করিয়া অনেক সমষ্টির সহিত পরিচিত হইয়াছি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা শুনিয়াছি ;—কোথাও অস্ফুট আলোক, কোথাও কুয়াসাচ্ছন্ন, কোথাও বা গাঢ় ঘন অন্ধকার ; পথ পাই নাই, মীমাংসা কোথাও দেখি নাই—মনে হ'ত নিজেরই মত সবাই বুঝি এমনতর মূঢ় অন্ধ ও লাঞ্ছিত ,—বুঝিতাম গলদ আমাদের এই ব্যষ্টি জীবনেই ; —কেমন, কোথায় —বুঝিতাম না কেমন করিয়া—বিদ্যাভিমানী মূঢ় অহঙ্কার আলোর পথে বা জ্ঞানের পথে বা শান্তির পথে চলতে গেলে বাঘের পিছে ফেউয়ের মতন অনুসরণ করিত—মদগর্ব্ব মনকে ছন্নছাড়া করিয়া তুলিত,—বেকুবীর সমর্থন যে-ই করিত না তাহাকেই নিপাত যাও না ভাবিয়া ক্ষান্তই হইত না।

জানি না কেমন করিয়া—কিসের টানে সৎসঙ্গে আসিয়া জুটিলাম কিন্তু জ্ঞানাভিমান ছাড়িল না।—ঠাকুরের কথা ঢের শুনিলাম, খুব প্রাণে লাগিল কিন্তু ফেউয়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ।—অস্ফুট যা ছিল আলোকিত হইল,—পথ পাইলাম, আর এই আলো—এই পথের আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গুলি ফেউয়ের ডাক কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিতে শিখিল,—যদিও এখনও ডাকে কিন্তু বিরক্ত করিতে পারে না তেমনতর।

শুনিলাম ঢের, পাইলামও অনেক। —তার মধ্যে অনেকগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—অবিকল প্রায় তেমন করিয়াই যেমন শুনা ছিল।—আমারই মতন যদি কেউ থাকে, যদি তাদের কোন সুবিধা হয়—ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিলাম না। তাই আমার আকুল অনুরোধ ইহার ছন্দোবন্দ ভাব পাণ্ডিত্য 'ইত্যাদির হিসাব না করিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বোধ করিয়া যদি কেহ তৃপ্ত হন—তাহ'লেই আমার এ পরিবেশন পরমসার্থককে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিয়া সার্থক হইব।

শ্রীপঞ্চানন সরকার

নারীর পথে

প্রশ্ন। শাস্ত্রে গার্হস্থ্য আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলা হ'য়েছে। অথচ গার্হস্থ্য আশ্রমে ত দেখি বেশির ভাগই কেবল অর্থ, কাম ও স্বার্থের সংঘাত। ফলে, কত-রকমের দুঃখ, দুর্দ্দশা, ভাগ্যবিপর্য্যয়, রকম-রকম দুশ্চিন্তা আবার ঝগড়া, মারামারি, ঠোকাঠুকিরই প্রাবল্য। তা'তে অনেকেই ত পরিশ্রান্ত, হতাশ ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। তবে ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ প্রথমেই লক্ষ্য করে being and becoming—বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া। বাঁচতে হ'লেই—individualকে protect ক'র্ত্তে হ'লেই—ব্যক্তিত্বকে রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লেই চাই environment এর—চারিধারের—তুষ্টি ও পুষ্টি। কারণ, environment এর সংঘাত হ'তেই Consciousness (বোধ)—I বা Ego (আমি বা অহং) * environment মানেই যাদের লইয়া ও হইতে আমি বাঁচিয়া থাকি ও বিবর্দ্ধিত হই, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক। তাই,

* *Cf.* "We come from it and sink back into it and every moment we are dependent upon that which takes place around us. * * * . The most diverse circumstances, physical and psychical, visible and invisible, great and small, influence and compel him." Life's Basis and Life's Ideal—Eucken.

অর্থাৎ, আমার চারিদিকে প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা কিছু ঘটিতেছে, নানা বিচিত্র অবস্থা—বস্তুজগতেরই হউক বা মনোজগতেরই হউক—দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, ছোট বা বড় যাহাই হউক না কেন—আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করে—আমাকে বাধ্য করে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার অস্তিত্ব ইহারই উপরে নির্ভর করে—ইহা হইতে আমরা আসি, আবার ইহারই ভিতরে ডুবিয়া যাই।

আমার environmentকে সুস্থ, সবল, সতেজ না ক'র্ত্তে পার্ল্লে আমি সুস্থ থাকতে পারিনা। *

গার্হস্থ্য আশ্রমে আছে এই environmentএর সেবা; তাই, শাস্ত্রে ইহাকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে। † আমরা যখনই এই environmentএর

---

* Cf. "It (full growth) depends upon the whole life of the communtiy," অর্থাৎ সমস্ত সমাজের জীবনের উপরে ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বৃদ্ধি নির্ভর করে।

—বাসেল

আবার বল্‌ছেন—"A man's needs and desires are not confined to his own life. * * * . The failures of the community are his failures and its successes are his successes. According as the community succeeds or fails, his own growth is nourished or impeded. * * *. Unimpeded growth in the individual depends on many contacts with other people which are of the nature of free co-operation."

—'Principles of Social Reconstruction.'—B. Russell.

অর্থাৎ একটা লোকের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নহে। সমাজের বিফলতায় তার বিফলতা এবং সাফল্যে তার সাফল্য। সমাজের সাফল্য ও বিফলতার দ্বারা তার বৃদ্ধি পুষ্ট বা ব্যাহত হয়। ব্যক্তির জীবনের অব্যাহত বৃদ্ধি অন্য বহু লোকের সহিত মুক্ত সহযোগমূলক সংঘাতের উপরে নির্ভর করে।

"All expansion is life, all contraction is death—All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying."

সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন। সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেইখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সংকোচ। অতএব, প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত, যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত—বিবেকানন্দ।

† 'পিতৃদেবৈর্ম্মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে।
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাৎ তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী।'

—দক্ষসংহিতা।

(পারিপার্শ্বিকের) সেবাবিমুখ হ'য়ে পড়ি, ভ্রান্ত স্বার্থবুদ্ধির অনুসরণ করি, environmentকে না দিয়া গ্রহণ করার বুদ্ধি যখন আমার আসে, তখনই দুনিয়া আমার নিকট বিপৎসঙ্কুল হ'য়ে ওঠে; আমরা চোর হই, পরকে ঠকানো বুদ্ধি প্রবল হয়, রাতারাতি বড়লোক হ'তে চেষ্টা করি, মান না দিয়া মানের আশায় প্রবঞ্চিত হই, অর্থ ও ঐশ্বর্য্য হ'তে প্রতারিত হই, * ইত্যাদি ইত্যাদি।

যস্মাত্ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণঃ জ্ঞানেনান্নেন চ অন্বহং।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।

—মনুসংহিতা।

মনু আবার ব'লেছেন—'স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি।'

অর্থাৎ, পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও কীট পতঙ্গাদি গৃহস্থের সেবায় প্রতিদিন জীবন ধারণ করে। গৃহস্থ জ্ঞান এবং অন্নাদি দ্বারা মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিন আশ্রমীকেই ভরণ (maintain) করে বলিয়া গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ।

Cf. "The city that ceases to be a city of *homes* will cease to be a city at all."

—Mussolini.

"যে নগরীতে গৃহস্থের গৃহ নাই তাহা আর নগরী বলিয়া পরিচিত হইবে না।"

—মুসোলিনী।

* কেবল গৃহে বাস করিলে বা নিজের পুত্রদারাদি প্রতিপালন করিলে —জনসেবাদি কর্ত্তব্যশূন্য হইলে—গৃহস্থ হয়না। সেবাদি নিত্যকর্ম্মযুক্ত গৃহস্থই গৃহাশ্রমী। তাই,

"গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তঃ ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী।
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ।"

—দক্ষসংহিতা।

দক্ষ প্রজাপতি আবার বলিয়াছেন,—

বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ।
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ স তু ধার্ম্মিকঃ।

প্রশ্ন। সেবা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার যে বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মদ্বারা মানুষ বা কোন-কিছু সুস্থ, পুষ্ট ও উন্নত হয় তাহাকেই সেবা বলা যায়। *

অর্থাৎ, যে গৃহস্থ ক্ষমাযুক্ত, দয়াপরায়ণ, দেবতাতিথির ভক্ত, এবং সর্ব্বদা সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া সেবন করে সেই ধার্ম্মিক।

মনু বলিয়াছেন—যাহারা স্বর্গে অক্ষয় সুখ ও ইহকালে অত্যন্ত সুখ ইচ্ছা করেন তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিবেন।

আবার বলিয়াছেন—'যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।' অর্থাৎ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই আশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না।

'When sinful self-love is removed by man, all the works that he performs become good works, and all earthly uses become the ultimate ends in which the ends of Divine Love are realised.'

—'Swedenborg'—Frank Sewall.

অর্থাৎ, পাপের জন্মিতা ভ্রান্ত আত্মস্বার্থকে মানুষ যখন সরাইয়া দেয়, তখন সে যাহা-কিছু করে তাহাই কল্যাণপ্রদ হয়, এবং যাহা-কিছু পার্থিব মঙ্গল প্রসব করে তাহাই ঐশ্বরিক প্রেমের চরম বিকাশরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

—সুইডেনবোর্গ।

* দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগঃ কৃতজ্ঞতা।
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্য উচ্যতে॥

অর্থাৎ, দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগ কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ—(তার মানেই, যাহা-যাহা পারিপার্শ্বিককে সুস্থ সবল ও বৃদ্ধিশীল রাখে) যাহার আছে সেই শ্রেষ্ঠ গৃহী। তাই, কেবল অন্নদান করিলেই সেবা হয় না—যাহাতে-যাহাতে মানুষের বৃত্তির বিশ্রাম বা শান্তি হয় তাহাই সেবা।

যে নিজের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চায় সে অন্যের জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল হইবেই। তা' না করিয়া অন্যের জীবন ও বৃদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিতে গেলেই মানুষ আমাকে শত্রু মনে করিবে—ঈর্ষ্যা আসিয়া বন্ধুতার স্থান অধিকার করিবে—সুখ ও আনন্দ জীবনকে পরিত্যাগ করিবে।

Cf. "When a man's growth is unimpeded, his self-respect remains intact, and he is not inclined to regard others as his

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি সেবার কথা ত বল্লেন, তা' বুঝলামও কিন্তু সবাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে—'ধর্ম্ম' ব'ল্‌তে আমরা কি বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম ব'লতে এই বুঝি—যা'তে নাকি আমাদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া অটুট থাকে ; অর্থাৎ যা' ক'রলে বা যা'তে আমাদের-পারিপার্শ্বিক-নিয়ে-আমরা জীবনের উপর দাঁড়িয়ে উন্নতিতে অবাধ হ'তে পারি। এই কথাগুলি এক-কথায় ব'ল্‌তে গেলে 'ধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। যেখানেই 'ধর্ম্ম' কথার ব্যবহার আছে, বুঝিতে হইবে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর এ যা'তে হয় না সেইগুলি অধর্ম্ম বা পাপ—অর্থাৎ অবনতির বা পাপের ধর্ম্ম।

---

enemies. But when, for whatever reason, his growth is impeded or, he is compelled to grow into some twisted and unnatural shape, his instinct presents the environment as his enemy, he becomes filled with hatred. The joy of life abandons him and malevolence takes the place of friendliness."

—Bertrand Russel.

The kingdom of heaven is a kingdom of uses (*i.e.*, mutual service). All religion, he says, is of life and the life of religion is to do good.

—Encyclopædia on 'Swedenborg', Vol. 26.

সুইডেনবোর্গ বলেন—স্বর্গরাজ্য হ'চ্ছে পরস্পব সেবার রাজ্য। সমস্ত ধর্ম্ম—জীবনের (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার) ধর্ম্ম। এবং ধর্ম্মের প্রাণই হ'চ্ছে কল্যাণ-প্রসূ কর্ম্ম।

"আমি একমাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। * * এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম বাকি অধর্ম্ম, এই সহায়তার নাম কর্ম্ম, বাকি কুকর্ম্ম, আর আমি কিছু দেখ্‌ছি না। অন্যবিধ কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে কিন্তু তদবলম্বনে বৃথা জীবন যায়—কারণ, কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকারে মাত্র ঘটে।"

—বিবেকানন্দ।

প্রশ্ন। 'ব্রহ্মচর্য্য' ব'ল্‌তে কি বুঝায়? পাতঞ্জলে আছে—'ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।' বীর্য্যলাভ কি? শুক্রধারণ করিতে পারিলেই ত ব্রহ্মচর্য্য হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন-করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে—elevationএর দিকে—অগ্রসর হয়, তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায়,—তেমনতর আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য। *

আর, এই চিন্তাপরায়ণ হইলে মন একমুখী হইতে থাকে। অতএব স্ত্রী-চিন্তা বা কামচিন্তা হইতে মন স্বভাবতঃই নিবৃত্ত থাকে,—তাই ব্রহ্মচর্য্যের secondary effect (গৌণফল) শুক্রধারণ।—আর এই ব্রহ্মচর্য্য-হইতেই আমাদের জ্ঞান, বল ও বীর্য্যলাভ হইয়া থাকে,—তাই, 'ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।' † বীর্য্যলাভ—বল বা শক্তিলাভ, শুধু শুক্রধারণই এর মুখ্য অর্থ নয়কো। শুক্ররোধ করিয়া সংকীর্ণমনা হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না—আর তাহাতে বল-লাভও

---

* ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্‌বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ঃ নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥

—কূর্ম্ম পুরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ, উপকারপরায়ণ ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তি—যিনি বিধিবৎ বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন এবং আমরণ পরোপকারব্রতী, তাহাকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে।

† বীর্য্যলাভ মানে তেজ বা শক্তিলাভ। শব্দকল্পদ্রুম মতে—বীর্য্য মানে চরম ধাতু অর্থাৎ ওজঃ বা শক্তি বা বল।

মেদিনী মতে—বীর্য্য মানে তেজ।
শব্দরত্নাবলী মতে—চেতঃ, দীপ্তি।

হয় না। ব্রহ্মচর্য্য মানে 'ব্রহ্মে চরণ করা' আর ব্রহ্ম কথাটা আসিয়াছে বৃংহ্ ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে।

প্রশ্ন। বিবাহিত জীবনে occasional (মাঝে মাঝে) স্ত্রী-গ্রহণ সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সম্ভব কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। কি-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর প্রতি যদি মন নিয়ত কামাসক্ত না থাকে এবং সে (স্ত্রী) যদি পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যের সহধর্ম্মিণী হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাই হয়। আর স্ত্রী-সহবাস হইতে কেহ যদি বিমুখ থাকে আর সে যদি উচ্চচিন্তাপরায়ণ, উচ্চকর্ম্ম-নিরত না হয়, তবে তার পরিণতি Subman হওয়া—মনুষ্যত্বহীন ক্লীব হওয়া। * অতএব, উচ্চ চিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণতার বিক্ষেপ না আনে এমনতর স্ত্রীসহবাসে বীর্য্যহানি হয়না অর্থাৎ বলের হানি হয় না। †

---

* বলিনঃ ক্ষুব্ধ-মনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষণ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম্॥

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ, ২৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ, বলবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের খাতিরে ক্ষুব্ধ মন লইয়া শুক্রধারণ করিলে সেই স্থির শুক্র ক্লীবত্বের নিমিত্ত (কারণ) হয়, ইহা একপ্রকার নিমিত্তজ ক্লীবত্ব।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

—গীতা।

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ নিরোধ করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করে সে বিমূঢ়াত্মা—মিথ্যাচারী।

† Cf. "ষোড়শর্ত্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

প্রশ্ন। বিক্ষেপ আনে না অথচ স্ত্রীসহবাস—এ কি-ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখনই বিস্তারমুখতা * অর্থাৎ যাহা ভাবিয়া বা করিয়া মানুষের elevation—বৃদ্ধি বা উন্নতি—সব দিক্ দিয়া আসে, তাহা হইতে বিরত হইয়া কামিনীমুখী হয় এবং সেই ভোগ-লালসাতেই মন লাগিয়া থাকে—এমনতর ভাবকেই ব্রহ্মচর্য্যের বিক্ষেপ বলা যায়। আর, যখনই স্ত্রী পুরুষের বিস্তারমুখতার অনুগামিনী—সার্থককারিণী হওয়াটাই তার জীবনের সুখ এবং সার্থকতা মনে করে এবং তার ফলে, এই উচ্চভাব ও উচ্চ সংসর্গজনিত যে সহজ কামের উদ্ভব হয়—তাহাতে প্রায়শঃই মানুষ দুর্ব্বল হয় না।

প্রশ্ন। তবে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব যে ব'লেছেন—'কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ—তফাৎ' তার মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামিনী যেখানে কামেরই কেন্দ্র হয়, মানুষ সেখানে মূঢ় হইয়া ওঠে; উন্নতিতে সার্থক হওয়ার—বৃদ্ধি পাওয়ার

অর্থাৎ, স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম চার দিন বাদ দিয়া অবশিষ্ট যুগ্ম রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলে ব্রহ্মচর্য্যের চ্যুতি ঘটিবে না। অবশ্য এস্থলে

'যথাকামী ভবেৎ বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্
স্বদার নিরত............।'

স্ত্রীদিগের কামানুসারে কামী হইয়া স্ত্রীতে রত হইবার উপদেশ করা আছে।

* "বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু।"
—বিবেকানন্দ।

ঋতুকালেঽভিগম্যৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ।

—ব্যাসসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বস্ত্রীতে অভিগত হইলে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না। অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও দোষভাগী হইবে না।

—আকুতি লাঞ্ছিত হইয়া—অবসন্ন হইয়া দাঁড়ায়;—ফলে, অজ্ঞানতায় তার জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া ওঠে,—অবশেষে মৃত্যুতে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়া যায়, তাই গীতায় আছে—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

তাই, যে বুদ্ধি স্ত্রীতে কামলোলুপ করিয়া তোলে, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্যই তাঁর (ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের) ঐ সাবধান বাণী—আমার এই মনে হয়। *

আর, অর্থ যেখানে ভ্রান্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিককে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে সেবামূঢ় অথচ প্রতিপত্তি-প্রয়াসী করিয়া তোলে, সেইঅর্থ হইতে দূরে থাকিবার জন্য ঐ সাবধান বাণী।

প্রশ্ন। নারী কি? নারীর নারীত্ব কি-দিয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারী সে-ই বা তা-ই যাহা ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায়। † এই ধারণ ও পুষ্ট করানোতেই নারীর নারীত্ব।

---

* 'কামিনীতে করে স্ত্রী বুদ্ধি যে জন।
হয়না তাহার বন্ধন মোচন॥'

—বিবেকানন্দ।

† 'The true function of woman is to educate, not children only, but men, to train to a higher civilization, not the rising generation, but the actual society. And to do this by diffusing the spirit of affection, of self-restraint, self-sacrifice, fidelity and purity. And this is to be effected, not by writing books . . . nor by preaching sermons . . . but by manifesting them hour by hour in each home by the magic of the voice, look, word and all the incommunicable graces of women's tenderness.'

—Frederic Harrison.

নারীর প্রকৃত কাজ শুধু সন্তানকে তৈয়ারী করা নয়, পুরুষগণকে ও

প্রশ্ন। তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রকৃতিতে দে'খতে পাই, এমনতর কোনো বীজ নাই যাহা আশ্রয় না-পাইয়া, without nourishment, without nutrition evolve করিয়াছে (অর্থাৎ পুষ্টির অভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে)। আর আমরা আশ্রয় বা ধারণ, nutrition এবং nourishment (পোষণ) দেওয়ার tendency (প্রকৃতি) কেবল নারীতেই মুখর (prominent) হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই; তাই, নারীকে মাটির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, * কারণ, মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ধারণ করা, nourishment (পোষণ) দেওয়া এবং evolve করানো (ফুটাইয়া তোলা)। তাই, যাহা অর্থাৎ যে being-এর (সত্তার) বৈশিষ্ট্য ঐ ধারণ করিয়া বৃদ্ধি করানো, তাহাকে নারী বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না। আর শুনিয়াছি, নারী কথাটীও নিষ্পন্ন হইয়াছে নারি ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়ানো) হইতে। †

সমাজকে শিক্ষিত করিয়া উচ্চতর সভ্যতায় পৌছান নারীরই ধর্ম্ম। ইহা করিবার জন্য নারী বর্ষণ করে তার স্নেহ, সংযম, আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতা। সমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে—পুস্তক লিখিলে চলিবে না—বক্তৃতা দিলে হইবে না—গৃহে গৃহে নারীর দৈনন্দিন জীবনে নারীকেই সে আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে হইবে—তার স্বব, তার দৃষ্টি, তার বাক্য ও সমস্ত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশির ইন্দ্রজাল দিয়া।

* যথা ভূমি স্তথা নারী— পরাশরসংহিতা।

স্ত্রী ও মাটি দুই-ই সমান।

† নারী = নারয়তি (বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইতি নারী।

নারি ধাতু = নৃ + নিচ্। 'নৃ' মানে প্রাপণ, নয়ন।

(জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বাংলা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য।)

'নারী' কথার প্রকৃত মানে নেত্রী—'ভাবত মহিলা'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রশ্ন। পুরুষ কথার মানে কি ? পুরুষের পুরুষত্বই বা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ ব'লতে এক-কথায় তা'কেই বুঝায় যে বা যা' নাকি পূরণ-স্বভাব-সম্পন্ন *—অর্থাৎ সে-ই বা তা-ই পুরুষ যাহা পরের অভাব পূরণ করে। অপরকে fulfil করা—সার্থক করা successful করা—elevate উন্নত ও কৃতার্থ করা-ই পুরুষের পুরুষত্ব।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পার্থক্য তা'-হ'লে—

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটী বৃদ্ধি পাওয়ায়, অপরটী বৃদ্ধি পায় ; একটা যেন মাটী আর একটা বীজ,—একটা negative prominent (স্থাস্নু) আর একটা positive prominent (চরিষ্ণু) † পুরুষ তাই

* পুরুষ আসিয়াছে পুর্ ধাতু হইতে, পুর্ ধাতুর মানে পূরণ করা।
পিপর্ত্তি—পূরয়তি যঃ সঃ পুরুষঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

† *Cf.* The more exhausted men become, the more they lose the power to lead women or to arouse her *nature which is essentially passive.* * * * *

The souls of women so admirably calculated to receive suggestions.

'Essay on 'the Education of Girls'—G. S. Hall.

পুরুষ যখন পুরুষত্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে, সে নারীতে তার Soil (আশ্রয়) হারায়, নারীর নারীত্বকে উদ্দীপিত করিতে পারে না, তার ভক্তি হারায় ইত্যাদি। নারীচরিত্র মূলতঃ passive (স্থাস্নু)।

প্রসিদ্ধ রুশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার কোলজফ্ (Prof Nicholas K. Koltzoff) বহু বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—Positive prominent Sperm cell হইতে পুং সন্তান এবং Negative prominent Sperm cell হইতে স্ত্রী সন্তান উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯৩৪ সালের ২৬শে জুন তারিখের 'অমৃতবাজারে' বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে খানিকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Koltzoff's guess was that one kind of chromosome cells

তার opposite equalএর কাছে—বিপরীত অথচ সমজাতীয়ের কাছে—পুরুষ এবং নারীও তার opposite equalএর কাছে নারী। * তা'-হ'লে, যে opposite sexএর (নারীর) সংসর্গে পুরুষের পুরুষত্ব বা fulfil করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নারী সার্থক সেখানে।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পরস্পরের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এর কারণ কি? উভয়ের প্রতি উভয়ের কি-যেন চাওয়া! এ চাওয়ার ফলে ত দে'খতে পাই মানুষ বিধ্বস্ত। ইহার সার্থকতা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ চায় নারীতে বিশ্রাম ক'রতে—নারী চায়

---

would be attracted to the negative pole of a battery, the other kind to the positive pole. To test the idea, he prepared a U-shaped glass tube for the purpose. Six weeks later, the broods began to arrive. The first contained six baby rabbits. Every one was a female. The mother had been fertilised from the tube containing the positive pole. The second brood contained five. All were male except one. Their mother had been fertilised from the tube containing the negative pole. . . . . . Thus it appeared that the negative pole attracted the male cells, the positive pole, the female cells."

'Determining Sex'—A. B. Patrika, June 26, 1934.

* *Cf.* 'We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each other'.

'Hirschfeld'—Glimpses of the Great—Viereck.

অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক না হইলে তাহাদের বিবাহে মত দিতে পারিনা। —হার্শফেল্ড্।

"Each has what the other has not : each completes the other and is completed by the other."

'Sesame & Lilies'—Ruskin.

অর্থাৎ, একজনের যাহা নাই আর-এক জনের তাহা আছে, দুইজনই দুইজনকে পরিপূর্ণ করে —রাস্কিন্।

পুরুষকে স্বস্থ করতে, সুস্থ করতে, বৃদ্ধি পাওয়াতে। *—আর যেখানে নারী তার এই আদিম স্বভাবকে ব্যাহত করেছে, সেখানেই সে তার ব্যর্থতার আলিঙ্গনে বিধ্বস্ত, বিব্রত, বিকৃত হয়েছে—† আর নারীর নারীত্ব এতেই সার্থক হয়, আর তার পোষণ, তার বৃদ্ধি, তার চিন্তায় পুরুষকে এমনতর ভাবে nourished (পুষ্ট) ক'রেই, বা এমনতরভাবে উদ্দাম ক'রেই তা'র নারীত্বের সার্থকতা। —আর পুরুষ নারীর কাছে এমন পেয়ে দুনিয়াটাকে এমন-ক'রে সেবা ক'রে জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে তার নারীর সম্মুখীন হ'য়ে তার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়—ইহাই পুরুষের সার্থকতা, আর এমনই ক'রে সে নারীকে পূরণ করে সর্ব্বতোভাবে; কারণ, নারী চায়

---

* 'ছায়াং যথেচ্ছে চ্ছরদাতপাত্তঃ
পয়ঃ পিপাসুঃ ক্ষুধিতোঽলমন্নম্।
বালো জনিত্রীং জননী চ বালম্।
যোষিৎ পুমাংসং পুরুষশ্চ যোষাম্॥"

—কাত্যায়ন সংহিতা, ১২ খণ্ড।

শরতের রৌদ্রে লোক যেমন ছায়ায় অভিলাষী হয়, পিপাসু যেমন জল চায়, ক্ষুধিত যেমন অন্নলোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে এবং মাতা শিশুকে চায়, রমণী তেমন পুরুষকে এবং পুরুষ রমণীকে চায়।

† বিরুধ্যমানে পত্যৌ যৎ সপত্ন্যা বা প্রবর্ত্ততে।
অতীব দুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃৎ তয়োঃ॥

—কালিকা পুরাণ, ২০ অধ্যায়।

নারী পতির বিরোধী হইলে কিংবা সপত্নীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়ের অতীব দুঃখ এবং মহা অকল্যাণের কারণ হয়।

দুঃখা হন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
স্বভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি॥

—দক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ, সর্ব্বদা খেদযুক্তা নারী দুঃখের কারণ। উপযুক্তরূপে প্রতিপালিতা হইলেও সে নিত্যই পুরুষকে অপকর্ষের পথে চালিত করে।

পুরুষকে প্রাণের মুকুট মাথায় পরিয়ে দে'খতে—এতেই নারীর বৃদ্ধি বা পুষ্টি।*

প্রশ্ন। পুরুষ নারী যদি সমান বা একধর্ম্মী না-ই হয়, তবে পুরুষ ও নারীর অধিকার কখনো সমান হইতে পারে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ ও নারীর অধিকার তাদের এইরূপ স্বভাব হ'তেই পরমপিতা determined (নির্দ্ধারিত) ক'রে দিয়েছেন। যেমন ধরুন, ছেলে দুধ খেয়ে খুসী আর মা মাই মুখে ঠেলে দিয়ে খাইয়েই খুসী,—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খুব খাচ্ছে—খুব পুষ্টি হ'চ্ছে—আর তা'তেই তার তৃপ্তি;—আর এই তৃপ্তিস্পর্শে মুগ্ধ সন্তান তার জগতের চারদিকে যা'-কিছু সুন্দর দেখে, কুড়িয়ে এনে মায়ের কাছে হাজির করে;—আর মায়ের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব নেত্রে ক্ষণিকের জন্য স্থির হ'য়ে তাকায়

* 'পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।'

—দক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ, পত্নীই পুরুষের গৃহসুখের মূল যদি সে ছন্দানুবর্ত্তিনী হয়।

'যত্রানুকূল্যং দাম্পত্যো স্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে!'

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অর্থাৎ, যেখানে স্বামিস্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য, সেখানে ত্রিবর্গ (অর্থাৎ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) সার্থক হয়।

ঋগ্‌বেদের অনুবাদে দে'খতে পাই, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করার সময়ে বল্‌ছেন—

"I grasp thy hand that I may gain good fortune,
That you may'st reach old age with me thy husband'.

—Page 124, History of Sanskrit Literature.

অর্থাৎ, তোমা হইতে সৌভাগ্যের অধিকারী হইব এবং তুমি সুদূর বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমার সহবাসে বাস করিবে বলিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি।

শুন্‌তে—মা কি বলে—কেমন বাহাবা দেয়;—আর মা'র একটু নয়ন-ভঙ্গীর বাহাবাতেই ছেলে হেসে নেচে কুঁদে পাগল হ'য়ে আবার বেরুল কুড়ুতে—আর কি সুন্দর আছে, কিসে মা বল্‌বে—আহা কি ধন্যি ছেলে!

প্রশ্ন। এই যদি নারীর বৈশিষ্ট্য হয়—তবে নারীর স্বাধীনতা বা নারীর মুক্তি বলতে কি বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর স্বাধীনতা তার বৈশিষ্ট্যে—অর্থাৎ, তার এই বৈশিষ্ট্য যেখানে আলুলায়িত হ'য়ে উঠে, মুখর হ'য়ে উঠে—প্রেরণা পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে;—আর তার মুক্তি ইহারই সার্থকতায়।*

---

* It is a difference of nature, an organic difference, alike in body, in mind, in feeling and in character—a difference which it is the part of evolution to develop and not to destroy, as it is always the part of evolution to develop organic differences and not to produce their artificial assimilation. A difference, as I have said; but not a scale of superiority or inferiority. . . . .

. . . . Who can say whether it is nobler to be husband or to be wife, to be mother or to be son? Is it more blessed to love or to be loved, to form a character or to write a poem? Enough of these idle conundrums, which are as cynical as they are senseless. Everything depends on how the part is played, how near each one of us comes to the higher ideal—*how* our life is worked out, not whether we be born man or woman.

—Frederic Harrison, on 'The Future of Women'.

শরীরে, মনে, ভাবে, চরিত্রে নারী ও নর পৃথক্। —প্রকৃতির বিবর্ত্তনের লক্ষ্যই এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা—তাহাকে ধ্বংস করা নহে; কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুইটীকে এক করিয়া তোলা নহে। নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য আছে, তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা হীন নহে। স্বামী হওয়া ভাল না স্ত্রী হওয়া ভাল, মা হওয়া

প্রশ্ন। নারী পুরুষকে, আর পুরুষ নারীকে ঠিক-ঠিক চিন্‌তে পারে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বভাবতঃ। —কারণ, একজনের চাওয়া স্বতঃই আর-একজনে সার্থক হয়—এ' কথা আরো ব'লেছি। নারী, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই প্রসব করে।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের normal relation কি (স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি) ?—এই সম্বন্ধের পরিণতি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নরের বৃত্তিগুলি যে নারীতে পরিপোষিত পরিবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ যে নারী যে নরের বৃত্তিগুলি লইয়া সন্তুষ্ট, পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনে যত্নবতী, সেই নরনারীর মিলনই শুভ। —আর নারী সেই পুরুষকে তেমনতর ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহার বংশ বিস্তার করে—তাহাতেই তাহার পরিণতি। তাই, নারীর inner tendency (অন্তর্নিহিত ঝোঁক)—মাতৃত্বে * (পরিমিতত্বে—

ভাল না ছেলে হওয়া ভাল এই সমস্ত অলস অর্থহীন প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে! সবটা নির্ভর করে—কে কিরূপভাবে তার নিজত্বকে—বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও বিকশিত করিয়া, তাহার উচ্চতর আদর্শের দিকে পৌঁছাইতে পারে তাহারই উপর। —ফ্রেডারিক হেরিসন।

* *Cf.* "Women are the guardians of the race, their life centres in motherhood. All their instincts and desires are directed consciously or unconsciously to this end. . . It must be admitted that it is very desirable from the point of view of the nation."
—Principles of Social Reconstruction.—B. Russel.

নারীর জীবন মাতৃত্বে কেন্দ্রীভূত। নারীই জাতির নিয়ন্ত্রী। নারীর সমস্ত সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকেই চালিত করে। তাই রাসেলও জাতির দিক্ দিয়া ইহার সত্যতা ও সার্থকতা স্বীকার ক'রছেন।

figurisationএ বা মূর্ত্ত করাতে),—বৃদ্ধি পাওয়ানোর দিকে ;—তার প্রকৃতিই তাই।

প্রশ্ন। প্রজননই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের একমাত্র প্রয়োজন ? না নরনারীর এই মিলনের আর-কোনো উদ্দেশ্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ—আছে। যখন নারী পুরুষের স্ত্রী হয়, তখন সে চায় তার পুরুষকে তাই দেখ্তে—সে চায় তার পুরুষকে তাই কর্‌তে যা'তে তার পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিশীল হয় বা থাকে,—আর তার পুরুষের বৃদ্ধিশীলতার ওপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে নারীর উৎকর্ষ।

প্রশ্ন। কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মাটী তার প্রাপ্ত seedকে (বীজকে) nourish করতে গিয়ে (পুষ্ট করতে গিয়ে) যেমন গাছ বা তার ফলের refuseগুলি (আবর্জ্জনাগুলি) absorb ক'রে (টেনে নিয়ে) নিজের capacity of nourishmentকে (বর্দ্ধিত কর্‌বার শক্তিকে) excite ক'রে তোলে,—তার ফলে বীজকে এমনতর nourishment—

স্বনামখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ জর্জ ষ্ট্যান্‌লি হল (G.S. Hall) তার Education of Girls নামক প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন—"The madonna concepton expresses man's highest comprehension of a woman's character."

অর্থাৎ, প্রকৃত নারীত্বের চরম আদর্শ যেন ম্যাডোনাতে অঙ্কিত হইয়াছে—

"Nature has so constituted woman that her creative power and yearning centre primarily on the forming of a child; and so long as woman is woman it must remain so."

—Havelock Ellis.

প্রকৃতি নারীকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে—যাহাতে তাহার সৃষ্টিকারিণী শক্তি এবং প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তান-গঠনেই কেন্দ্রীভূত। যত দিন নারী নারী—ইহা ঐরূপই হইতে বাধ্য।

২

এমনতর পুষ্টি দেয় যা'তে নাকি স্বস্থ, সুস্থ, বর্দ্ধনক্ষম গাছের চারা জন্মে,—আর মাটীর প্রকৃতিই এই ;—তাই তেমনি, জীবজগতে নারী।

প্রশ্ন। আপনি তো বল্‌ছেন মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা। কিন্তু আজকাল অনেক নারী মাতৃত্বকে কেমন তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে,—এমন-কি, কেহ্-কেহ্ মাতৃত্বকে নারীত্বের অগৌরব ব'লে মনে করে। আমেরিকায় তো কোন-কোন ষ্টেটে মেয়েরা মাতৃত্ব বর্জ্জিত হ'বার জন্য ovarotomy (ডিম্বকোষকর্ত্তন) কর্চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা মাতৃত্বকে খর্ব্ব ক'রে নারীত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়, তা'রা নারী নয়—সর্ব্বনাশী! যতটুকু নারী মাতৃত্বকে খর্ব্ব করে, নারীত্ব তার ভেতর ততটুকু—বরং তার চাইতে বেশী—সংকীর্ণ হয়। তার বৈশিষ্ট্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে একটা unnatural (অস্বাভাবিক) জীবনের স্বপ্ন দেখে; তা' পায়না—হয়না—পেতে পারেনা,—দুর্দ্দশা তার সহজাত পুরুষ হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তরই থাকেনা। * তা'রা সমাজ ও জাতিতে একটা অস্বাভাবিক অপুষ্টিকর সংকীর্ণতার বিদ্রোহ সৃষ্টি করে মাত্র। †

* অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ দুর্দ্দশাই এই রকম নারীর পুরুষ।

† "When marriage and maternity are of less supreme interest . . . there are various results the chief of which are as follows :—

Women grow dollish; sink more or less consciously to man's level; gratify his desires and even his selfish caprices, but exact in turn luxury and display, growing vain as he grows sordid; thus while submitting, conquering and tyrannising over him, content with present worldly pleasures, unmindful of the past, the future or the above. * * *

Failing to respect herself as a productive organism, she gives vent to personal ambitions, seeks independence, comes to know

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। সব দেশেই সব সমাজেই প্রায় লোকেই বিবাহ ক'রে সংসারী হয়। বিবাহ করাটা কি এতই স্বাভাবিক—এতই প্রয়োজনীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী-পুরুষের মিলন একটা প্রাকৃতিক ক্ষুধা। উভয়ে উভয়ের দ্বারা induced হ'য়ে (উদ্বুদ্ধ হ'য়ে)—উভয়ের being and becoming (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে) solid

very plainly what she wants; perhaps becomes intellectually emancipated; . . . she perhaps even affects manish ways, unconsciously copying from those not most manly, or comes to feel that she has been robbed of something; always expecting but never finding she thus successively turns to art, science, literature and reforms; craves especially work that she cannot do and seeks stimuli for feelings which have never found their legitimate expressions".

'Youth'—G. S. Hall.

অর্থাৎ, যে সমস্ত নারী বিবাহ ও মাতৃত্বকে হীন চক্ষে দেখে, তাহাদের চরিত্রে নানা দোষ আবির্ভূত হয়:—

তা'রা খেলো হয়—পুরুষ রকম আসে, বিলাসিতা ও জমকালো রকমে ঝোঁক হয়। পুরুষকে জয় করিতে ও তাহার উপরে নানাপ্রকার অন্যায় আধিপত্যে রুচি জন্মে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধতা ও বর্ত্তমান সুখ ভোগেই ঐকান্তিক আসক্তি দেখা দেয়। আরও অনেক দোষ ঘটে—

নিজের জননীত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে চালিত হয়—নানা রকম চাওয়া তার ভিতরে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠে—নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ-নিরপেক্ষতা আনিবার জন্য পুরুষ-সুলভ চরিত্রের অনুকরণে অশেষ ব্যর্থতা নিয়ে আসে, বহু রকম অস্বাভাবিক কল্পনাপরায়ণা হইয়া সর্ব্বদাই তাদের সার্থকতা আশা করে, কিন্তু পায় না। তাই, সাহিত্য বিজ্ঞান, কলা সংস্কার ইত্যাদি কত দিকেই না ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যায় এবং যাহা করিবার সে মোটেই যোগ্য নয় তাহাতেই যত্ন-পরায়ণা হয়,—যে অনুভূতি তার জীবনে নাই তাহারই উদ্দীপনার আশাপথে ধাবিত হয়। —হল।

and continuous (পাকা ও অবিচ্ছিন্ন) ক'রতে চায়। —তাই, মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী (অর্থাৎ যাহার সাহচর্য্যে পুরুষ nourished হয়, elevated হয় এবং active হয়) পুরুষের জীবনপ্রদ, স্থৈর্য্যপ্রদ ও শক্তিপ্রদ ;—তাই আর্য্যগণ স্ত্রীকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপিণী ব'লে অভিহিত করেন। * শ্রী অর্থে তা'কেই বুঝায় যে সর্ব্বতোভাবে সেবা করে। অর্থাৎ যাহার সেবায় জীবন তুষ্ট, পুষ্ট ও অক্ষুণ্ণ তো থাকেই, বরং বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। আর, পুরুষকে এমনতর ভাবে সেবা করাই স্ত্রীর প্রাকৃতিক স্বার্থ ;—কারণ ইহাই তাদের জীবন, তুষ্টি ও পুষ্টির একমাত্র সোপান ;—তাই, পুরুষের পাওয়ায় আনন্দ—স্ত্রীর দেওয়ায় তৃপ্তি বা সুখ।

প্রশ্ন। বিবাহ সমাজ-জীবনের পক্ষে না-হ'লেই-কি-নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যদি otherwise (অন্যরকম) জীবনযাপন ক'রতে চায়—culture নিয়ে—উৎকর্ষের সাধনা নিয়ে—থাকতে চায়, তা'-হ'লে otherwise হ'তে পারে।

---

* "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কিঞ্চন।" —মনুসংহিতা।
অর্থাৎ, গৃহে স্ত্রী ও শ্রী একই—ইহাদের কিছুমাত্র তফাৎ নাই।

অনুকূলা ন বাগ্ দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ। —দক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ, যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুকূল—যে অন্য কাহাকেও বাক্যদানে দুষ্টা নহে, যে দক্ষা, সাধ্বী ও পতিব্রতা—এই সমস্ত গুণযুক্তা স্ত্রী শ্রী-ই—ইহাতে সংশয় নাই।

Cf. "the great Egyptian people, wisest of the nations, gave to their spirit of wisdom the form of a woman".

—Ruskin.

মিশরীয়গণ যখন জ্ঞানে সমস্ত জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নারীরূপ দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। সে তো পুরুষের পক্ষে, নারীর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীরও তাই কিন্তু rarely (কদাচিৎ)। কারণ, নারীর চরিত্র সহজনম্য—easy sympathetic—সহজ সহানুভূতিপ্রবণ। * তাই, তা'রা ভাল বা মন্দেতে inclined হয়ও (ঝুঁকে পড়েও) সহজে—আর, তার চরিত্রে cohesive tendency (মিলন-প্রবণতা) বেশী ; সেইজন্য, তার গুণগুলি কাল ও পাত্র-ভেদে সু বা কু'এর আকার ধারণ করে। —তাই, তাদের কোনো-না-কোনো গুরুজনের অধীনে থাকিয়া জীবনযাপন করা আর্য্যশাস্ত্রের বিধি আছে। †

---

* *Cf.* "Girls are more sympathetic than boys, they are also more easily prejudiced."

Essay on the Growth of Social Ideals.'—G. S. Hall.

বালিকারা বালকগণের চেয়ে অধিকতর সহানুভূতিপ্রবণ এবং সহজে অন্যপ্রকার ভাব দ্বারা রঞ্জিত ও অভিভূত হয়। —জি, এস্, হল্।

তিনি অন্যত্র আবার বল্ছেন—

. . . . "the all-sided impressionability characteristic of her sex which, when cultivated is so like an awakened child".

সুপ্তোত্থিত শিশুর মতন চারিদিকের সব-কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নারীর চরিত্রগত লক্ষণ।

Cf. also "Variable as the light, . . . it (the true changefulness of a woman) may take the colour of all that it falls upon, and exalt it".

—Sesame & Lilies—Ruskin.

নারীপ্রকৃতি আলোর মত পরিবর্ত্তনশীল। যাহা-কিছুর উপর পড়ে তাহারই রঙে রঞ্জিত হয় এবং তাহাকে উদ্ভাসিত করে। —রাস্কিন।

† 'রক্ষেৎ কন্যাং পিতাং বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।

অভাবে জ্ঞাতয় স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ।'—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

কন্যাকালে পিতা, বিবাহিত জীবনে পতি, বার্দ্ধকে পুত্রগণ, অভাবে জ্ঞাতিগণ নারীকে রক্ষা করিবে। স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্য কখনই বিধেয় নহে।

প্রশ্ন। তাই বোধ হয়, বিবাহটা মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কার ও উৎসব। আবার মেয়েদেরই যেন বিবাহ-ব্যাপারে উৎসাহটা একটু বেশী,—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান্ মনু ব'লেছেন—মেয়েরা স্থাস্নু প্রকৃতির (static) আর পুরুষ চরিষ্ণু প্রকৃতির—(dynamic)। মেয়ে যখন পুরুষের সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ পুরুষের সুখ দুঃখ তুষ্টি-পুষ্টিই মেয়েরও সুখ-দুঃখ তুষ্টি-পুষ্টি এমনতর অবস্থায়,—মেয়েরা পুরুষকে অবলম্বন ক'রে চরিষ্ণু জীবন পায়,—এক-হিসাবে তাদের পক্ষে নূতন জীবন পাওয়া, আর পুরুষেরও প্রাণ, পুষ্টি ও তুষ্টির উৎসকে অবলম্বন করা। অতএব, এই যদি ব্যাপার দাঁড়ায়, তবে মেয়েদের আনন্দ ও উৎসাহ তো বেশী হওয়াই উচিত এবং স্বাভাবিক !

প্রশ্ন। 'বিবাহ' মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর এই পুরুষকে সম্বর্দ্ধন ক'রবার প্রবৃত্তি আর পুরুষের অমনতর ভাবে সম্বর্দ্ধিত হ'বার প্রবৃত্তির সমাধানের প্রয়োজন হ'তেই বিবাহের সৃষ্টি। নারী চায় পুরুষকে উদ্বর্দ্ধন ক'রতে, পুরুষ চায় তাই নারীকে সর্ব্বতোভাবে বহন ক'রে নিজের জীবনকে বিস্তারে পরিপ্লুত ক'রতে—তাই বিবাহ। বিবাহ উভয়তঃ, —দুই জনই পরস্পরকে বহন ক'রবে। স্বামী স্ত্রীকে যেমন-ক'রে

'সর্ব্ব কর্ম্ম স্বস্বতন্ত্রতা, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা।'

—বশিষ্ঠ সংহিতা।

সমস্ত কর্ম্মে অস্বতন্ত্রতা, পূর্ব্ব মত পিতা ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীনতাই নারীর ধর্ম্ম—

—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' —মনু।

মনুও বল্‌ছেন—নারীর স্বাতন্ত্র্য উচিত নহে।

বহন ক'রতে পারে তেমন-ক'রে, আর স্ত্রীর স্বামীকে যেমন-ক'রে বহন করা উচিত তেমন ক'রে। *

প্রশ্ন। কোন বিশেষ পুরুষ ও বিশেষ নারীর মিলনকে বিবাহ-সূত্রে চিরস্থায়ী ক'রবার সার্থকতা কি? অন্যান্য জীবদের ভেতরে যা' দেখা যায় তা' তো অন্যরূপ!

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যদি যে-কোন নারীকে অমনভাবে বহন করে তাহ'লে তার জীবন অমনতর ভাবে বর্দ্ধনশীল না-ও হ'তে পারে,—তাই, পুরুষের উচিত নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকা এবং প্রাণপণে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা—জীবনে এবং জগতে। আর, যদি সেই পুরুষের চরিত্রে, চলনে, আচরণে, জ্ঞানে—সব দিক দিয়া মুগ্ধ হইয়া কোনো নারী তাহাকে বহন করার জন্য অনুরোধ করে—আর পুরুষ যদি হৃষ্ট হইয়া তাহার অনুরোধকে সার্থক করে, তাহা-হইলে সেই মিলন প্রায়ই উভয়ের being and becoming কে fulfil করে—জীবনও বৃদ্ধিকে সার্থক করিয়া তোলে,—অন্যথায় ব্যর্থতাই সম্ভব। নারী যখন তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে, তখনই সে সর্ব্বতোভাবে সেই পুরুষকে গ্রহণ ক'রবার উপযুক্ত হয়;—তাই, সে নারী তার পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসারিণী সহধর্ম্মিণী হয়।

প্রশ্ন। আজকাল তো দেখি সমাজে sexual hungerকে (যৌন ক্ষুধাকে) চরিতার্থ করবার জন্যই যেন বিয়ে হচ্ছে। Bertrand

---

* তাই, বিবাহ কথাটা এসেছে—বি (বিশিষ্টরূপে, অর্থাৎ যার যার individual—নিজস্ব রকমে)+বহ্ ধাতু হইতে। বহ্ ধাতুর মানে বহন করা, Carry করা—existence ও elevation এর দিকে (জীবন ও বৃদ্ধির দিকে)।

Russelও তো বলেন "Often and often a marriage hardly differs from prostitution except by being harder to escape from"—প্রায় স্থলেই বিবাহটা গণিকাবৃত্তিরই সামিল—শুধু এই তফাৎ—বিবাহরূপ গণিকাবৃত্তি হ'তে উদ্ধার পাওয়া একটু বেশী শক্ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর। Unequal match—অসদৃশ মিলন হ'লে ভার্য্যা মনোবৃত্তির অনুসারিণী, সহধর্ম্মিণী হয় না। এমন-কি, স্ত্রী যদি সর্ব্বতোভাবে তার স্বামীকে গ্রহণ না করে,—সে যদি lover of some qualifications আর hater of some qualifications হয়—কতকগুলি গুণের পূজক হয়, আর কতকগুলি গুণকে অপছন্দ করে—তা'-হ'লেও উভয়ের মধ্যে difference (অমিল) থাকবেই। এমন স্থলে পুরুষ সেই স্ত্রীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে বৃদ্ধি ও বিস্তারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে environmentএর (পারিপার্শ্বিকের) সেবাপরায়ণ হ'য়ে তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। * তখন তাদের relation টাকে intact (অটুট) রাখতে হ'লে sexual propensity—কামুকতা ছাড়া আর অন্য কোনো বন্ধন থাকে না,—তাই মানুষ কাম-পরায়ণ হ'তে বাধ্য হয়। †

---

* "It is the type of an eternal truth—that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it: and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."—Ruskin.

অর্থাৎ, রাসকিন তাহার একটী প্রবন্ধে ব'লেছেন—নারী যখনই আত্মার বর্ম্ম শক্ত করে' আগলে না ধরে—তখনই পুরুষত্বের গৌরব ম্লান হ'য়ে যায়—ইহা চিরন্তন সত্য।

† তাই, রাসেলও বলছেন—মানুষ যখনই জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল কোনো সঙ্গীর সহিত বসবাস করিতে বাধ্য হয়, তখনই তার নানা

প্রশ্ন। তা হ'লে বিবাহমিলনের মূল উদ্দেশ্যটা কি হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য উভয়ে উভয়ের মত বৃদ্ধি পাওয়া। কেহই তাহার জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না—কাম রিপুকে চরিতার্থ ক'রবার জন্য উভয়ের এ ক্ষুধা নয়; মূলে আছে জীবন ও বৃদ্ধি, তুষ্টি আর পুষ্টি—যে যেমন তেমন-করে'; যাহাতে তাহা হয়—তাই মানুষের প্রকৃত ক্ষুধা এবং তার জন্যই তার যা'-কিছু,—আর এই ক্ষুধা সার্থক করতে যা' প্রকৃষ্ট তা-ই করণীয়। *

প্রশ্ন। তবে কোন্ নারী কোন্ পুরুষের সহিত মিলিত হইবে? এই মিলনের মূল সূত্র কি হইবে?

রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার সংঘাতে জীবন বিপন্ন হইতে থাকে,—ফলে, মানুষের ইন্দ্রিয়-লালসাই অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়—নানারূপ উত্তেজনা ও বিক্ষেপ আসে—তাই, মানুষের বৃত্তির প্রকৃত সার্থকতা কিছুতেই আসে না।—

Cf. "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness that escape is practically impossible. * * * Such relations have some inevitable drawbacks. They are liable to emphasise sex unduly—to be exciting and disturbing and it is hardly possible it should bring a real satisfaction of the instinct.—"Principles of Social Reconstruction".—Russell.

* "Swedenborg calls marriage union the precious jewel of human life and the repository of Christian Religion. Union in marriage constitutes the complete man and the marriage union is essentially chaste and holy."

--Frank Sewall, in 'Swedenborg and the Sapientia Angelica.'

অর্থাৎ, সুইডেনবোর্গের মতে বিবাহ-মিলন জীবনের অমূল্য রত্ন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আধারস্থল। বিবাহ-মিলন মানুষকে সম্পূর্ণ করে এবং ইহা মূলতঃ অতিশয় পবিত্র।

Cf. "The loftiest and most sacred relation of human life,

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে নারী যে পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসরণ সুখের বলে' মনে করে, তা'তে ধন্য হয়, হৃষ্ট হয়, সার্থক হয়,—পুরুষকে হৃষ্ট ও তুষ্ট করে' তোলে, এবং তা'-ই তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি ও তুষ্টির luxuriant (উর্ব্বর) উৎস, সেই পুরুষ ও নারীর বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, কর্ম্ম, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদি হিসাবে মিলন বাঞ্ছনীয়। *

that upon which the social economy must rest or go asunder is the marriage relation—in which the complementary relation of the sexes is shown . . . having a significance beyond the earthly life."

—'Conjugal Love and its Chaste Delights'– Swedenborg.

বিবাহ-সম্বন্ধ মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সম্বন্ধ। সমস্ত সমাজ-দেহ ইহাকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর ইহাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে নর-নারীর পরস্পর পরিপূরক সম্বন্ধ দেখান হয়—ঐহিক জীবনের পরপারেও এই মিলনের একটা সার্থকতা আছে।

* এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—১।৫৫।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—যে সমস্ত গুণ থাকিলে পুরুষ পুরুষ হয় সেই সমস্ত গুণযুক্ত, সবর্ণ (সমান বা উৎকৃষ্ট বর্ণ), বিদ্বান্. পুরুষত্ব-বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত, যুবা (অর্থাৎ সু-স্বাস্থ্যবান্) জনপ্রিয় ব্যক্তিই বর হইবার উপযুক্ত।

আবার বল্‌ছেন—

'ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা (জাত্যা) বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥'

কেবল বিদ্যায় বা কেবল জাতি দ্বারা পাত্রতা হয় না। যাহার বিদ্যা ও জাতি দুই-ই আছে সে-ই পাত্র।

পাশ্চাত্য মনীষিগণও বিবাহ-ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা ও নানা বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষার বিধি দিয়াছেন :—

"I do not see how any sane young couple can risk the hazard of marriage, involving heavy responsibilities towards each other, their progeny and society without subjecting them-

প্রশ্ন। কিন্তু আজকাল তো দেখি—বিবাহে বর-ক'নের বাপ মায়ের ভেতর একটা দর-কষাকষি ও কতকগুলি অবান্তর বিষয় নিয়ে হট্টগোল—আর Dr. Hirschfeld—যাঁকে Einstein of Sex বলে—তিনিও বল্‌ছেন, "Most people pick their partners of life with less care than their partners in business—they utilise less caution in the selection of a husband or a wife than in the choice of a

selves to the tests provided by Chemistry, Biology and Psycho-analysis."—'Glimpses of the Great'—Viereck.

অর্থাৎ বার্লিনের যৌন বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ হারশ্‌ফেল্‌ড্‌ বল্‌ছেন—বিবাহটা দম্পতীর পক্ষে—সন্ততি ও সমাজের পক্ষে যেমন গুরু দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাহাতে রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান ও চিত্তবিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা সমূহের প্রয়োগ না করিয়া কেমন করিয়া পুরুষনারী বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে আমি বুঝিতে পারি না।

Cf. Both the man and the woman should be carefully examined not only with regard to their health—not only with regard to their fitness to marry but whether they are fit to marry each other. One man's meat is another man's poison. The jill that will make Jack the happiest mortal may make life a living hell for Tom—Hans whose presence is a heart balm to Gretchen may make Erina wretchedly miserable.

If Hans is married to Gretchen they may rear a happy family of seven children. Married to any one else their lives may be miserable and childless. Dalia may imagine that she is in love with Russel, a fair youth inclined to stoutness, whereas every cell of her being calls out for Williams—long-legged and swarthy.

Before making his final choice, the modern lover consults sex science. Like other sciences it is not infallible but it can prevent certain obvious blunders and repair others.

—Viereck on 'Hirschfeld'.

cook or in the purchase of a car or cow."—অর্থাৎ প্রায় লোকেই ব্যবসার অংশীদার পছন্দ ক'রতে গিয়ে যতটা হিসাব করে, জীবনের সহধর্ম্মিণীকে পছন্দ কর্‌বার সময়ে তার-চেয়ে ঢের কম বিচার করে;—মানুষ পাচক বা একখানা গাড়ী বা গরু কেনায় যতটা হিসাব করে, তার-চেয়ে ঢের কম হিসাব করে স্বামী বা স্ত্রী মনোনীত করার সময়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের স্বাভাবিক উৎকর্ষের ধারা তো এ নয়ই। প্রকৃত ব্যাপার এই হওয়া উচিত—কোনো পুরুষের চরিত্রে, * চলনে, বর্ণে, বংশে, বিদ্যায়, দক্ষতায়, স্থৈর্য্য ও নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অবনত হৃদয়ে তাহাকে বরণ করায়, সেই পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করিলে যদি কোনো স্ত্রী তার সর্ব্বতোভাবে মনোবৃত্তির অনুরঞ্জিনী হওয়াটা-ই জীবনের সার্থকতা, সুখ, তৃপ্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি বিবেচনায় নিজেকে ধন্য মনে করে, তবে সে-ই তার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওযার উপযুক্ত,—আর সেই মিলনেই উভয়ে সার্থক হয়। আর, পদ্ধতি যদি এমনতর হয় তবে পণ বা দর-কষাকষি বলিয়া কোনো-কিছু উঠিতেই পারেনা—আর সংসারটাও এত অশান্তির আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠেনা।

প্রশ্ন। নারী-যে পুরুষের চরিত্র, চলন ইত্যাদিতে মুগ্ধ হ'য়ে তা'কে বরণ ক'রবে ব'লছেন—তা' তো উভয়ের ভিতর মেশামিশি না হ'লে হ'তে পারেনা! তবে কি আপনি কোর্টশিপের পক্ষপাতী?

---

* "Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning. It is character that can cleave through adamantine walls of difficulties."—Vivekananda.

অর্থাৎ, টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। চরিত্রই বাধা বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ কর্ত্তে পারে। —বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোর্টশিপ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।* যেমনতর পুরুষ যেমন সহজ ভাবে চলাফেরা করে, মেয়েদের যেমন চলাফেরা করা উচিত, পুরুষনারী তেমন সহজভাবে চলাফেরা ক'রবে,—শিক্ষা-পদ্ধতিও তেমনতর হবে। তা' হ'লেই স্বাভাবিক ভাবে লোকের যেমন admiration (শ্রদ্ধা) আসে তেমনতর আস্‌বে।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। আচ্ছা,—চরিত্র, চলন, বিদ্যা, দক্ষতা, স্থৈর্য্য, নৈপুণ্য ইত্যাদি ব্যক্তিগত গুণ তো দেখ্‌তেই হবে, এ' আমরা বুঝিও, কিন্তু বর্ণ কি?

* *Cf.* Under the influence of our amorous emotions, the beloved assumes an importance ludicrously out of proportion with the realities. His or her virtues are magnified, while we turn the blind spot of the mind upon our lover's faults. The path of human passion and the path of marriage is strewn with too much wreckage to justify man's faith in the intuitions of love. Hirschfeld.—'Glimpses of the Great.' Viereck.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

হার্শফেল্‌ড বলছেন—মানুষ কোর্টশিপ করিতে গিয়া যেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করে, তা'তে সাময়িক প্রণয়াবেগে যুবক-যুবতীর বিচার-ক্ষমতা আচ্ছন্ন হয়। গুণগুলি অতিরঞ্জিত হইয়া ওঠে—দোষের দিকে নজরই পড়েনা। বিবাহব্যাপারে মানুষের সহজ সংস্কারের উপরে নির্ভর করিতে গেলে প্রায়শঃ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা—শেষে সারা জীবন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

'Einstein of Sex' বল্‌ছেন —"They may believe that they are in love with each other, whereas their temperament demands, a partner of a fundamentally different type."

—Viereck on 'Hirschfeld.'

তাহারা ভাবিতে পারে যে দুইজনই দুইজনকে ভালবাসে, অথচ তাহাদের প্রকৃতির দাবী হয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের (প্রকৃতির) সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুণ এবং কর্ম্মের continuation of cultureএ (উৎকর্ষের ক্রমাগতিতে) heredity (বংশানুক্রমিকতা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গুণ এবং কর্ম্মের বিভেদেই বর্ণ।*

প্রশ্ন। Continuation of Culture, মানে ত ঠিক বুঝলাম না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Continuation of Culture—মানেই হ'ল তাই, যে চিন্তা বা কর্ম্মের ধারা বংশের ভিতর কোনো-একটা Subject বা

* গুণকর্ম্ম বিভেদ-অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি।
'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ।
—গীতা

মহাভারতে ভৃগু বল্‌ছেন—
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতম্।
কর্ম্মদ্বারাই নর বিভিন্ন বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

Cf. "Heredity is an acquired fact—an experimental truth."
—'Mountain Paths.'—Maurice Materlink.

আর এই বর্ণ-বিভেদ যে শুধু আমাদের দেশেই আছে তা' নয়। তাই লিওনার্ড ডারুইন লিখ্‌ছেন—

'In an examination of the Census report of 1911, the population of England was divided into eight social classes.' অর্থাৎ ইংলণ্ডের ১৯১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে প্রকাশ ইংলণ্ডের জনসংখ্যা আটটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল।

স্যার আই, এ. টমসন্ বল্‌ছেন—

Mendel discovered that certain kinds of characters behave in a particular way in inheritance. They do not blend or break up or average off, but persist in their intactness . . . generation after generation.

অর্থাৎ, মেণ্ডেল আবিষ্কার ক'রেছেন,—কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ বংশানুক্রমে বরাবর অব্যাহত ও অবিকৃত ও অটুটভাবে সন্তানসন্ততিদের ভিতরে বিদ্যমান থেকেই যায়।

sphere of culture এর (বিষয়ের বা সাধনাক্ষেত্রের) গবেষণা ও ও কর্ম্ম নিয়ে পুরুষ পরম্পরায় তার উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়,—আর, এইরূপ চিন্তা ও কর্ম্মে পুরুষানুক্রমে ব্যাপৃত থাকার ফলে পরে easy instinct-রূপে—সহজ সংস্কাররূপে যাহা দাঁড়ায়—তাহাই heredity বা বংশানুক্রমিক সংস্কার বা বর্ণ; আর এইটা-ই কোনো individualএর (ব্যক্তি-বিশেষের) permanent inborn asset—স্থায়ী সহজাত সম্পদ্ ।*

---

* লিওনার্ড ডারুইন বল্ছেন—

"Somewhat the same bodily and mental characters will often keep cropping up in successive generations. . . . Fact and theory hang together perfectly. The laws of heredity can be relied on with complete confidence."

'What is Eugnics'—L. Darwin.

প্রায় একরূপ শারীবিক ও মানসিক লক্ষণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়। এ সম্বন্ধে ঘটনা ও বংশানুক্রমিকতার বাদে সম্পূর্ণ মিল আছে। বংশানুক্রমিকতার আইনের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে।

রাসেলও স্বীকার কর্ছেন—"Whatever may be thought of genius, there can be no doubt that intelligence . . . tends to run in families."—Russel.

অর্থাৎ, প্রতিভাব সম্বন্ধে যাহাই কেন ভাবিনা, মেধা যে পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

Cf. "The parent is rather the trustee than the producer of the germ-cells: or, again, the individual bodies are like the mortal pendents that fall away from the immortal neck-lace of germ-cells.—Sir Francis Galton.

Eugenics এর (সুপ্রজনন শাস্ত্রের) সৃষ্টিকর্তা স্যার ফ্রান্সিস্ গ্যালটন বল্ছেন—যদিও পিতামাতা হইতে জীবদেহ সৃষ্টি হয়, তথাপি তাহারা বীজকোষের ট্রাষ্টি মাত্র—স্রষ্টা নহে। বীজকোষ অমর, পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত—আর ব্যক্তির দেহ এই অমর কোষমালার ঝালরের মত।

প্রশ্ন। বর্ণ-হইতে individualএর বা ব্যক্তির কতটুকু বোঝা যায়?*

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর্ণ বা heredity হইতে মানুষের basic temperament—সত্ত্ব বা গোড়ার ধাত হয়,—আর এই basic temperamentএর উপরই culture (উৎকর্ষ), mood of personal acquisition (ব্যক্তিগত সাধনার ভঙ্গী বা রকম) and causal insight (কারণে অন্তর্দৃষ্টি) নির্ভর করে। তাই, বিভিন্ন বর্ণের জানারও বিশেষ-বিশেষ রকম-ফের হয়।†

* "Hereditary qualities, when transmitted to another generation, remain unchanged; though they may be sorted out differently." 'What is Eugenics'—L. Darwin.

অর্থাৎ, বংশানুক্রমিক গুণরাজি অপরিবর্ত্তিতভাবে পরবর্ত্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়—যদিও তাহাদের নূতন রকমের সমাবেশ হইতে পারে।

"Professor Pearson, after working out the statistical laws of inheritance in many physical characters of men, animals and plants, has applied the same methods to what are called the mental and moral attributes; . . . the conclusion is reached that not only bodily characters but also those of the mind are essentially determined by the hereditary endowment.

"Heredity in the light of recent research'.—L. Doncaster.

অর্থাৎ, অধ্যাপক পিয়ারসন্ বংশানুক্রমিকের নিয়মাবলী মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের বাহ্যিক লক্ষণ সমূহের দ্বারা গণনা করিয়া সেই প্রণালী মানসিক ও নৈতিক লক্ষণ সমূহে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শুধু দৈহিক লক্ষণ নয়, মানসিক লক্ষণগুলিও উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ত্তে।

—ডন্‌কাষ্টার।

† *Cf.* "No doubt the direction which intellectual development takes is to a considerable extent determined by circumstances but the kind of mind is irrevocably decided before the child is born."—L. Doncaster on 'Heredity'.

প্রশ্ন। শাস্ত্রে কোন বর্ণ উচ্চ বা উৎকৃষ্ট, কোনো বর্ণ নিম্ন বা নিকৃষ্ট এইরূপ ইঙ্গিত আছে। বর্ণের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার ভিত্তি কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কর্ম্মের অনুসরণে গুণের উৎকর্ষ, আর এই গুণ জ্ঞান হইতে জন্মে, আর জ্ঞানের প্রসূতিই কর্ম্ম। তাই, যে যে কর্ম্ম করায় যে যে জ্ঞান, গুণের অধিকারী হয় তার একটা ক্রমোন্নতির পারম্পর্য্য বা ধারাবাহিকতা আছে এই হিসাবেই বর্ণ-বিভেদ। তা' হ'লেই যে যে গুণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষ যে যে গুণ, জ্ঞান ও কর্ম্মে, সেই-হিসাবেই উঁচু নীচু বর্ণ বলা হয়, তাই এক বর্ণ অন্য বর্ণের রক্ষক, শিক্ষক ও চালক।

প্রশ্ন। তা হ'লে personal acquisition (ব্যক্তিগত সাধনা) ত heredity র চেয়ে খাটো হ'য়ে যায়। তবে বিবাহে ব্যক্তিগত গুণের উপরই বেশী লক্ষ্য করতে হ'বে, না heredity বা বর্ণ-বংশের উপরেই বেশী নজর দিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Heredity বা বর্ণ ও বংশের উপর ত প্রথম ও প্রধান নজর থাক্‌বেই। * যেমন culture আছে heredity নাই, সে যেমন heredity establish করতে যাচ্ছে অথচ হয়নি, তেমনি heredity আছে culture নাই—সে heredity নষ্ট করতে যাচ্ছে

নবজাত শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অনেকাংশে ঘটনাচক্রের উপরে নির্ভর করিলেও তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মন কেমন হইবে তাহা অমোঘরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

—ডন্‌কাষ্টার।

* "বিদ্যাপ্রণাশে পুনরভ্যুপেতি
জাতিপ্রণাশে ত্বিহ সর্ব্বনাশঃ।" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

বিদ্যা বিনষ্ট হইলে পুনরায় পাওয়া যায়,—জাতি হারাইলে সর্ব্বনাশ।

অথচ এখনও সময় আছে;—তাহ'লে এই দাঁড়াচ্ছে যে সমাজের কর্ত্তব্যই heredity এবং culture কে অক্ষুণ্ণ রাখা অর্থাৎ heredity কে লইয়া তাহাতে culture এর সমাবেশ করা,—কারণ culture কে heredity তে পর্য্যবসিত করিতে বহু সময়ের প্রয়োজন। *

প্রশ্ন। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ culture বা personal acquisition এর (ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ গুণের) উপরেই ত বেশী নজর দেয়, মানুষের বড়-ছোট বিচার ত culture দিয়েই হয়, ব্যক্তিগত সাধনার

---

* 'জাত্যুৎকর্ষঃ যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা'

—যাজ্ঞবাল্ক্য সংহিতা।

জাতি বা heredityর উৎকর্ষ (নিম্নবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সহিত বিবাহ দিলে ক্রমান্বয়ে) সপ্তম বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে।

Cf. Einstein said, "Being both a father and teacher, I know we can teach our children nothing. We can transmit to them neither our knowledge of life nor of mathematics."

"But" I interjected, "nature crystallises our experiences. The experiences of one generation are the instincts of the next."

'Ah' Einstein remarked, "that is true; but it takes nature ten thousand or ten millions of years to transmit inherited experiences or characters."

—'Glimpses of the Great'.—Viereck.

আইন্‌ষ্টাইন্ বল্লেন, "আমি জনক ও শিক্ষক উভয়ই—তাই, আমি জানি আমাদের শিশুদের আমরা কিছুই শিখাইতে পারি না। জীবনের অভিজ্ঞতা বা গণিত বিদ্যা কিছুই সঞ্চারিত করিতে পারি না।

আমি বল্লাম, 'প্রকৃতি নিজেই ত আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে দানাকারে গাঁথিয়া তোলে। এক পুরুষের অভিজ্ঞতাই ত পরবর্ত্তী পুরুষে সহজ সংস্কারে পরিণত হয়।

আইন্‌ষ্টাইন্ বলিলেন—হাঁ তা' সত্য। কিন্তু প্রকৃতির হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ বছর লাগে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত করিতে।

—বিয়ারেক।

উপরে দাঁড়ানই ত prudence (বিচক্ষণতা)। যে নিজের সাধনার দ্বারা লোকের চক্ষে মহনীয় তা'কে বরণ করলে জীবনটা ত কাটবে ভাল ! বর্ণ-বংশে নাকি কতই গোল ঢুকিয়াছে শুনিতে পাই সুতরাং তা' নিয়ে টানাটানি ক'রে বিশেষ-কি লাভ হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ love and admiration (ভক্তি ও ভালবাসা) হইতে মানুষ যখন active (কর্ম্মপরায়ণ) হইয়া ওঠে, তখনই তার ভেতরে সত্যিকারের culture (সাধনা ও উৎকর্ষ) grow করে (জন্মে), আর তাহা ভালবাসা-প্রসূত বলিয়া— তার being হইতে স্বতঃ-উৎসারিত বলিয়া beingএরই (সত্তারই) property (সম্পদ) হয়। ইহাই real acquisition (সত্যিকারের সাধনালব্ধ সম্পদ্)। তাই, এইরূপ acquisition মানুষের being কে mould করিয়া (গঠিত করিয়া) তোলে। আর, এইরূপ ক্রমাগত অনেক পুরুষ ধরিয়া চলিলে তখন তাদের seed এ (বীজে) ঐ acquisition এর (সাধনার) heredity (বংশানুক্রমিকতা) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই পরিবর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য হচ্চে তার inner temperament (অন্তর্নিহিত ধাত) মানে—basic temperament (মৌলিক ধাত)। তা' এমনতর হ'য়ে থাকে—তার জীবনের acquirement গুলি (অর্জ্জিত গুণগুলি) instinct এর মতন (সহজাত সংস্কারের মতন) work (ক্রিয়া) করে। তাই, যদিও সে uncultured (সাধনাবিহীন) জীবন যাপন করে, তথাপি তার lower step এ (নিম্নতর সোপানে) নামিয়া আসিতে আবার কিছু পুরুষান্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়।—তাই, বিবাহে heredity বা বর্ণ বংশ প্রথম এবং প্রধান। তাই, যদি উন্নতবর্ণের এবং অন্ততঃ উন্নত বাহ্য আচরণ ও ও চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকে accept করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহার যদি

উপযুক্তপ্রকারে ইন্ধন সরবরাহ করা হয়, তা'-হ'লে সে অত্যল্পকাল মধ্যে enormous culture-ওয়ালা lesser heredity-কেও অর্থাৎ বহুল সাধনাসম্পন্ন নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তিকেও excel (অতিক্রম) করিবে তাহা সুনিশ্চিত। * আর, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণও নাকি ইহা বহুপ্রকারে experiment (পরীক্ষা) করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। †

আর দেখুন, মানুষের culture (সাধনা) কিন্তু দুই রকমের :— এক রকম inferiority complex হ'তে—নিজেকে ছোট মনে করিয়া বড়র মতন প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে—ego (অহং) oppressed বা opposed হইয়া—প্রতিহত হইয়া আরম্ভ হয়; আর-এক রকম—মানুষের spontaneous inner hankering to fulfil অর্থাৎ, কাহাকেও সার্থক করিবার স্বতঃ-উৎসারিত অন্তর্নিহিত প্রেরণা হইতে আরম্ভ হয়—যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* *Cf.* Such an improvement in natural qualities would mean that our successors would have a better start in life. They would be able to do as well as we have done with less exertion. etc. etc.

—L. Darwin in 'What is Eugenics'.

অর্থাৎ, স্বাভাবিক গুণের ঐ উৎকর্ষ হইতে বুঝা যাইবে—আমার উত্তরাধিকারীরা আমার-চেয়ে ঢের ভাল সহজাত সম্পদ্ লইয়া জীবন আরম্ভ করিবে; ফলে, আমার-চেয়ে ঢের কম শ্রমে আমার মত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

কবি কালিদাস, শুকদেব প্রভৃতিকে বোধহয় ইহার দৃষ্টান্ত-হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

† মরিস্ মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির উক্তি ৩০ পৃষ্ঠার foot-noteএ দ্রষ্টব্য।

অনেকেই জানেন আমেরিকার স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার টি, এইচ্, মরগ্যান্ (Sir T. H. Morgan) heredity বা বর্ণকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গত বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

যাহাদের সাধনা বা culture অহং-প্রতিহত হইয়া আরম্ভ হয়, তাহাদের সেই complex বা বৃত্তি fulfilled (সার্থক) হইয়া গেলেই যেমন ছিল তেমনি স্তরেই আসিয়া দাঁড়ায়—being (সত্তা) unaffected (অস্পৃষ্ট) থাকে। এ-রকম culture কে (সাধনাকে) acquisition না বলিয়া learning (পাণ্ডিত্য) বলিলেই যেন ঠিক হয়। তাই, যে সাধনা বা culture spontaneous অর্থাৎ স্বতঃ-উৎসারিত, heredity-ক্ষেত্রে (বংশানুক্রমিকতাক্ষেত্রে) তাহাই গ্রহণীয়। *

প্রশ্ন। বিবেকানন্দ ব'লেছেন—"উচ্চবর্ণ হইতে পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি নিজ হইতে সর্ব্বভূতে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির ভিতর ব্রহ্মকে দেখেন, প্রত্যেক জীবকে আত্মবোধে বাঁচা এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সংরক্ষণে সেবানিরত, জ্ঞানের অধ্যয়ন, গবেষণা ও মানুষ যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষে এবং উদ্বর্দ্ধনে অবাধ হ'তে পারে এমনতর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত,—যিনি উন্নতিপ্রসূ দানে মুক্তহস্ত, প্রতিগ্রহ যাঁর পরপুষ্টির জন্য, আদর্শে সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত—যাঁর যাজনে তাঁর পারিপার্শ্বিক আদর্শে ও উন্নতিতে অনুপ্রাণিত হয়,

* Sir I. A Thomson লিখিয়াছেন—"We cannot discuss whether nature or nurture is the more important but whether changes in germinal composition count for more or less (appropriate nurture granted) than changes obviously wrought out in individuals. Galton did not depreciate the importance of nurture for the individual; but as regards racial progress he insisted on the exclusive value of progressive variations in constitutional vigour. Galton, therefore, insists on the mating of the best with the best and he warns as to the deterioration of good stock by sowing tares with the wheat"—Sir I. A. Thomson.

যিনি অতীব সহজভাবে জীবন যাপন করেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যাঁর উদ্ভব এবম্প্রকার কুল বা বংশ হইতে হইয়া উক্ত গুণগুলি স্বতঃই যাঁহাতে উদ্দীপ্ত হইয়াছে তিনিই প্রকৃতিপ্রসূ বর্ণ ব্রাহ্মণ। *

সার জেমস্ টম্‌সন্ লিখেছেন—মানবের উদ্বর্দ্ধনে প্রকৃতিই বড় না, শিক্ষা—উৎকর্ষই বড় এরূপ বিচার করিলে কোনই ফল হইবে না। দেখিতে হইবে বীজই ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে বেশী প্রয়োজনীয় কি না। গ্যালটন্ ব্যক্তির উদ্বর্দ্ধনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু জাতির উৎকর্ষে বীজেরই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাই, গ্যালটন্ সুপ্রজননে উত্তমের সহিত উত্তমের মিলনের পক্ষপাতী,—আর ভাল শস্যের সহিত আগাছার মিলনে যাহাতে উৎকৃষ্টের অপকর্ষ না হয় তিনি সে বিষয়ে আমাদের সাবধান করিয়া দিতেছেন!

Cf. "Man must learn to tame by science the nescient waywardness which lays waste his stock."—Pearson.

প্রোফেসর পিয়ারসন্ বল্‌ছেন—মানুষের উচিত প্রকৃতির ভিতরে যে অজ্ঞেয় গোড়ামি আছে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করা।

Cf. "The kind of mind is irrevocably decided before the child is born. * * * the mental powers of the child will be the same whether he had a good education or not. Of course, education is a necessary condition of the development of the mental powers, but at present we have no evidence that it adds potentialities not present at birth." 'Heredity'—Don Caster.

অর্থাৎ, শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই সে কি প্রকৃতি লইয়া জন্মাইবে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শিশু শিক্ষিত হোক্ বা নাই হোক্ তাহার মানসিক শক্তিসম্পদ একই হইবে। অবশ্য, সেই সহজাত মানসিক সম্পদের সম্যক্ বিকাশসাধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষা মানুষের জন্মগত বা সহজাত শক্তিসম্পদের সহিত কিছু যোগ করিতে পারে এমন কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

(১) কর্ম্মণা ব্রহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধ স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ উচ্যতে ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-গণেশ খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়।

প্রশ্ন। ক্ষত্রিয় কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা, তপ ও আদর্শপ্রাণতা ইত্যাদি, জীবের—বিশেষতঃ মানুষের—বিপদ্, বিধ্বস্তি, বেদনা—যাহা মানুষকে মরণমুখী করিয়া তোলে—তাহার রোধ ও অপসারণ করিয়া জীবনে শান্তি স্থাপন করেন তিনি ক্ষত্রিয়; তাই-বোধ-হয় সর্ব্বপ্রকার ক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' কথাটি আসিয়াছে—ক্ষত শব্দ + ত্রৈ ধাতু (ত্রাণ করা) হইতে।

প্রশ্ন। আর বৈশ্য কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁহারা বেদাধ্যয়নে রত, তপঃশীল, গবেষণা-পরায়ণ, গুরু বা ইষ্টানুরক্ত, যাঁদের কন্যা দ্বিজমাত্রের গৃহেই প্রবেশ করিতে পারে অর্থাৎ দ্বিজমাত্রেই যাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে,—যাঁহারা ধন ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া সেবায় সমাজ ও দেশের পুষ্টিসাধন করেন, এক-কথায়, ঐহিক সম্পদ যা-কিছু যাঁহাদের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা বৈশ্য। তাই মনে হয়

জাতকর্ম্মাদিভি র্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড—২৬ অধ্যায়।
তথা মহাভারত শান্তি পর্ব্ব—১৮৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকর্ম্ম দ্বারা জাত ব্রহ্মভাবনা করেন—সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত (যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন—দান—প্রতিগ্রহাদি ব্রাহ্মণকর্ম্মরত) শুদ্ধ (অর্থাৎ একাসক্ত—এক চিন্তা ও কর্ম্মপরায়ণ), তিনিই ব্রাহ্মণ।

জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত—শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ষট্ কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচারসম্পন্ন—গুরুপ্রিয় নিত্যব্রতী সত্যরত তিনি ব্রাহ্মণ।

'বৈশ্য' কথাটি আসিয়াছে বিশ ধাতু হইতে, আর বিশ্ ধাতু মানে প্রবেশ করা। *

প্রশ্ন। 'শূদ্র' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দ্বিজসেবাই যাঁদের ব্রত, দ্বিজসেবাই যাঁদের তপ, যাঁহারা সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—সমাজের মঙ্গলপ্রদ সেবাই যাঁহাদের কাম্য, আদর্শে অনুরক্তি যাঁদের জীব ও জাতির সেবাকে মুখর (prominent) করিয়া তুলিয়াছে, সেবা করিয়াই যাঁহারা কৃতজ্ঞ, সেবাতেই যাঁহারা শুচি, সেবা করিয়া যাঁহারা জ্ঞান, গবেষণা ও অধ্যয়নের ফল লাভ করেন, এক-কথায়, সংরক্ষণের সেবাই যাঁহাদের প্রকৃতিগত এবং তাহা করিয়াই নিজেকে সংরক্ষিত, সংশোধিত ও উন্নত করেন তাঁহারাই প্রকৃত শূদ্র।

প্রশ্ন। বর্ণ ও বংশ এই দুইয়ের তফাৎ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বর্ণ' মানে classes of equicultural heredity (তুল্যরূপে উৎকর্ষিত বংশের শ্রেণী, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি) আর 'বংশ' মানে personal heredity (ব্যক্তিগত বংশানুক্রমিকতা)।

প্রশ্ন। আপনি বর্ণ ও বংশের কথা বল্‌লেন। শাস্ত্রে বিবাহে গোত্রের বিচারও ত আছে—'গোত্র' বল্‌তে কি বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'গোত্র' মানে acquisition এর—সাধনার ধারা—school—তা' ছেলে-দিয়েও হ'তে পারে, শিষ্য-দিয়েও হ'তে

* বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
—পদ্মপুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

যে শীঘ্র প্রবেশ করে (তিনবর্ণের গৃহে)—কৃষি-সেবী—গ্রহণে রুচিসম্পন্ন, শুচি এবং বেদাধ্যয়নপরায়ণ—সেই বৈশ্য।

পারে ; যেমন সংহিতায় আছে—son by birth আর son by culture. । *

প্রশ্ন। আর্য্য-ঋষিরা বিবাহ-ব্যাপারে গোত্রসম্বন্ধে এত particular (সতর্ক) হ'য়েছেন কেন ? সগোত্রে বিবাহের একেবারে নিষেধ কেন ? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও দেখ্ছি blood relatives দের ভেতর বিবাহসম্বন্ধে বলেন—"We oppose the union no less strenuously than the church—we oppose it however not on religious grounds but on eugenic grounds." । †

---

* দ্বয়মিহ বৈ পুরুষস্য রেতঃ, ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধং নাভে রর্ব্বাচীনং মন্যেত। তদ্ যদূর্দ্ধং নাভেস্তেনাস্যানৌরসী প্রজা জায়তে যদুপনয়তি যৎ সাধুকরোতি। যদর্ব্বাচীনং নাভে স্তেনাস্যৌরসী প্রজা জায়তে।

—বশিষ্ঠ সংহিতা—দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ ইহলোকে ব্রাহ্মণের নাভির উর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত এই দুই প্রকার রেত। তন্মধ্যে উর্দ্ধস্থিত রেত দ্বারা অর্থাৎ মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়। এই সন্তান-উৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে, আর যাহা নাভির অধস্তন শুক্র—তদ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়।

মনু বলিতেছেন—

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রো র্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ২। ১৪৬।
আচার্য্য স্তস্য জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরাঃ ॥ ২। ১৪৮।

অর্থাৎ, উৎপাদক (জন্মদাতা) ও ব্রহ্মদাতা এ দুই এর মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। বিপ্রের ব্রহ্মজন্মই ইহকালে ও পরকালে শাশ্বত।

বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রী দ্বারা যে জাতি (জন্ম) উৎপাদন করেন তাহা অজর ও অমর।

† অর্থাৎ, যৌন বিজ্ঞানে যিনি আইনষ্টাইন তিনি বল্‌ছেন—সগোত্রে রক্তসম্পর্কীয়দের বিবাহের আমরা বিরোধী—বিশেষতঃ সুপ্রজননের দিক্ দিয়াই আমাদের এ আপত্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সগোত্রা হইলে equal and opposite—তুল্য অথচ বিপরীতধর্ম্মী হয় না, একটা আর-একটার reservoir হয় না—ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবাহমিলনে one reserves the potentiality of the other—অর্থাৎ একজন আর-এক জনের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারক ও পোষক হয়।* সগোত্রে বিবাহ কর্‌লে প্রায়ই বিকলাঙ্গ সন্ততি হয়—তাই, blood এর distance (দূরত্ব) বেশী হইলে মিলন more perfect (পূর্ণতর) হয়, †

* যেমন, একজন ভাল গায় আর-এক জনের সেই গান সর্ব্বতোভাবে ভাল লাগে, একজন এই হিসাবে positive আর-এক জন equally negative. একজন সাজিয়া খুসী আর-একজন সাজাইয়া এবং সজ্জিত দেখিয়া খুসি—এইরূপ হইলে পরস্পর ঠিক-ঠিক বন্ধুত্ব হয়—দু-জনই ন্যূনাধিক অসমান হইলে পরস্পরের মনের অমিল থাকবেই—বন্ধুত্ব কিছুতেই চিরস্থায়ী হবে না।

† "Marriage between blood relatives is apt to accentuate the weakness in the family." Hirschfeld—Viereck.

অর্থাৎ শোণিত-সম্পর্কিতদের বিবাহ হইলে পরিবারের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে তাহারই বৃদ্ধি হওয়ার কথা।

তাই, সমস্ত সংহিতায়ই সমানার্ষপ্রবরা বা সগোত্রা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ।

'ন সগোত্রাং সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। —বিষ্ণুসংহিতা।

আবার ব'লেছেন—

"ন মাতৃতঃ স্তু আ পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চা সপ্তমাৎ।" —অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়া পঞ্চম ও পিতার দিক দিয়া সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ।

মনু বলিতেছেন—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ অসগোত্রা চ যা পিতুঃ
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।" ৩।৫

তবে distance অত্যন্ত বেশী হইলে আবার আলাদা species বা জাতির মতন হয়, সেও ভাল নয়।

প্রশ্ন। সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ—এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বেশী প্রশস্ত ?

চরক বলিতেছেন—

অতুল্যগোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাং
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীং অপত্যার্থী নিরাময়ঃ॥

—চরক চিকিৎসাস্থানম্।

তাই বোধ হয় লিওনার্ড ডারুইন তার 'What is Eugenics' নামক গ্রন্থে লিখ্‌ছেন—Sacrifices for our country's good include the abandonment of personal pleasures and of social ambitions.—The path of duty is the path to social progress.

অর্থাৎ, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেই ব্যক্তিগত সম্ভোগ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার লালসা পরিত্যাগ করিবেন। কর্ত্তব্যের পথই জাতীয় উন্নতির পথ।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যদেশের আইনেও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

English Law—. . . "The Act of 1835 states—all marriages . . . between persons within the prohibited degrees of consanguinity and affinity shall be absolutely null and void to all intents and purposes."

German Law—"Marriages are void between descendents and ascendents; relatives by marriage in the ascending or descending line; brother or sister of the whole or half blood."

French Law—Marriage is prohibited between all ascendants and descendants in the direct line and between persons related by marriage in the same line.

See 'Encyclopoedia on Marriage.'

শ্রীশ্রীঠাকুর। অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই—যদি ছেলে-মেয়ের মিলন যেমন ভাবে হওয়া উচিত তাই হয়। * তা'-ছাড়া প্রথম বিবাহ সবর্ণ হওয়াই শাস্ত্রের বিধান। †

প্রশ্ন। অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ প্রশংসনীয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Higher cultural heredity র প্রতি (উচ্চ বর্ণের প্রতি) lower cultural heredity র বা নিম্নবর্ণের একটা normal admiration (সহজ শ্রদ্ধা) থাকেই। তা'-ছাড়া, যদি মেয়েরা self-selected higher cultural heredity কে পায় অর্থাৎ, স্বমনোনীত কোন উচ্চবর্ণের পুরুষকে লাভ করে,—তা হ'লে সে admiration এর উৎকর্ষ কতখানি active (সলীল) হ'য়ে ওঠে ভাবিলেই বোঝা যায়। আর higher cultural heredity যদি

---

* 'অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ' মানে—উচ্চবর্ণের বর ও নিম্ন বর্ণের কন্যার বিবাহ। ব্রাহ্মণবর—ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কন্যা, ক্ষত্রিয়বর বৈশ্যের শূদ্রের কন্যা। বৈশ্যবর ও শূদ্র কন্যা—এইরূপ।

ইহার উল্‌টো হইলে তাহাকে 'প্রতিলোম' বিবাহ বলে। আর্য্যশাস্ত্রে এ বিবাহ বিশেষ নিন্দনীয়। ইহাতে সন্তানের শরীরও দুর্ব্বল হয় এবং মানসিক সম্পদ্‌ও হীন হয়।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

মনু ৩।১৩।

ইহাতে অনুলোম ক্রমের প্রশংসা করা হইল এবং প্রতিলোম বিবাহ অগ্রাহ্য হইল।

† তাই, মনুসংহিতায় আছে—

গুরুণামনুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্‌॥

আবার বল্‌ছেন—সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। মনু—৩।১২।

দ্বিজাতিদের প্রথম স্ত্রী সবর্ণা হওয়াই প্রশস্ত।

positive (পুরুষ) হয়, lower cultural heredity যদি negative (স্ত্রী) হয়, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী হয়,—তা'-হ'লে তাদের effect বা issue (সন্ততি) with a higher cultural temperament আর with a good strong physique—তার মানেই সুস্থ ও সবল দেহ এবং উচ্চবর্ণানুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন স্বভাবতঃই হ'য়ে থাকে। * তাই, সুপ্রজননের দিক দিয়া ইহা negligible নয় (তুচ্ছ নয়)। আর সমাজের দিক দিয়া এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের ভিতর একটা অচ্ছেদ্য compactness (জমাট ভাব) বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আর, এই তিন বর্ণই আর্য্যজাতি,—difference of cultural heredity হিসাবে এই বিভাগ। অতএব, জাতির দিক দিয়া বা species এর দিক দিয়া কোন-প্রকার বৈষম্য নাই। সুতরাং, সুপ্রজননের উৎকর্ষ এমনতর ভাবে বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আরো কথা,—higher culture এর সাথে lesser culture এর মিলনে lesser higher এ পর্য্যবসিত হয়; আর higher আরো higher এর দিকে যায়—যদি higher এর সহিত lesser এর মিলনের ভিত্তি regard ও admirationএর উপর দাঁড়ায়। যেমন, কোনো শিক্ষক যদি

* ব্রাহ্মণী-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যাসু ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রঃ ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥
—মহাভারতে দানধর্ম্ম

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ার যে পুত্র সে ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্রও তাহাই—বৈশ্যাতে জাত পুত্রও তাহাই।

কোনো ছাত্রকে শিক্ষা দেন, তবে ছাত্রের উৎকর্ষের সাথে-সাথে শিক্ষকের জ্ঞানেরও উৎকর্ষ আসে—ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয়, তাই ঋষিগণ অনুলোম বিবাহের এমনতর ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রশ্ন। অনুলোম বিবাহে পুত্রকন্যা কোন্ বর্ণের হইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতৃবর্ণ অতি নিশ্চয়,—তবে একজনের যদি বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী থাকে, তাহার সন্তান-সন্ততির একটা পর্য্যায় (order) থাকিতে পারে মাত্র।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এদের কোথাও অন্নের, কোথাও বা অন্নজলের চল নাই। তবে অনুলোম বিবাহ কি-ক'রে সম্ভব হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পরস্পরের অন্নজল চিরকালই চলিত—তবে higher culture lesser এর দ্বারা উপযুক্তভাবে অভ্যর্থিত হইয়া, নতুবা নয়। ইহারও কারণ ছিল। কারণ, যে culture মানুষের কাছে elevative and enlightening অর্থাৎ উন্নয়নের উদ্দীপক, তা' যদি মানুষের কাছে cheaper (সহজলভ্য) হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' হ'লে মানুষের inclination সে-দিকে থাকে না—tension of attachment relaxed হইয়া উঠে—অর্থাৎ আসক্তির টান শিথিল হইয়া পড়ে, আর তাই attitude of worship (শ্রদ্ধা) হারাইয়া ফেলে। অতএব, তাহাতে elevation (উন্নতি) না আনিয়া আরো deterioration (অধোগতি) নিয়া আসে,—তাই বোধ হয় অমনতর ব্যবস্থা ছিল।

প্রশ্ন। তা হ'লে ত আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ বিবাহ-পদ্ধতির এই অনিয়ম। এই যদি সত্য হয়, তা-হ'লে

পরাধীনতার চেয়ে বিবাহসম্বন্ধীয় এই সামাজিক দুর্নীতিই ত জাতীয় অবনতির মুখ্য কারণ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই,—এক শ বার। *

প্রশ্ন। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের সুখ্যাতি ও প্রতিলোম বিবাহের বিশেষ নিন্দা দেখতে পাই। কিন্তু নরনারীর মনের মিলই যদি বিবাহের বড় condition (সর্ত্ত), তবে উচ্চ বর্ণের কন্যার যদি নিম্ন বর্ণের পুরুষের সহিত মনের মিল হয়, তবে সে বিবাহ কেন নিন্দনীয় হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের মনে জ্ঞান ও অজ্ঞান দু'য়েরই সমাবেশ থাকে। জ্ঞানে উৎকর্ষ, অজ্ঞানে অপকর্ষ। মানুষ সাধারণতঃ অজ্ঞতা

* The family is the real social unit, and what society

(41) The family is the real social unit, and what society has to do is to promote the good of the family. And in the family woman is as completely supreme as is man in the state. To keep the family true, refined, affectionate, faithful, is a grander task than to govern the state.

—Frederic Harrison.

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ব'লেছেন—

এই জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে বিবাহ বিধির পরিবর্ত্তন করা দরকার।

See 'Modern Review'—August, 1911.

Cf. Manifold and far-reaching, influencing the whole structure of society not only in this country, but in every country and at every time, have been the influences which have grown up from the root-fallacy in the marriage relation.

—'Married Love.'—Marie Stopes.

শুধু এই দেশে নয়, সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে—যেখানেই বিবাহ-সম্বন্ধীয় গোড়ায় গলদ রহিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রভাবে বহু দিক্ দিয়া—বহু দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজদেহ প্রভাবিত হইয়াছে। —মেরী ষ্টোপ্‌স্।

বশতঃ নিকৃষ্টকে সাময়িকভাবে তাহার জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া অশেষ ব্যর্থতা এবং অবসাদে জীবন নষ্ট করিতে চাহিতে পারে—এবং সে ভ্রান্তির ফলেরও আবার একটা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ক্রমাগতি আছে। তা'-হ'লে যাহা জীবনকে এমনতর ভাবে বিব্রত করিয়া মৃত্যুর দিকে চালিত করে, এমন পাপ যাহাতে সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে না পারে সেইজন্য ঋষিরা বিবাহে বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদির বিচার করিয়া কন্যার পুরুষকে বরণ করবার বিধি দিয়াছেন। তা'-ছাড়া প্রতিলোম বিবাহে physical deformity (দৈহিক পঙ্গুতা) প্রায়শঃই হইয়া থাকে,—যেমন ধরুন, strong physique but weak nerve, dull brain (বলিষ্ঠ দেহ কিন্তু দুর্ব্বল স্নায়ু ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক) ইত্যাদি *

অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। ১।৯৫।

অর্থাৎ, প্রতিলোম বিবাহে জাত (অর্থাৎ, উচ্চ বর্ণের কন্যাতে নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংসর্গে জাত) সন্ততি অসৎ ও অনুলোমজ (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের কন্যাতে উচ্চবর্ণের পুরুষের) সন্ততি সৎ।

"প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ।"

—বিষ্ণু সংহিতা—১৫।৩৬।

অর্থাৎ প্রতিলোমা স্ত্রীতে জাত সন্তান অভাগী।

আবার ব'লছেন—প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ। অর্থাৎ, প্রতিলোমাতে আর্য্যবিগর্হিত সন্ততি জন্মে।

উদ্বহেত ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥

—ব্যাস স্মৃতি, ২ অধ্যায়।

বিপ্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিবে। নিম্নবর্ণীয় পুরুষ কখনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পুরুষ ও নারী উভয়েই শ্রেষ্ঠের প্রতি attachment (ভক্তি) আনিবে কেন? শ্রেষ্ঠকে বরণ করা—এত কঠিনই বা কেন? নিকৃষ্টকে বরণ করিলে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Superior এ attachment এ—শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তিতে মস্তিষ্কের একটা tension (টান) লাগিয়াই থাকে,—আর তারই দরুণ মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে sensitive হয় (সাড়া-প্রবণ হয়) এবং receptive হয় (অর্থাৎ গ্রহণক্ষম হয়)। আর, সেই জন্যই দূর-দর্শন, সম্যক্‌দর্শন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।—তাই, শ্রেষ্ঠে আসক্তিতে intensity র (তীব্রতার) বেশী প্রয়োজন, নতুবা তাহা অল্প বাধাতেই ছিট্‌কাইয়া যায় এবং পতন স্বাভাবিক হয়।* কিন্তু নিম্নে আসক্তিতে মনের একটা সহজ relaxation আসে—শিথিলতা আসে, তা'তে বিশেষভাবে কোন' energy র (শক্তির) খরচ হয় না। তাই deteriorationও—অবনতিও সহজ হয়,—তাই, লোকে বলে মায়ার নিম্নগমন সহজ। নিম্নে আসক্তির দরুণ মানুষের energy (শক্তি) relaxation এর (শিথিলতার)

---

* "Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet . . . all the symptoms of the patient have lost original meaning and have adapted themselves to a new meaning which is determined by its relation to transference."

—'Introduction to Psycho-analysis'—Sigmund Freud.

চিত্ত-বিশ্লেষকের উপরে অন্তরের অনুরাগ সংন্যস্ত হইলে রোগীর মন একটা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রোগের সমস্ত লক্ষণ তখন পুরাতন অর্থ হারাইয়া নূতন ভাবে রোগীর মনে দেখা দেয়।

আরে দাদা, 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি', আর ঐ বিঘ্নের গুতোয় বড় লোক তৈরী হ'য়ে যায়। 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ।

ক্রমগতিতে চালিত হয়, তার ফল অবশেষে অবসন্ন callous (সাড়াহীন) মৃত্যু।

প্রশ্ন। 'বর' বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বর' মানে যাহাকে বরণ করা যায়,—অর্থাৎ কন্যা যে বংশ হইতে উদ্ভূত সেই বংশ যাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারে।* কন্যা যাহাকে পূজা করিবে সেই পূজা যেন কন্যার পিতার বংশেরই হয়, অর্থাৎ কন্যার পিতৃবংশ যাহাকে বরণ করিয়া নিজেদের উৎকর্ষের পথে চলিতে পারে।

প্রশ্ন। আপনি সব কথাই ত বল্‌লেন কিন্তু 'জাতি'—যা' বল্‌তে আমরা race বুঝি যেমন Semitic, Aryan, Mongolian; বিবাহে এই জাতির কি কোন বিচার করিতে হইবে না? 'জাতি' কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-একটা aspectএর (দিকের) কিম্বা কোন-একটা বিষয়ের কোন রকমের culture ও কর্ম্ম লইয়া জাতির অভ্যুত্থান হয়—অবশ্য তাহা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু রকমের বর্ণ বংশ ইত্যাদির সৃষ্টি করে, আর এই হইল 'জাতি'।

এই জাতিতে ওতপ্রোতভাবে এবং নানারকমে culture ও কর্ম্মের বিদ্যমানতা দেখা যায়; সেই জন্য, Eugenic aspect এর হিসাবে (সুপ্রজননের হিসাবে) জাতি গননীয়। যেমন, আর্য্য, দ্রাবীড় ও মঙ্গোলীয়,—ইহাদের temperament (ধাত), physique

* দেবাদ্ বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে—অমরকোষঃ।
বর মানে শ্রেষ্ঠ।
বৃ ধাতুর মানে বরণ করা ও প্রার্থনা করা।

(দৈহিক গঠন), attitude (ভাব), mode of culture (উৎকর্ষের ধারা) কত তফাৎ দেখিলেই বোঝা যায় ;—তাই, inter-racial marriage এ (আন্তর্জাতিক বিবাহে) conflicting temperament এর—অসম বা বিরুদ্ধ ধাতের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ঋষিরা তাই বোধ হয় জাতির দিকে অমনতর নজর দিয়াছেন।

দ্বিজমাত্রেই আর্য্যেতর সর্ব্বজাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন—বিশেষতঃ বৈশ্যবর্ণ,--কিন্তু ঐ আর্য্যেতর কন্যা স্বতঃ ও সহজ inner hankering (আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা) হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া যদি বরণ করে—আর সেই দ্বিজ নিজেকে বিবেচনা করিয়া সেই আর্য্যেতর কন্যা তাঁর পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যদি গ্রহণ করে তবে। যে conflicting temperament এর (বিরুদ্ধ ধাতের) সম্ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, এই admiration from inner hankering (আন্তরিক টান হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধা) তার অনেকটা সমতা আনয়ন করিতে পারে। কারণ মানুষের being (সত্তা) হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধা কাহারো উপরে ন্যস্ত হইলে তার being-ও (সত্তাও) সেই attitude এ (ভাবে) mould (ছাঁচ) লয়। আর, এটা যদি বৈশ্যবর্ণের ভিতর দিয়া through accurate filtration (যথারীতি পরিস্রুত হইয়া) হয়, তবে ত কথাই নাই।

প্রশ্ন। Filtration কাহাকে বল্‌ছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, এ দেশের একজন আর্য্য একজন বর্ম্মী মেয়েকে বিবাহ করিল, আর আর্য্য যারা তাদের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য আর বর্ম্মী আর্য্যেতর যারা তাদের শারীরিক গঠনে বৈশিষ্ট্য—এ দুইএর অনেক প্রভেদ তা' দেখিলেই বুঝিতে

পারিবেন। ধরুন, আর্য্যের নাক উঁচু আর বর্ম্মীর নাক চেপ্‌টা। আর্য্য পুরুষ ও বর্ম্মী মেয়ের বিবাহে তাদের সন্তানের নাক আর্য্যের চেয়ে খেঁদা বর্ম্মীর চাইতে উঁচু এমনতরই হইয়া থাকে। আবার এই আর্য্য-বর্ম্মী হইতে সম্ভূত কন্যাকে যদি আর-এক জন আর্য্য বিবাহ করে, তাদের হইতে এদের সন্তানদের নাক আরো উঁচু হইবে। এই রকমে পাঁচ কি সাত পুরুষ পর দেখা যাইবে হিন্দু বা আর্য্যের সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ঐ সন্তানে বর্ত্তিয়াছে। এই-রকম physically এবং psychically (শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া); তখন তাদের race (জাতি) হইল আর্য্য। filtration (পরিস্রুতি—ফিল্টারকরণ) মানেই এই।

প্রশ্ন। আপনি অসবর্ণ বিবাহের কথা বল্‌চেন কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ত' দেখি এক বর্ণের ভিতরই বিবাহ ঠিকমত প্রচলিত নেই—যেমন পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কায়স্থের মধ্যে—বারেন্দ্র, বৈদিক ও রাঢ়ী বামুনদের ভিতরও ত বিবাহ এখনও প্রচলিত নেই—অসবর্ণ ত দূরের কথা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না থাকিলে যাহা হয় তাহা ত হইয়াছেই,—আর ইহাতে যদি আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, এরূপ চলিলে তাহা চলিবেই। যত চেষ্টাই করি, যত চেঁচামেচি-ই করি আর যত লড়াই-ই করি—যাহা চাই, যেমন করিয়া তাহা পাওয়া যায় তাহা না করিলে, কিছুতেই তাহা পাইব না, ইহা স্থির-নিশ্চয় আর ইহা বিধির বাণী।

শুনিয়াছি বিজ্ঞানবিদ্‌রা নাকি বলেন—ভূয়ো পরীক্ষা দ্বারা তাঁরাও নাকি আর্য্য ঋষিদেরই সিদ্ধান্তে স্থিরভাবে উপনীত হইয়াছেন। যত রক্ত-সম্বন্ধে নৈকট্যে বিবাহ, প্রজননে জীবন ও

বৃদ্ধি তত কম,—আর, ইহা আধুনিক দ্বিজাতির ভিতর প্রকৃষ্টরূপেই ঘটিয়াছে, তাই নাকি আজকাল এ দেশের গড় আয়ু ২২ বৎসর। এমনতর চলিলে আরো কমিবে—মানুষ আরো খাটো হইবে, শেষে হয়ত 'পুনর্ম্মূষিকো ভব'; এ কথার সার্থকতা মূর্ত্তি ধরিয়া অদূরেই বিদ্রূপভঙ্গী করিতেছে। ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি—ক্রমে আরো স্পষ্টতর হইবে বলিয়া মনে হয়। আর আমি যাহা বুঝিয়াছি, যাহা জানিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি আপ্রাণ স্পষ্টতরভাবে যাহা আমাতে সম্ভব তাহাই আপনাদের বলিয়াছি। যাহা বলিয়াছি তেমনভাবে আজই যদি সমাজ তার পথ খুঁজিয়া লয়, তবে হয়ত কালই দেখিতে পাইবেন পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে কিরূপ তীব্র গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনারাও একটু নজর করিলেই দেখিতে পারিবেন—যে আপদ্ধর্ম্মকে আজ সমাজ স্বতোধর্ম্ম করিয়া লইয়াছে তাহার বিপরীত যেখানেই ঘটিয়াছে, তাহার ফল কিরূপ জাজ্বল্যমান—কিরূপ জীবনপ্রদ !

এই যা' deterioration (অবনতি) ঘটিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ বিবাহ-বিভ্রাট এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইহাই যে প্রধান কারণ এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।*

* *Cf.* 'Whereas continuous and close in-breeding among the higher animals may lead to general deterioration and sterility, these consequences may be obviated and relatively infertile rejuvenated by access to a new environment.

'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall F. R. S.

উচ্চতর প্রাণীদিগের মধ্যে ক্রমাগত নিকট-সম্পর্কীয়দের মিলনের ফলে একটা সাধারণ অপকর্ষ এবং সন্তানহীনতা ঘটে। আর এই অবনত ও অনুর্ব্বর জাতিকে সঞ্জীবিত ও উর্ব্বর করিতে হইলে নূতন পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলনের দ্বারাই তা' সম্ভব। —'মার্শ্যাল।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। সংহিতাকারগণ রকমারি বিবাহের কথা ব'লেছেন কেন? মনু ত আট রকমের কথা ব'লেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহ সব দেশেই আট প্রকারেরই আছে। আট রকম বিবাহের মানে—যত-রকমে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে পারে বা হয়, তাহাদের নানা রকম হইতে আট রকমে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট, কতকগুলি মধ্যম আর কতকগুলি হীন। যেগুলি হীন তাদেরও আর্য্য ঋষিরা সমাজে স্থান দিয়া তা'র ফলের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিয়াছেন,—ফলকথা, তাঁহারা কাহাকেও সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই।

প্রশ্ন। কেন? Eliminate না করায়—বাদ না দেওয়ায়—সমাজ পুষ্ট না হইয়া অবনতই হয়না-কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নির্ব্বাসন না করায় পুষ্টির হানি হয় নাই—বিধিগুলিকে অমান্য করিয়াই অবনত হইয়াছি। মানুষ কোনো-রকমে হীন হইতে চায় না—becoming (উন্নয়ন বা বৃদ্ধি) তার একটা জীবনের লক্ষণ। যে বিধি অবলম্বন করিলে তার becoming intact and continued থাকে—অর্থাৎ বৃদ্ধি অটুট এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল থাকে, তাহা না-করিয়া উন্নতির জন্য হাত বাড়াইলে অবনতিকেই আলিঙ্গন করা হয়। তাই, Eliminate করিতে হইলে—বাদ দিতে হইলে যাহা আমরা চাইনা, যাহা মানুষ চায় না, তাহাকেই বাদ দিতে হয়—যাহা চাই তাহাকে ধরিয়া।

প্রশ্ন। বিবাহের চাড় ত দেখি বাপমায়ের সাধারণতঃ। কখনও-কখনও বরও হয়তো নিজের initiative এ (ইচ্ছায়) বিয়ে করে,—এটা কেমন unnatural (অস্বাভাবিক) মনে হয়। সত্যি-সত্যি বিয়ের initiative টা ক'র হওয়া উচিত? পুরুষের না নারীর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর প্রধানতঃ (primarily)—পরোক্ষে (secondarily,—indirectly) পুরুষের।*

---

* *Cf.* "Man should run after glory and woman after men." —Napoleon.

পুরুষ ছুটিবে গৌরব লক্ষ্য করিয়া আর নারী ছুটিবে পুরুষের পশ্চাতে—পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া।

"Man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention, his energy for adventure . . . for conquest."—Ruskin.

পুরুষের শক্তি কর্ম্মলিপ্সু, উন্নয়নমুখী ও রক্ষণধর্ম্মী। পুরুষ প্রধানতঃ কর্ত্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কারক এবং রক্ষক। তাহার ধীশক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবনে নিয়োজিত, ইত্যাদি।

"The thoughts of men are manifold
Their callings are of diverse kinds."
—Translation of the Rig-Veda, see page 128, Macdonall's 'History of Sanskrit Literature'.

ঋগ্‌বেদের একটি স্তোত্রে আছে—পুরুষের চিন্তা বহুমুখী ও অধ্যবসায় ও কর্ম্মও নানাবিধ।

সংহিতায় আছে যে সমস্ত কন্যার যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং ঋতুত্রয় অতিবাহিত হইলে বিবাহ হয় তাহাদের স্বয়ম্বরই বিধি, ঋতুত্রয় অতিক্রম করিলে কন্যার নিজের এই সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য জন্মে বলিয়া এই অবস্থায় কন্যাদান শাস্ত্রবিগর্হিত।

তাই, বিষ্ণু সংহিতায় আছে—

ঋতুত্রয় মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥ ২৪।৪০॥

প্রশ্ন। তা' হ'লে বিবাহে অভিভাবকের কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহে অভিভাবকের কর্ত্তব্য—যা'তে ছেলেমেয়ে কোনো-রকমে misled না হয়—বিপথগামী না হয় তাই দেখা,—আর misled হওয়ার সম্ভাবনা দেখলে তা' restrict করা (নিয়ন্ত্রিত করা) এবং যা'তে বুঝ্‌তে পারে তাই করা।

প্রশ্ন। পুরুষত্বের সব-চেয়ে বড় অবমাননা মনে হয় নারীকে বিয়ের জন্য offer দেওয়া বা প্রস্তাব দেওয়া, সে ত থাকবে তা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আর নারী-সাধারণের প্রতি একটা সহজ মাতৃবুদ্ধি নিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ। ঐ রকম আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাতেই পুরুষের পুরুষত্ব। আর ঐ-রকম হ'লে নারী-সাধারণের উপর সহজ মাতৃ-বুদ্ধি থাকেই।

প্রশ্ন। অথচ কত-কত পুরুষ ত নারীকে offer দিচ্ছে (বরণ কচ্ছে)!

শ্রীশ্রীঠাকুর। নীচ পুরুষ নারীকে offer দেয়—নারীর তাহা প্রত্যাখ্যান করাই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। কথাটা ঠিক বুঝলাম না। পুরুষই ত সব দেশে নারীকে offer দিচ্ছে—নারী তাহা প্রত্যাখ্যান করা দূরের কথা, সে যেন পুরুষের নিকট হইতে ঐ-রকমটা পেয়ে নিজেকে flattered ই (কৃতার্থই) মনে করে—এমনই বরং বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। "পুরুষ তা'তে নিজেকেও ক্ষয় করে,—নারীত্বকেও করে ক্ষুণ্ণ—সংকুচিত। পুরুষ ও নারী উভয়ের being (জীবন) যাহাতে অক্ষুণ্ণ ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাই উভয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সত্যিকারের নারী যে সে কখনও পুরুষকে বলে না 'তুমি ভালবাসিলে

তবে আমি ভালবাসিব", ভালবাসাই যে তার প্রকৃতি—আর ভালবাসা ও-রকমেরই নয়। নারী করে পরিবর্দ্ধিত—দেয় প্রেরণা, আর তা'তে পুরুষ হয় nourished (পুষ্ট), পিতা ভ্রাতা, স্বামী পুত্র—এদের mental ও physical wealth (মানসিক ও শারীরিক সম্পদ্) বাড়ায় তাদের service (সেবা) দিয়ে। তবে পুরুষ যখন নিজেকে ক্ষয় করে—যদি সে মুগ্ধ না হয় নারীর অভাবপূরণে, নারী বলে—'আমার দিয়ে যদি তুষ্ট না হও—উৎফুল্ল না হও, তোমার দান আমার কাছে যন্ত্রণাময়'—কারণ নারীর লক্ষ্যই হচ্ছে সম্বর্দ্ধনা। তা'-হ'লেই নারী যদি পুরুষ হ'তে চায় সে সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের।' আর পুরুষ যদি নারী হ'তে চায় সেও সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিয়ে করবার জন্য বর যে স্বয়ং গিয়ে মেয়ে দেখে—কথাবার্ত্তা আলোচনাও হয়ত আগে-থেকেই খুবই হয়, এইরূপে যৌবনপ্রাপ্তা নারী বহু বিবাহেচ্ছু যুবকের সংস্পর্শে আসে—তা'তে নারীর পক্ষেও ত' বিশেষ অনিষ্ট হ'তে পারে ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই।—এ-নিয়ম অতিশয় নিন্দনীয়। ইহাতে নারীর মনে বহু যুবকের সহিত বিবাহের কল্পনা আসিতে পারে—মাথায় কাহারও ছাপ পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা,—ফলে, issue affected হ'তে পারে অর্থাৎ সন্তানের ক্ষতি হ'তে পারে।†

---

*—'নানাপ্রসঙ্গে' (কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য) হইতে উদ্ধৃত।

† *Cf.* 'Great daily intimacy between the sexes . . . tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect far more than boys.'

Page 307, 'Youth'—G. S. Hall.

নর-নারীর দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয়ের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা ও তারুণ্যের দীপ্তি লোপ পাইতে চাহে। এবং এ ব্যাপারে বালকদের চেয়ে মেয়েদেরই ক্ষতি হয় বেশি।—'হল'

প্রশ্ন। তাই যদি হয়, তা'-হ'লে বাগদত্তা কন্যার সেই স্থানেই বিয়ে না হ'লে ত' মহা দোষ!

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই,—বাক্যদানই বিবাহ, তা' ছাড়া আর করণীয় যা'-কিছু তা' সব sacrament (ধর্ম্মচুক্তি)—declaration (ঘোষণা);—environmentকেও (পারিপার্শ্বিককেও—সমাজকেও) তাহা accept করানো (মানানো)—যা'তে সমাজও সাড়া দেয়—তা'রা স্বামী স্ত্রী।

প্রশ্ন। 'বাগদত্তা' কথার মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বাক্যদান' মানে বুঝিতে হইবে মেয়ের নিজের বাক্যদান, অর্থাৎ সে যাহাকে পূর্ব্বেই স্বামিরূপে কল্পনা করিয়াছে তাহার নিকটে তাহার নিজেকে গ্রহণ করিবার আবেদন। যদি সে নিজে কাহাকেও স্বামিরূপে কল্পনা না-করিয়া থাকে বা মনে-মনে গ্রহণ না করিয়া থাকে, অথচ অন্যে তাহার সম্বন্ধে বাক্যদান করে, তা' হ'লে সে কোনোক্রমেই দূষিত হ'তে পারে না।—আর, মেয়ে যদি কাহাকেও স্বামিরূপে কল্পনা করিয়া থাকে—কাহাকেও বাক্যদান করিয়া থাকে, এমন স্থলে অভিভাবক যদি জিদ্ করিয়া অন্য স্থানে তাহাকে সমর্পণ করে (—অবশ্য সেই বাক্যদান বিধিমত হওয়া সত্ত্বেও), অভিভাবকের মহাপাতক—তার কোনো সন্দেহ নাই। *

প্রশ্ন। তবে বাগদত্তা কন্যার অন্যস্থানে বিবাহ হ'লে সেটা কি-রকমের বিবাহ হ'ল?

---

* ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥ —মনু।

কন্যা একবার বাগ্‌দত্তা হইলে আবার দ্বিতীয় বারে তাহাকে দান করিলে পুরুষ অনৃতের ভাগী হয়। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন কাজ করিবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিঃসন্তানা বিধবাদের মত। অদত্তবাক্ কন্যার বা অবিবাহিতা কুমারীর তুল্য নয়,—তাই বলিয়া, তাহারা প্রশংসনীয়া না হইলেও নিন্দনীয়া নয়।

প্রশ্ন। ইংরাজদের মধ্যে নিয়ম আছে—কোনো নারী কোনো পুরুষের সঙ্গে engaged হ'লে অর্থাৎ বাগদত্তা হ'লে পরস্পর অঙ্গুরী-বিনিময় হয়। আমাদের দেশে নারী ঐরূপ কাহাকেও বরণ করিলে তার কোনো-একটা চিহ্ন ধারণ করিলে ভাল হয়না কি—যা' নাকি একটা declarationএর (ঘোষণার) মত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কপালে সিন্দূর পরা বোধহয় মেয়ের কাহাকেও স্বামি-কল্পনা করার চিহ্ন, আর এটা বোধহয় মন্দ নয়। সিঁতেয় সিন্দূর মানে স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে—এরকম ত' হ'তে পারে !

প্রশ্ন। কোনো নারী পুরুষকে বরণ করিলে পুরুষের করণীয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমতঃ বিচার্য্য—তাহার (পুরুষের) যোগ্যতা, অর্থাৎ প্রথমে দেখিতে হইবে পুরুষের সেই নারীকে বহন করিবার যোগ্যতা আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ,—বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদি হিসাবে সে নারী-গ্রহণ শ্রেয়ঃ কি না। শ্রেয়ঃ যদি হয় এবং স্ত্রী যদি মনোবৃত্তি-অনুসারিণী হইবে বলিয়া বোঝা যায়, তবে গ্রহণীয়া।

প্রশ্ন। কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কোনো নারীকে গ্রহণ না-করলে দোষ হয়-কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা-সত্ত্বেও—সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণযোগ্যা হইলেও যদি গ্রহণ না-করা যায়, তবে নারী প্রায়শঃ উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত ও সমাজঘাতিনী হইয়া থাকে,—তাই, সেই পুরুষই ঐ উৎপাতের স্রষ্টা হয়—অতএব তাহা অধর্ম্ম।

প্রশ্ন। কোন্ অবস্থায় পুরুষ বরণ-ক'রেছে-এমন নারীকে অগ্রাহ্য করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনো স্ত্রী কোনো পুরুষকে বরণ করে, তবে পুরুষের উচিত তাহাকে অগ্রাহ্য করা এবং সাদরে তাহাকে নিবৃত্ত করা।

প্রশ্ন। সাদরে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত ক'রে দিলে শূর্পণখার মত হ'য়ে উঠতে পারে। তাই, চেষ্টা করা উচিত—অন্ততঃ যা'তে সে সমাজঘাতিনী হ'য়ে লোকের বা সমাজের অমঙ্গলকারিণী না হয় এবং বিক্ষুব্ধ হ'য়েও restrained (সংযত) থেকে, জীবকল্যাণে আত্মনিয়োগ ক'রে উৎকর্ষে নিজের অবসান আন্‌তে পারে।

প্রশ্ন। সে' ত হ'ল, কিন্তু ঠিক-ঠিক অনুরক্তা অথচ সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণীয়া কোনো স্ত্রী বরণ করিলেই, তাহাকে গ্রহণ করা-ই যদি পুরুষের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হয়, তাহ'লে অনেক-সময় polygamy (একজন পুরুষের বহু-নারী-গ্রহণ) অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতে পারে,—polygamy নিন্দনীয় নহে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী monogamer by natural instinct পুরুষ polygamer naturally—অর্থাৎ স্ত্রীর সহজ সংস্কার এক জনকে স্বামী করা—পুরুষের বহুবিবাহ স্বাভাবিক।*

* *Cf.* "Man's love is of man's life a thing apart, 'Tis woman's whole existence."

—Byron.

পুরুষের (স্ত্রীর প্রতি) ভালবাসা তার জীবন ও সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু নারীর ভালবাসা অন্য প্রকৃতির—ইহা যেন তার অস্তিত্বের সবটা।

বায়রণ।

পুরুষ যদি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, তবে বহুবিবাহ তা'র অল্পই ক্ষতি আনিতে পারে, ঐ-রকম polygamy কে ঋষিরা নিন্দনীয় বলেন নাই,—বরং কোথাও-কোথাও উদাহরণ দিয়া encourage ই করিয়াছেন অর্থাৎ সমর্থন করিয়াছেন। সমাজ চায় সুসন্তান। সুপুরুষে অর্থাৎ শক্তিমান্ যোগ্যপুরুষে সম্যক্ আকৃষ্ট স্ত্রীগণ প্রায়ই সুসন্তান-প্রসবিনী হয়। তাই, ঋষিরা অন্ততঃ সমাজের দিকে চাহিয়া বোধহয় উহাকে encourage করিয়াছেন।

"Men are oversexed, they are by nature polygamous and promiscuous, while woman is monogamous. . . . . No matter what our moralists . . . may say, the fact remains that man is a strongly polygamous or varietist animal.,

A man may love a woman deeply and sincerely and at the same time make love to another woman or have sexual relations with her. It is quite a common thing with men. It is quite a rare thing with women . . . . The rule is that in her sex and love life, woman is much more single-affectioned than is her lord and master—man.

Is she on account of it better than, superior to men? It is futile to speak of better or worse, of superior or inferior. This is the way they are. It is the way man and woman have been made by nature The differences lie in biological roots.

'Woman, her Sex and Love Life'—Dr. William J. Robinson.

অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ বহুবিবাহপরায়ণ কিন্তু নারীর প্রকৃতিই একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা। নীতিবাদিগণ যাহাই বলুন—পুরুষ ও নারী ঐরূপই। পুরুষ একজন স্ত্রীতে গভীরভাবে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর একজনকে ভাল বাসিতে পারে। পুরুষমাত্রই সাধারণতঃই এমন, আর নারীমাত্রই সাধারণতঃ তার বিপরীত। কিন্তু তাই বলিয়া নারী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ—পুরুষ উৎকৃষ্ট কি নারী নিকৃষ্ট—এ প্রশ্ন তোলা বৃথা। পুরুষ অমনই—আর নারীও অমনই। প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীকে অমন করিয়াছে।

—উইলিয়ম্ জে রবীনসন্।

প্রশ্ন। Monogamer by natural instinct ই যদি নারী হয়—একজনকে স্বামী করাই যদি নারীর সহজ সংস্কার হয়, তবে দ্রৌপদী পাঁচ স্বামী থাকতেও কর্ণকে নাকি ষষ্ঠ স্বামিরূপে পেতে চেয়েছিল এমন কথা আছে শুনতে পাই! তা'-ছাড়া আজকের দিনেও নাকি কোথাও-কোথাও নারীর বহুপুরুষ-বিবাহ বা polyandry প্রচলিত রয়েছে! আর অনেক পুরুষও—বিশেষতঃ বিলাতে—বহুবিবাহ করা instinctively atrocious (স্বতঃই ভয়ঙ্কর) মনে করেন। নারী ও নরের instinct ই যদি অমন হয়, তবে ঐ-রকম হয় কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দ্রৌপদী eugenic aspectএ—সুপ্রজনন-হিসাবে অন্ততঃ quite unsuccessful (সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য), আর কর্ণকে ষষ্ঠস্বামিরূপে আশা করিয়াই যদি থাকেন, তা হ'লে তা' স্বাভাবিকই। কোনো এক এ যদি কাহারো বৃত্তি সার্থক না হয়, তবে সে শান্তির অধিকারী ত' হয়ই না,—সে বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষিপ্তমনা হইবেই। অতএব, এটা সমাজের দিক্ দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—কারণ, সে হীন এবং হীনতায় দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলতার প্রসবকারিণী হয়।

তাই, পুরুষের বেলায়ও স্ত্রীরত এবং আদর্শহীন পুরুষ নিতান্ত নিন্দনীয়। এমনতর পুরুষ বিবাহের মোটেই যোগ্য নয়—বহুবিবাহ ত' দূরের কথা।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি monogamer by natural instinct ই হয়, তবে শাস্ত্রে বিধবাবিবাহেরই বা বিধি কেন? আপনি কি তা হ'লে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ন'ন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি কোনো বিধবা নিঃসন্তানা হয় আর বিবাহে ইচ্ছুক হয়, বুঝিতে হইবে সে তাহার স্বামীকে গ্রহণ করে

নাই—তাহার বৃত্তিগুলি কাহাতেও সার্থক হয় নাই—তাই, তা'র ঐ ক্ষুধা অতৃপ্ত। তাহাকে এমনতর অবস্থায় উপযুক্ত পুরুষে ন্যস্ত করাই সমীচীন,—নতুবা তার দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। বিবাহ করিলে সে নিজে এবং সমাজ দুই-ই অবনতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আর মানুষের যখন ঐ ক্ষুধা প্রখর হয়—সে যখন কোনো-কিছুতে দাঁড়াইতে না পারে, তার কাছে শত নিয়ম, শত সৎকথা, শত বিভীষিকা নিষ্ফল,—অতএব, তাহাকে পরিণীত না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা এক-রকম দুঃসাধ্য—তা'র বিবাহই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন। ঐ রকম Polygamy যদি morally (নীতির দিক দিয়া), socially (সমাজের দিক দিয়া) সুতরাং legally (আইনের দিক্ দিয়া), শ্রেয়ঃই হয়, তবে কোনো এক-একজন শক্তিমান্ পুরুষকেই বহু নারী আশ্রয় করবে, অথবা best women (উৎকৃষ্ট স্ত্রীসমূহ) দুই-চার জনকেই বরণ করবে, তবে ত' অধিকাংশ পুরুষকেই বরণ করবার কেহ থাকবে না এবং দুর্ব্বল ও অযোগ্য অনেকের বিয়ে হওয়াই অসম্ভব হবে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঋষিরা ইহাই চাহিয়াছিলেন,—তাই, বিধিও সেইরূপই দিয়াছেন।*

* "Polygamy when tried under modern democratic conditions is wrecked by the revolt of the mass of inferior men who are condemned to celibacy by it, for the maternal instinct leads a woman to prefer a tenth share in a first-rate man to the exclusive possession of a third-rate one."—Bernard Shaw.

আধুনিক যুগের সাধারণতন্ত্রের দিনে বহুবিবাহের প্রচলন করিতে গেলে বহু নিকৃষ্ট লোক তাহাতে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া বিদ্রোহ করিবে।

প্রশ্ন। তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উৎকৃষ্ট পুরুষকে বহু স্ত্রী বরণ করিলে সেই পুরুষেরই বহু উৎকৃষ্ট সন্ততি জন্মিতে পারে। এবং সমাজের ভেতর যাহারা নিকৃষ্ট আছে তাহারা যাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট তেমনতর অন্য স্ত্রী তাহাদের খোঁজ করিবে ও বিবাহ করিবে ;— তার ফলে, আর্য্য-সমাজ-দেহই পুষ্টিলাভ করিবে। এবং যাহারা তেমন উৎকৃষ্ট নয় তাহারা উৎকৃষ্টের পূজক হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবে ;—ইহাই বোধহয় জীবের স্বাভাবিক উৎকৃষ্টে inclined (অভিমুখী) হইবার সহজ এবং সাধারণ উপায়।

প্রশ্ন। অনেকের যে বিয়েই হবে না তার কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্বল ও অযোগ্যের বৃদ্ধি (multiplication) নিরস্ত হওয়াই উচিত।*

কারণ, নারীর সহজ মাতৃবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশমাংশকে বরং শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে—তৃতীয় শ্রেণীর একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে পুরোপুরি পাওয়া অপেক্ষা।'

—বার্ণার্ড শ

† "Statistics show further that the birth-rate varies widely among the different social classes. * * * The greatest rates of reproduction are too often shown by the less fit elements in society, and it is noteworthy that the birth-rate of the feeble-minded is 50 per cent. higher than that of normal persons, and that feeble-mindedness is an hereditary defect. It is the object of the science of Eugenics, founded by Francis Galton, to combat this evil, and to ensure, as far as possible, that future generations should be recruited from those members of the community who are the healthiest and most vigorous, both mentally and physically."

'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall.

লোকতথ্য গণনায় দেখা যায় ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভিতরে সন্ততি সংখ্যা

প্রশ্ন। এমনি গৃহসুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে তা'রা করবে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাদের অবসান হবে উৎকর্ষের চেষ্টায়, তাই মোটের উপরে ভালই হবে।

প্রশ্ন। Race cultureএর (জাতির উৎকর্ষসাধনের) ইহাই কি একমাত্র উপায়—অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ—প্রধানতঃ।

কম-বেশি হয়। যারা সমাজে যত অযোগ্য তাদেরই সন্তানসংখ্যা সব-চাইতে বেশি হয়—সুস্থদেহ ব্যক্তির চেয়ে শতকরা ৫০ হিসাবে বেশি। দুর্ব্বল-চিত্ততা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত দোষ। গ্যালটন্‌প্রতিষ্ঠিত সুপ্রজনন বিজ্ঞানের লক্ষ্যই সমাজ-হইতে এই দোষের নিরাকরণ, এবং যাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা—যারা শরীর ও মনের দিক্ দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সক্ষম—তাদেরই মধ্য হইতে জন্মান যাইতে পারে।

প্রশ্ন। কেহ বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, কেহ বা বেশী বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী। নারীর কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কম-পক্ষে বারো হইতে চৌদ্দ বছরের ভিতর বিবাহ মন্দ নয়।

প্রশ্ন। বিবাহে পুরুষ ও নারীর বয়সের পার্থক্য কি দেখিবার নয়?—কত বৎসর হইলে ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর পনের হইতে কুড়ি বৎসরের পার্থক্য মঙ্গলপ্রদ। *

প্রশ্ন। এ ত বাপ আর মেয়ের বয়সের দূরত্বের মতন! তা'তে সুবিধা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে তাদের ভিতর একটা honourable distance—সম্মানজনক দূরত্ব থাকে, তাই ভক্তিও থাকে, অনুবর্ত্তিনীও হয়।

স্ত্রী পুরুষ ইয়ার হওয়ার ফল বিষবৎ।

প্রশ্ন। সমবয়সী হ'লেই ত সহধর্ম্মিণী ঠিক-ঠিক হ'তে পারে,—ইয়ার হবে কেন? আর ইয়ার হ'লেই বা দোষ কি?

* ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। —মনু ৯।৯৪।

অর্থাৎ, ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া হৃদ্যা (বৃত্ত্যনুসারিণী, চিত্তজ্ঞা) কন্যা বিবাহ করিবে এবং ২৪ বৎসরের পুরুষ ৮ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা হইতে সত্বর হইলে ধর্ম্ম (অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি) অবসন্ন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতে প্রায়শঃ পুরুষকে নারী ইতরের মত ব্যবহার করে—পুরুষ সম্মান হারায়। স্ত্রীর নিকট contemptible হয় অর্থাৎ তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়! অতএব, সে-রকম পুরুষকে বরণ করিয়া কোনো স্ত্রীর উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে।

সমবয়সী হ'লে knowledgeএর equality থাকে (জ্ঞানের সমতা থাকে), সাধারণতঃ স্বামী তার অনুসরণীয় হয় না। স্ত্রীর যাহা পছন্দ নয় এমনতর ব্যাপারগুলিতে চিন্তা বা অনুধাবন না-করিয়াই নিজের জ্ঞানকে মুখর করিয়া ধরিয়া তাহাতে দোষ দর্শায়; এই-প্রকারে তাহার (স্ত্রীর) চরিত্রে স্বামীর দোষদৃষ্টি আসিয়া অধিকার করে,—যার ফলে অনুবর্ত্তিনী না হইয়া বিপরীতবর্ত্তিনী হয়—সংসারে এমন সাধারণতঃই দেখা যায়।

প্রশ্ন। সাধারণতঃ, মেয়েদের আঠার কুড়ি বছরের আগে বিয়ে হচ্ছে না। তার সঙ্গে কুড়ি বছর যোগ করলে আটত্রিশ চল্লিশ বছরের আগে ছেলের বিয়েই হবে না। এত aged (বেশি-বয়সী) হ'লে তাদের যে সন্তান হবে তাদের কি দুর্ব্বল হ'বার সম্ভাবনা নয়?—আর সন্তানের সংখ্যাও ত কমে' যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্বল ত হবেই না—বরং সবল হওয়াই স্বাভাবিক। matured seed (পূর্ণতাপ্রাপ্ত—পরিণত বীজ) যদি উপযুক্ত সার-সমন্বিত জমিতে পড়ে তবে তা' হ'তে যা' জন্মে তা' কি খারাপ হ'তে দেখা যায়? তাই, পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সই বিবাহের উপযুক্ত বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রে আছে—প্রজাপতির নিকট দশটি সন্তানের প্রার্থনা। তা' হ'লে এ বয়সে বিবাহ কর্লে কি দশটি সন্তান হ'তে পারে না? অল্প বয়সে সন্তান জন্মিলে অল্পায়ু ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ত সম্ভবই—আর সংখ্যায় অধিক হইলে ত কথাই

নাই। তাই, আজকাল average (গড়ে, সাধারণ) বাঙ্গালীর আয়ু নাকি ২২ বৎসর। আমার মনে হয় এই আয়ুহীনতার একটা প্রধান কারণই এই। অল্পায়ু অল্প স্বাস্থ্যের বহু সন্তান অপেক্ষা পাঁচ সাতটী দীর্ঘজীবী সুবুদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যবান্ সন্তান ঢের ভাল,—তা' কি নয়?

প্রশ্ন। তা' ত বুঝলাম, কিন্তু পুরুষের বয়স অত বেশি হ'লে নারীর প্রায়শঃ বৈধব্যের সম্ভাবনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি পুরুষের অমনতর ছোট হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীর সংসর্গ তাহাকে জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী করিয়া তোলে,—আয়ুর্ব্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে।* কারণ, স্বামীতে স্ত্রীর vital power (জীবনী শক্তি) induced (উদ্দীপ্ত) হইয়া weak (দুর্ব্বল) পুরুষেরও vitalityকে (প্রাণশক্তিকে) সমতায় আনয়ন করে, আর সমবয়স্কা হইলে উভয়ের ভিতর equal deterioration অর্থাৎ তুল্য-পরিমাণ অপচয় ঘটে—উভয়ের vital induction-এ—জীবনের উদ্দীপনায়—কেহই পরিপুষ্ট হয় না,—তাই বোধ হয়, ঋষিরা বয়সের এত differenceএর (পার্থক্যের) পক্ষপাতী ছিলেন।—পুরুষের পিতৃত্বের উদ্বোধনযোগ্য বয়স না হইলে সে যদি স্ত্রী-গ্রহণ করে তাহা হইলে অপুষ্ট অসুস্থ সন্তান জন্মানো সম্ভব।

* "সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণ করাণি ষট্।"

—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র।

তথা, শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্ক স্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণ হরাণি ষট্।"
বালা স্ত্রী সদ্য প্রাণকরা ও বৃদ্ধা স্ত্রী প্রাণহরা।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিধবা হওয়াটা স্ত্রীর পক্ষে এত দোষের—এত দুর্ভাগ্যের কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিধবা হওয়াটা এত দুর্ভাগ্যের হইয়াছে—কারণ, স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যই স্বামীকে স্ব-স্থ সুস্থ ও উন্নত করা ও রাখা। বিধবা হইলে স্ত্রীর সেই বৈশিষ্ট্যের অবমাননা হয়,—আর সেই বৈশিষ্ট্যের অবমাননাই স্ত্রীকে অবসন্ন করিয়া তোলে,—তাই, তাহারা না মরিলেও নিজেদের মৃততুল্যই বিবেচনা করে।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। বিবাহের পূর্ব্বে মাল্য-বিনিময় হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তি-বিনিময়।

প্রশ্ন। তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার বৃত্তি তোমাতে সার্থক হোক্, তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক্—কনে এই মন্ত্রে বরের গলায় মাল্য দেয়। *

প্রশ্ন। আর বর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমাতে আমার বৃত্তির বিশ্রাম হোক্, দুইজনের বৃত্তি মিলিয়া এক-এ বা আদর্শে সার্থক হোক্।

প্রশ্ন। মন্ত্র উচ্চারণের সার্থকতা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্মরণ করিয়া ভাবের উদ্বোধন আর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চরিত্রকে রঞ্জন।

প্রশ্ন। বিবাহে গুরু বা আদর্শের স্থান কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু বা আদর্শ এই মিলনের সিমেণ্ট—আদর্শকে সার্থক করার জন্যই বিবাহ।

প্রশ্ন। 'স্বামী' কথার অর্থ কি ?

---

* "ওঁ যদেত হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

বিবাহের মন্ত্র—পুরোহিত দর্পণম্।

আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হোক্। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক্।

বিবাহের মন্ত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর স্ব (Self—আত্মা, existence) আছে যাহাতে অর্থাৎ স্ত্রীর অস্তিত্ব যার উপর ন্যস্ত—স্ত্রী যাহাতে বাঁচিয়া আছে—সে তার স্বামী। *

প্রশ্ন। 'ভর্ত্তা' কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে পালন করে অর্থাৎ যার দ্বারা পালিত হওয়া যায় সেই ভর্ত্তা।

প্রশ্ন। 'পতি' বল্‌তে কি বুঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহাকে অবলম্বন করে' বেঁচে থাকা যায়, যাহাকে আশ্রয় কর্‌লে প্রতিপালিত হওয়া যায়—সর্ব্ববিষয়ে পুষ্ট বা developed হওয়া যায়, তিনি পতি। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে পূরণ করবার capacity (সামর্থ্য) আছে এমনতর পুরুষই পতি হ'তে পারে। পতিতে পিতৃত্ব আছে—তাই, পতি ও পিতা একই ধাতু হ'তে উৎপন্ন। †

প্রশ্ন। কিন্তু তা'হ'লেও পিতা ও পতি দুই-এর তফাৎ ত আছেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতাদ্বারা sexually nourished (যৌন সম্বন্ধে পুষ্ট) হওয়া যায় না কিন্তু পতিতে তা' হ'বার বাধা নাই—কেবল ঐ স্থলেই পিতা হইতে পতির ভেদ। তা' হ'লে এমনতর পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ যাহাতে sexually nourished হবারও বাধা নাই তিনিই পতি হইতে পারেন।

প্রশ্ন। 'স্ত্রী' কথার মানে কি?

---

* স্বামী = স্ব (Self, আত্মা) + আমিন্ (অস্ত্যর্থে)।

† পিতা = পা (পালন, রক্ষণ) + তৃচ্ (কর্ত্তরি)
পতি = পা (পালন, রক্ষণ) + ডতি (কর্ত্তরি)

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে বেষ্টন করিয়া দীপ্তি পায় সে স্ত্রী। স্ত্রী আসিয়াছে 'স্তৈ' ধাতু (বেষ্টন, দীপ্তি) হইতে।

প্রশ্ন। 'পত্নী' কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পালন এবং রক্ষণ-ধর্ম্মী স্ত্রী—অর্থাৎ পালন এবং রক্ষণেই যার সার্থকতা সে পত্নী।—পা ধাতুর মানে পালন ও রক্ষা করা।

প্রশ্ন। স্ত্রীকে 'জায়া' বলা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহাতে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় অর্থাৎ যাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হই সে জায়া। *

প্রশ্ন। 'বধূ' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে বহন করে—ministers to the needs of the husband. 'বধূ' এসেছে বহ্ ধাতু (বহন করা) হইতে।

প্রশ্ন। স্ত্রীকে ভার্য্যাও বলে—'ভার্য্যা' কথার মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে আমাকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব যার দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে, যে আমার শরীরকে অন্নজলাদি প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা ভরণ (maintain) করে, তার ফলে, যার দ্বারা হয় আমার পোষণ (nourishment)—তাই, স্ত্রী মনোবৃত্তির অনুসারিণী অর্থাৎ যার দ্বারা আমার বৃত্তি বা আমি

---

* পতিঃ ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥

—মনু সংহিতা ৯।৮।

পতি স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া গর্ভ হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া স্ত্রীকে জায়া বলে।

nourished (পুষ্ট) হই,—যে আমার সার্থকতায় তাহার নিজেকে দান করিয়াছে, যাহাকে আমি সব দিক্ দিয়া পাইয়াছি এবং যে আমাকে সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করিয়াছে সে আমার ভার্য্যা। *

প্রশ্ন। স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি বলা হয়—এগুলি কেবল আদরের ডাকমাত্র,—না এর কোনো বিশেষ তাৎপর্য্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সহধর্ম্মিণী কেন বলা হয়, তা' পূর্ব্বেই বলা আছে ;—অন্যের ধর্ম্মরক্ষা করাতেই যার ধর্ম্মরক্ষা হয় সেই সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিণী।

---

* ভৃ ধাতুর মানে—ধারণ ভরণ, পোষণ, পূরণ, দান, প্রাপ্তি, গ্রহণ।
গণ দর্পণ ও—জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন প্রণীত অভিধান দ্রষ্টব্য।

Cf সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
অল্পভুক্ স্বল্পভাষীচ সততং মঙ্গলৈ র্যুতা
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া
পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ॥

Cf. "She must be enduringly, incorruptibly good: instinctively infallibly wise—wise, not for self-development but for self-renunciation; wise, not that she may be herself above her husband, but that she may never fail from her side; wise, not with the narrowness of insolent and loveless pride but with the passionate gentleness of an infinitely variable, because infinitely applicable, modesty of service—the true changefulness of woman."—Ruskin

নারী হইবে চিরসহনশীলা, চিরশুচি ও কল্যাণী—তার প্রজ্ঞা কখন ভুল করিতে জানে না—সহজ সংস্কারের মতই তা'। নারীর প্রজ্ঞা স্বার্থ-সাধনের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য, তাঁর প্রজ্ঞা তাঁ'কে কখন স্বামীর উর্দ্ধে নিতে চায় না—স্বামীর পার্শ্বচারিণী সহধর্ম্মিণী করিতে চায়। নারীর প্রজ্ঞায় উগ্র স্বার্থান্ধ কামের সংকীর্ণতা নাই, আছে অসীম বৈচিত্র্যময়, অনুরাগভরা বিনয় ও সেবা-নম্রতা—নারীর পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের স্বরূপই এই।

অর্দ্ধাঙ্গিনীও বলা হয় এই কারণে। যেমন, স্ত্রী পুরুষকে যেমন করিয়া স্ত্রীর সর্ব্বতোভাবে maintain (ভরণ) করিতে পারে পুরুষ নিজেকে তেমন পারে না, তেমনি স্ত্রীও নিজেকে পারে না—ইহাই প্রকৃতি। *

প্রশ্ন। 'পতিব্রতা' ও 'সতী' এ দুইটি কথার মানে কি? পতিব্রতা ও সতীতে কোনো পার্থক্য আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পতি যার বরণীয়, পতি যার প্রার্থনীয়, পতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই যার সাধনা—পতিপরায়ণা—পতিকে জড়াইয়া যে জীবন ধারণ করে সে-ই পতিব্রতা। †

আর যে পতিব্রতা স্বামীকেই তাহার অস্তিত্বরূপে গ্রহণ করিয়া স্বামীর স্থিতি (বেঁচে থাকা), গতি (progress—উন্নতি), উৎপাদন,

* যাবন্ন বিন্দেত জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়তেত্যপি শ্রুতিঃ ॥
—ব্যাস সংহিতা, ২ অধ্যায়।

পুরুষ পত্নীলাভ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বা অসম্পূর্ণ থাকে।

"Each has what the other has not; each completes the other and is completed by the other. . . . the happiness and perfection of both depends on each receiving from the other what the other only can give."—Ruskin.

"The loftiest and most sacred relation of human life, that upon which the social economy must rest or go asunder—is the marriage relation—in which the complementary relation of the sexes is shown . . . having a significance beyond the earthly life . . . . Union in marriage constitutes the complete man."
'Conjugal Love and its Chaste Delights'—Swedenborg.

† নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং সুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥
—বিষ্ণু সংহিতা।

বিস্তার (expansion), দীপ্তি (যশ—fame) ও বিদ্যমানতায় সর্ব্বতোভাবে প্রয়াসশীলা, অর্থাৎ স্বামী যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বেঁচে থাকৃতে ও বৃদ্ধি পেতে পারে তাহাতে যত্নবতী—সেই নারীতেই সতীত্ব সার্থক হইয়াছে। *

স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্ম পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আ শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্য হি মহাপাতকদূষিতঃ॥
—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অর্থাৎ, স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ বা ব্রত ইত্যাদি কিছুই নাই, পতির শুশ্রূষা দ্বারাই তাহারা সর্ব্বপ্রকার সুখের অধিকারী হইয়া থাকে।

স্ত্রীদিগের ভর্ত্তার বাক্যই পালনীয়—ইহাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী মহাপাতক দূষিত হইলেও তাহার শুদ্ধির আশায় বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা বিধেয়।

* 'অনুকূলা ন বাগ্ দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী।'
—দক্ষসংহিতা ৪।৫।

যে অন্য কাহাকেও বাগ্ দান করিয়া দুষ্ট হয় নাই, যে স্ত্রী পতির অনুকূল,—যে নারী দক্ষা (expert), সাধ্বী এবং প্রিয়ভাষিণী, আত্মরক্ষণশীলা এবং স্বামিভক্তা, সে দেবী, মানুষী নহে।

"তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফল মশ্নুতে।"

ঋষি আবার ব'লেছেন—এবম্বিধা নারীর সাহচর্য্যে পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আবার বলেছেন—'ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদয়েৎ।'
—দক্ষ সংহিতা।

অর্থাৎ, সাপুড়িয়া যেমন গর্ত্ত হইতে বলপূর্ব্বক সর্পকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে আপন বশীভূত করে, সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী পতিকে (ঘোর নরক হইতেও) উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত সহর্ষে দিন যাপন করে।

তাই, রাস্কিন লিখ্ছেন যে সেক্সপীয়র তাহার সমস্ত নাটকের মধ্য দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন:—পুরুষের মুক্তি ব'লে যদি কিছু কখনো হ'য়ে থাকে সে নারীরই প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মবলে। যেখানে তার অভাব সেখানে

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর attachment (আসক্তি), নারী-পুরুষের পরস্পর এই attachmentএর (আসক্তির) ভিতর কোন পার্থক্য আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর attachment (আসক্তি) স্বামীতে concentrated (কেন্দ্রীভূত),—তাই, সে তার স্বামীর শুশ্রূষায় (সর্ব্বতোভাবে) স্বামীর ভিতরে উদ্দীপিত হইয়া জগৎকে উপভোগ করিতে চায়। পুরুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিয়া স্ত্রীতে nourished (পুষ্ট) হইয়া তাহার জগৎকে স্ত্রীর নিকট উপঢৌকন দিতে চায়। আর ইহাতে উভয়ে উভয়ের নিকট যেমনতর হয় তেমনি হয়,—তাই তাদের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যতুল্য। *

পুরুষের মুক্তি ব'লে কিছু নাই। * * * নারীই পুরুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করে—শিক্ষা দেয় ও চালায়। * * * নারী তাহাকে ধ্বংসের নরক হইতে রক্ষা করে। যখন সে হতাশ হ'য়ে চিরদিনের মত বিপথগামী হইতে চাহে—নারী যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে তাহারই সাহায্যকল্পে—কঠিনতম প্রশ্নের সমাধান করিয়া শিক্ষকের মত তাহাকে সত্যের আলোক দেখাইয়া, কখনও বা তিরস্কারের পর তিরস্কার করিয়া সার্থকতার পথে চালাইয়া লইয়া যায়।

Cf. "The redemption, if there be any, is by the wisdom and virtue of a woman; failing that, there is none : * * * . It is the woman who watches over, teaches, and guides the youth. . . . . she saves him from destruction—saves him from hell. He is going eternally astray in despair; she comes down from heaven to his help, and throughout the ascents of Paradise, is his teacher, interpretting for him the most difficult truths divine and human; and leading him with rebuke upon rebuke, from star to star."—Sesame & Lilies.—Ruskin.

* Man . . . not only her protector and provider but her priest. He not only supports and provides but inspires the souls of women so admirably calculated to receive suggestions.

—G. S. Hall.

প্রশ্ন। এই যদি স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ হয়, তবে ত স্ত্রীর চলা, বলা, করা ইত্যাদি যা-কিছু স্বামীকে লক্ষ্য করিয়াই—স্বামীর প্রয়োজনেই হইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি হয় তবে অপর maleএর (পুরুষের) সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তিই থাকে না—স্বামীর প্রয়োজনে ছাড়া। অন্য পুরুষের সঙ্গ automatically (আপনা-আপনি) ceased (বন্ধ) হ'য়ে যাবে। যদি দেখা যায় অন্য পুরুষের সংসর্গে যেতে ভাল লাগে—sexually (কামভাবে) না হইলেও—অথচ husbandএর (স্বামীর) necessityতে (প্রয়োজনে) নয়, সেটা হচ্ছে characteristic symptom (চরিত্রগত লক্ষণ) যে সে তার husbandএর (স্বামীর) সর্ব্ববৃত্ত্যনুসারিণী নয়। *

পুরুষেরও তাই—দুনিয়াটা ঘোরে কিন্তু তাঁর (আদর্শের) necessity (প্রয়োজন, উদ্দেশ্য) নিয়ে,—আর তা'হ'লেই হয় কি, ঝগড়া কচকচি মারামারি লুফালুফি সব চুকে গেল।

প্রশ্ন। স্বামীর আদর্শের সঙ্গে স্ত্রীর কি-রকম সম্বন্ধ থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শের সঙ্গে স্বামীর যেরূপ সম্বন্ধ তার স্ত্রীরও তাই, তবে তার বৈশিষ্ট্যে যা'-কিছু প্রভেদ। অর্থাৎ স্বামীর

অর্থাৎ, নারীর পক্ষে * * * পুরুষ কেবল রক্ষক ও পালক নহে—তাহার ধর্ম্মযাজকও,—পুরুষ তাহাকে কেবল ভরণপোষণ করে না—তাহার আত্মাতে নব নব ভাব উদ্দীপিত করে। আর নারীর প্রকৃতির বিশেষ প্রশংসনীয় গুণই এই যে সে (পুরুষ হইতে) অতি সহজে ভাব গ্রহণ করে।

* যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী
... ... সা জরা ন জরা জরা।

—কূর্ম্মপুরাণ।

যে স্ত্রী অন্যত্র আশ্রয় করে—পরগৃহকে আনন্দজনক মনে করে—সে জরা, জরা জরা নহে।

inclination (আসক্তি) যেমন হইবে আদর্শের wishesগুলি (ইচ্ছা বা বৃত্তিগুলি) fulfil (সার্থক) করার—তার জীবন দিয়ে, তেমনি স্ত্রীর inclination (ঝোঁক) থাক্‌বে always (সর্ব্বদা) স্বামীর complement বা পরিপূরক হওয়া ;—তার মানেই আদর্শে উভয়ে মিলিয়া সার্থক হওয়া—তাঁর ইচ্ছাকে fulfil (সার্থক) করিয়া ; 'তোমারই ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ মোদের জীবন মাঝে'—এমনতর।

প্রশ্ন। আদর্শ হইতে স্বামী যদি বিচ্যুত হয়, তবে কি হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'পতিত' মানেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া, আর বিবাহে cementই (সিমেণ্ট বা বজ্রলেপই) আদর্শ। আর্য্যদের বিবাহের মন্ত্রেই আছে—'বৃহস্পতি তোমাকে আমাতে যুক্ত করিয়া দিউন।' আর এই বৃহস্পতিই হচ্ছেন ভগবান্, গুরু বা আদর্শ।

এই সিমেণ্ট যদি কোনোপ্রকারে ধ্বংস হইয়া যায় তাদের অন্তর হইতে, তবে দুইটি আলাদা জিনিষ স্বভাবতঃই যে আলাদা হইয়া যাইবে—তার আর কথা কি ? যেস্থলে স্বামীর আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে সেখানে স্ত্রীর—আদর্শে যুক্ত থাকিয়া স্বামীর উন্নয়নের সংস্থান করা-ই শ্রেয়ঃ। তা'-ও যদি না-হয় তবে স্ত্রীর আদর্শ-মুখর হওয়াই তার ধর্ম্মকে অর্থাৎ being and becomingকে (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে) স্ব-স্থ রাখিতে পারে।

প্রশ্ন। পত্নীর যদি স্বামীর আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর।—তা'-হ'লে ত সাধারণতঃই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি inclination (টান) থাকেই না। সে-স্থলে তা'-হ'তে যতদূর সম্ভব—অন্ততঃ আদর্শ-বিষয়ে—aloof (তফাৎ) থাকা-ই উচিত। আর, যদি সে আদর্শের wishesগুলি (বৃত্তিগুলি) তার

জীবনে fulfil (সার্থক) করার বাধা জন্মায়, তবে সেস্থলে তা'-হ'তে দূরে সরিয়া থাকা-ই সমীচীন—সে-বিষয়ে কোনো-প্রকার complementary (পরিপূরক) সাহায্যের আশা-করাই উচিত নয়। ইহাতে হয়ত difference (অমিল) আরো বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু ইহার extreme limitএ (চরম সীমায়) যাইয়া সুফলও ফলিতে পারে—যদিও শাস্ত্রে এমন স্থলে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগেরই উপদেশ দেওয়া আছে। আর এটা সত্যই,—কারণ, তাহা হইলে স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্ব-ই সেস্থলে ঘুচিয়া যায়; —সে আর তার নারীও থাকে না, ভার্য্যাও থাকে না, পত্নীও থাকে না —শুধু কাম-ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যন্ত্র মাত্র।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঠিক-ঠিক ভালবাসা আছে কি না তার অব্যর্থ test (পরখ) কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী যদি অন্য কোন স্ত্রীকে স্ত্রীর মতন ভালবাসে, তাহাতে যদি স্ত্রীর আক্রোশ ঈর্ষ্যা দুঃখ ইত্যাদি জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বিপরীত—অবশ্য সেই প্রিয় যদি স্বামীর জীবন, কর্ম্ম এবং খ্যাতির অন্তরায় না হয়।

প্রশ্ন। সতীন-বিদ্বেষের কারণ তা' হ'লে—!

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রিয়র প্রিয়-র প্রতি যে কারণে বিরোধ উৎপন্ন হয়—সপত্নীর প্রতি বিরোধের কারণও তাহাই। স্বামী যাহাদের স্বার্থের ক্রীড়নক, ভাগী হইলে তাহাদেরই ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়,— আর পতিকে পুষ্ট বা তুষ্ট করাই যাহাদের স্বার্থ, অংশীদারে তাহাদের আনন্দ, হর্ষ, ভালবাসা ইত্যাদি-ই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। ভাই-বৌ ও ভ্রাতৃ-গৃহবাসিনী ননদে কখনো-কখনো বিরোধ উৎপন্ন হয়—ইহার কারণও কি ঐ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। স্বার্থের দ্বন্দ্বেই বিরোধ আর স্বার্থের পূরণেই মিলন—ইহা জীবেরই প্রকৃতি। প্রিয় যার পুষ্টির উপাদান—প্রিয়র পুষ্টিতে যাদের আত্মপুষ্টির ভাব বা ধারণা নাই, সে মূঢ়রা ভ্রান্ত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কে sacrifice করিয়াই (বলি দিয়াই) থাকে—নতুবা অশেষ দুঃখ কষ্টের আগুনে জ্বলিয়া মরিবে কাহারা ?—যে স্ত্রীরা স্বার্থের জন্য প্রিয়ঘাতিনী, সপত্নী-বিদ্বেষ তাহাদের চরিত্রগত, আর ভ্রাতৃগৃহবাসিনী ননদকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না,—যখনই যাহার দ্বারা স্বার্থ প্রতিরুদ্ধ হয় তখনই তাহার প্রতি দোষদৃষ্টি আসিয়াই থাকে।

প্রশ্ন। তা হ'লে মেয়েদের বিয়ে হ'লে পর শ্বশুর গৃহে গিয়া কি করা উচিত ?—কি attitudeএ (ভাবে) থাকা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে মেয়ের সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উদ্বর্দ্ধনই লক্ষ্য,—স্বামীকে চায় না যে তার ভোগের ক্রীড়নক করতে,—স্বামীকে তার আদর্শে পরিপূরিত করে' তোলা-ই যার জীবনের সার্থকতা, তার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই—শ্বশুর শাশুড়ী কিংবা তৎস্থানীয় যাহারা,—ভাসুর ননদ যারা নাকি তার (স্বামীর) পোষণীয় পারিপার্শ্বিক, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সেবাকরা—যা'তে তা'রা হৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়। সে সংসারে নিজের সেবাদ্বারা সম্রাজ্ঞীর মত হ'য়ে দাঁড়ায়। * শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা মানেই হ'ল—তার স্বামীর basis of existenceএর (জীবনের

---

* ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥
—বিবাহ মন্ত্র, পুরোহিত দর্পণ ৪৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীতে সম্রাজ্ঞী হও, ননদ ও দেবর প্রভৃতিতে সম্রাজ্ঞী হও।

ভিত্তির) সেবা। আর যে স্ত্রী তা'-হ'তে বিমুখ, খুব দেখা যায় তা'রা কখনও শত ভালবাসার ধাঁজে দাঁড়িয়েও স্বামীকে পুষ্ট, তুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধিত করিতে পারে না।—তাই, তার কাছে স্বামীর প্রতিষ্ঠাও এক কথায় আকাশ-কুসুম। এ কথা ঠিক জানবেন—স্বামীর শুভানুধ্যায়ী কোনো স্ত্রী তার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবাবিমুখ হ'তেই পারে না—আর তা' জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্। এই সেবা মানে কিন্তু আদর্শকে sacrifice করা (বলি দেওয়া) নয়, বরং environment হইতে (চারিধার হইতে) আদর্শের interestএর (স্বার্থের) পরিপূরণ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তা' ত বুঝলাম। তা-হ'লে বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় যদি স্বামীর অমত থাকে তবেও কি স্ত্রীর তাদের সেবা করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই। পিতামাতা original (আদিম) আদর্শ। তা'-হ'তেই তার যা'-কিছু উদ্বর্দ্ধন বা পুষ্টি,—তার আরম্ভ—এমন-কি prenatally imparted (জন্মের পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত)। তাই, পিতামাতা প্রত্যেক মানুষেরই অব্যর্থ মঙ্গলকামী—অবশ্য এ'তে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। তাই, স্বামীর যদি তার পিতামাতার প্রতি অনুরক্তি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সে তাহা-হইতে—যে কোনো-প্রকারে হউক্—বিচ্যুত বা পতিত হইয়াছে ; আর এ পতনের অনুসরণ করিয়া স্বামীকে আরো পতিত করা নারীর বৈশিষ্ট্যের ঘোর অবমাননা ছাড়া আর কি ? তাই, স্বামীর অনুমতি বা ইচ্ছা ছাড়াও, যাহা করিলে স্বামীর উন্নতি অবাধ হইবে, অপঘাত করিবে না—মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ, তাহা স্ত্রীর অবশ্য করণীয় ;—আর ইহা না করিলে সে স্ত্রী—যত ভালই হউক্—স্বামীর উন্নতিকে উদ্বেগসংকুল ও অবসন্ন করিবে

সন্দেহ নাই। তাই, স্বামীর পিতা মাতা ভাই ভগিনী ইত্যাদির সেবা-শুশ্রূষা করিয়া স্বামীর জন্য যতদূর করা সম্ভব তাই করা বরং উচিত।

আরো, পিতামাতা ভাই ভগিনী ইত্যাদির সেবা করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য। তাই, ইহা করিলে এই কর্ত্তব্য বা সেবা উল্লঙ্ঘন করার অপরাধ হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দেওয়াই হইবে।

আরো কথা, সে যদি তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীতে সেবাপরায়ণা না হয়, তা'রা (স্বামী-স্ত্রী) যার শ্বশুর শ্বাশুড়ী তা-হ'তেও তাহারা সেবা ও শুশ্রূষা পাওয়ায় প্রায়শঃ বঞ্চিত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে, ভ্রান্ত স্বার্থ আসিয়া পরিবারের প্রত্যেককে অধিকার করিয়া বসিবে,—দুর্দ্দশা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে—সুনিশ্চয়! অবশ্য এ সবই করিতে হইবে স্বামীতে সম্যক্ থাকিয়া—তাহারই জন্য। Wisely and aptly (সুকৌশলে এবং যথাযথ ভাবে) সেবায় সংসারে সম্রাজ্ঞী হওয়াই স্ত্রীর কাম্য ও আদর্শ।

প্রশ্ন। ভালবাসায় ত পারিপার্শ্বিকে প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু য়ুরোপে ত দেখি বিবাহের পরেই স্বামী-স্ত্রী পিতার family পরিত্যাগ করে' আলাদা হয়—আজকাল আমাদের দেশেও অনেক মেয়েরা যেন তাদেরই অনুসরণ কর্চ্ছে, বিবাহিতা নারী স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকৃতে চায়। এটা কি ভালবাসা নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, ভালবাসা ত বটেই কিন্তু সে নিজের স্বার্থকে,—স্বামীকে নয়,—তার being-becomingকে (অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিকে) নয়। আর এ আরবেই হোক্, য়ুরোপেই হোক্ আর আমেরিকায়ই হোক্ ;—যেখানেই স্ত্রী স্বামীতে—তার বৃত্তিগুলিতে মুগ্ধ, স্বামীর being and becoming ই স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধি, সেখানেই

কঠোর অথচ সহজ প্রচেষ্টা তার ভেতরে তার পারিপার্শ্বিক তাহাকে solid unitএ (অখণ্ড ঐক্যে) প্রতিষ্ঠা করা। *

আর তা' যেখানে নাই—যেখানেই হোক্ না কেন—ফাঁকে নিয়ে vampire-like sucking এর (ভ্যাম্পায়ার নামক বাদুড়ের মত রক্তশোষণ করার) সুবিধা করা মাত্র—আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন। 'ভালবাসা' বল্‌তে কি বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই দেখা যায় কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য উদ্‌গ্রীব আর মঙ্গল দেখিলেই তুষ্ট ও হৃষ্ট হয়,—খ্যাতিগান স্বভাবসিদ্ধ, বুঝিতে হইবে সে তাহাকে ভালবাসে। ভালবাসা মানেই হচ্ছে প্রিয়র ভালোয় বা মঙ্গলে বাস করা বা প্রিয়র মঙ্গলপরায়ণতা।

* "Wherever a true wife comes, this home is always round her: * * * but home is yet wherever she is; and for a noble woman it stretches far round her . . . shedding its quiet light far,—for those who else were homeles..

This I believe to be the woman's true place and power. But to fulfil this, she must be . . . incapable of error. She must be enduringly, incorruptibly good; instinctively, infallibly wise."

—Ruskin.

অর্থাৎ, সত্যিকারের স্ত্রী (wife) যেখানে থাকুক না কেন, সেখানেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া গৃহ গড়িয়া উঠে। আর মহীয়সী নারীকে লইয়া যে গৃহ, তাহার পরিধি তাহার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যায়—গৃহের শান্ত রশ্মিছটা দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হয়। এই নারী-মাহাত্ম্যের অসদ্ভাবে ইহারা হয়ত অন্যহিসাবে গৃহহীনই হইত। আমার বিশ্বাস ইহাই নারীর প্রকৃত স্থান ও শক্তির নির্দ্দেশক। কিন্তু নারীর এই বৈশিষ্ট্য সার্থক করিতে হইলে নারীর এমন হওয়া চাই—যে ভ্রমপ্রমাদ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ; চির পবিত্র; চরিত্রদুষ্টি তাহার পক্ষে অসম্ভব; তার জ্ঞান হবে সহজাত সংস্কারের মত সহজ এবং ভুলভ্রান্তিহীন।

—রাস্‌কিন।

প্রশ্ন। একজন তা'হ'লে বহু জনকে ভালবাস্তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, একজন বহুজনকে ভালবাসিতে পারে—যদি তার ভালবাসার কোনো কেন্দ্র থাকে।

প্রশ্ন। 'ভালবাসার কেন্দ্র' মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ যাহাকে ভালবাসিয়া sensation of love এর সহিত—ভালবাসার বোধের সহিত সে পরিচিত হইয়াছে—যা'তে নাকি তার বৃত্তিগুলি enlightened and elevated হ'য়ে উঠে, অর্থাৎ উদ্দীপ্ত, উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। আজকাল প্রায় দেখতে পাওয়া যায় বিবাহের পরই তিন-চার বছরের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেরই শরীর ভেঙ্গে যায়, মনও ভাঙ্গে, আর উভয়েই উভয়ের নিকট নীরস হ'য়ে পড়ে। ইহার মূল কারণ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্বাভাবিক মিলনই ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রী-হইতে পুরুষ পুষ্টি পায় না—তুষ্টির অপলাপ ঘটে, তাই পুরুষও স্ত্রীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হয়। দুইজনের ভিতরেই 'will-to-illness—অসুস্থতায় ইচ্ছা আর 'will-to-ugliness' * অর্থাৎ নোংরা

* "Every neurosis is the result of a mental conflict. * * *, the neurosis is to him a convenience in life, a protective against the evil world and has come to represent a part-fulfilment of his phantastic wishes . . . .

The patient is enamoured of his illness. He is proud of his ailment and makes use of it as a means of insuring his power over his environment or of avoiding some unpleasant duty. * * * The neurosis is to him a convenience in life, a protection enabling the patient to dominate his environment and to carry out his will, though at great cost to himself."

'Beloved Ego'—Dr. Wilhelm Stekel.

প্রত্যেক স্নায়ুবিকারই মনের দ্বন্দ্বের থেকে জন্মে। আর স্নায়ুবিকার তার জীবনের পক্ষে যেন সুবিধাজনক, দুঃখদুর্দ্দশাময় পৃথিবীর কঠোর স্পর্শ হইতে রক্ষায় বর্ম্মস্বরূপ। এবং ইহা হইতে তাহার কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষাগুলির আংশিক চরিতার্থতা আসে—তাই উহা তাহার প্রিয়। * * *

রোগীর তাহার পীড়ায় গভীর অনুরাগ। তাহার অসুস্থতা যেন তার একটা গর্ব্ব। পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মগোপনের একমাত্র অবলম্বন অথবা অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের দায় এড়াইবার উপায়স্বরূপ।

থাকিবার ইচ্ছা আশ্রয় করে, তার ফলেই এই জাতীয় বিপৎপাতের সূত্রপাত হয়।

তা' যদি না হইত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেও resisting capacity বা প্রতিরোধ-ক্ষমতা এতই বর্দ্ধিত হইত যার দরুণ উভয়ের এই ক্ষয় অনেক পরিমাণে restricted (ব্যাহত) হইতে পারিত।

প্রশ্ন। আজকাল যেমন-ধরণের বিবাহ-বিভ্রাট সব দেখা যাচ্ছে, তা'তে প্রায়ই ঠিক-ঠিক বিবাহ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। এমন অবস্থায় divorceই (বিবাহবিচ্ছেদই) ত এর একমাত্র প্রতীকার! Russelও ত বল্‌ছেন—"Although life-long monogamy is best when it is successful, the increasing complexity of our needs makes it increasingly often a failure, for which divorce is the best preventive. *

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন করিয়া বিবাহ হওয়া উচিত, তেমন ভাবে বিবাহ হইলে divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ত দূরের কথা,—স্বামীর জীবনের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীর অবসানও আশ্চর্য্য নয়।

আর ঠিক-ঠিক বিবাহ যদি না হয়, অথচ মানসিক দ্বন্দ্ব, অবসাদ

পারিপার্শ্বিককে জব্দ রাখিবার এবং নিজের মতলব বাগাইবার স্পষ্ট অভিপ্রায়েই রোগের সৃষ্টি করা হয়—যদিও তাহাকে কঠিন মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিতে হয়।

—উইলহেল্‌ম ষ্টেকেল।

* অর্থাৎ যদি ঠিক থাকা সম্ভব হয় তবে আজীবন অবিবাহিত থাকাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু জীবনের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া আমাদের প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইতে হয় বলিয়া ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদই একমাত্র প্রতিষেধক।

ও অপকর্ষসত্ত্বেও যৌন সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অতি অল্প স্থলেই তাহার আরোগ্য সম্ভব,—কোথাও-কোথাও ক্বচিৎ হইতে পারে।

প্রশ্ন। ঐ-রকম যৌন সম্মিলনে ক্ষত হয় কেমন ক'রে? 'ক্ষত' কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্ষত হ'ল inclination to despair and despondency—নৈরাশ্য ও অবসাদপ্রবণতা, যার ফলে deterioration (ক্ষয়) অবশ্যম্ভাবী; তার প্রথমেই মুখ্য লক্ষণ peevish character— খিট্‌-খিটে মেজাজ।

পুরুষ যখন তার বৃত্তিগুলি নিয়ে স্ত্রীকে আশ্রয় করে, আর সে আশ্রয় করাটা স্ত্রীর নিকট যন্ত্রণাপ্রদ হয়, তখনই তাহার (স্ত্রীর) প্রকৃতি তাহাকে উপেক্ষা করিতে থাকে—অর্থাৎ স্বাভাবিক aversion (বিদ্বেষ, বিরাগ) আসে, আর এই aversionএ বিক্ষুব্ধ পুরুষ যন্ত্রণা-মলিন হইয়া নানারকমে স্ত্রীতে পুষ্টি ও তুষ্টির আশায় আশ্রয় খুঁজিতে থাকে,—আর পুরুষ যতই এমনতর করিতে থাকে, স্ত্রীর প্রকৃতি ততই তাহাকে আঘাত করিতে থাকে;—আর এই আঘাত হইতেই হয় ক্ষতের উৎপত্তি। * আর এই ক্ষত লইয়া সে সহজভাবে কোনো

---

* তৈস্তৈ ভাবৈ রহৃদ্যৈস্তু রিরংসো র্মনসি ক্ষতে।
দ্বেষ্যা স্ত্রী সম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্॥
সুশ্রুত—ষড় বিংশতিতমোঽধ্যায় ৪, ৫,॥
ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতম্।

অর্থাৎ, পূর্ব্ব-বর্ণিত অহৃদ্য (চিত্তামোদনাশক) ভাবদ্বারা রমণেচ্ছু ব্যক্তির মনে ক্ষত হইলে ও দ্বেষ্যা (অর্থাৎ স্বামিবিদ্বেষী) স্ত্রীতে রত হওয়ার ফলে যে ক্লীবত্ব হয় তাহাকে মানস ক্লৈব্য বলে।

স্ত্রীতেই বিশ্রাম পায় না—সর্ব্বদা সন্দিহান থাকে,—কষ্ট করিয়া স্ত্রীর তুষ্টির অনুসন্ধান করে, তার ফলে জীবনে বঞ্চিত হয়। আর স্ত্রীর বেলায়ও উল্‌টা রকমের তাই।

প্রশ্ন। ক্ষতের আরোগ্য বা শান্তির আশা যদি না-ই থাকে, তবে divorce এর সার্থকতা বা সুবিধা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Divorce এর সুবিধা a little aloof from those calamities, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিপৎপাত হইতে একটু দূরে থাকা। *

—কিন্তু স্ত্রীর পুনর্বিবাহে সমাজকে কিছু-না-কিছু বিকৃত করেই।

প্রশ্ন। তা' হ'লে কোনো unlucky marriage (অসঙ্গত বিবাহ) হ'লে বিনা divorceএ তার কী solution (সমাধান) হ'তে পারে ?

* "I now know that the chief cause of temptation is not that people cannot refrain from fornication, but that most men and women have been deserted by those with whom they first came together. I now know that every desertion of a man or woman by him or her with whom they first had connection is that very divorce which Christ forbids".

'What I Believe'—Leo Tolstoy.

অর্থাৎ, টলষ্টয় বলছেন—"আমি এখন জানিয়াছি মানুষ (পুরুষ বা স্ত্রী) যে অন্য-সহবাসে লিপ্ত হয় মানুষের আত্মসংযমে অপারগতা ইহার কারণ নহে। খোঁজ করিলে জানা যাইবে—উহার মূলে আছে পুরুষ বা নারীর প্রথম প্রণয়ের বিচ্ছেদ। এক স্থানে প্রণয় সার্থক না হওয়াই মানুষের জীবনকে এইরূপ বিপৎসংকুল করিয়া তোলে, এবং এই প্রথম প্রণয়ের বিচ্ছেদই প্রকৃত বিচ্ছেদ যাহা যীশু অমন করিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই, ঋষিরা নেহাৎ-বিকৃতিতে উপদেশ দিয়াছেন—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"॥

প্রশ্ন। সাধারণ caseএ (স্থলে) এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় কি কিছু নাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ এই জাতীয় অল্প-বিস্তর দ্বন্দ্বের সমাধান—উভয়ে যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে তবে—হ'তে পারে।

প্রশ্ন। পূর্ণ মিলন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মোটের উপরে মিল হ'তে পারে।

প্রশ্ন। মেয়েরা অনেক-সময়ে অভিযোগ ক'রে থাকে—"স্ত্রীই স্বামীর জন্য সব-কিছু কর্‌বে—স্বামী কি কিছুই কর্‌বেনা ? স্বামীর নিকট কি তার চাইবার পাইবার কিছুই নাই ? —তা'রা বুঝি মানুষই নয়, ইত্যাদি"।

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির ভিতর নারীর পুরুষের কাছে চাইবার কিছুই নাই। নারী তার প্রকৃতি-দিয়ে পুরুষকে যেমনতর-ভাবে nourish করে (পুষ্ট করে), পুরুষ স্বভাবতঃ তা' সে নারীতে ত্যাগ করে—এই তার প্রকৃতি। নারী যদি পুরুষকে তার ব্যবহার বাক্য চাল চলন ইত্যাদি দ্বারা অবসন্ন ক'রে তোলে, নিরাশ ক'রে তোলে, দুর্ব্বল ক'রে তোলে,—তখন পুরুষ তার জগতে উপযুক্ত nourishment অভাবে (পুষ্টির অভাবে) encouragement বা উৎসাহের অভাবে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে, অবশ হ'য়ে, হতাশ হ'য়ে, ফিরে

আসে নারীর কাছে,—আর সে ত্যাগ করেও তাই, ফলে নারী পায়ও তাই; তখন নারীর পুষ্টি এবং তুষ্টি স্বভাবতঃ ক্ষিন্ন হ'য়ে উঠে,—আর এমনই করে' উভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। পক্ষান্তরে, নারী যদি—পুরুষ যে-সকল বৃত্তি নিয়ে তার জগৎকে আলিঙ্গন করে—তাদের রঞ্জন করে' দেয়—পোষণ করে' দেয়—তোষণ করে' দেয়, তখন পুরুষ তার জগৎ-থেকে বয়ে' আনে তুষ্টি, পুষ্টি, সার্থকতা, আর ত্যাগও করে তাই—নারী পায়ও তাই,—ফলে উভয়েই উন্নতি ও জীবনের পথে অগ্রসর হয় *

---

* সেক্ষপীয়র তাহার নাটকে দেখাইয়াছেন—

"The redemption, if there be any, is by the wisdom and virtue of a woman; failing that, there is none."

* * * Take lastly the evidence of facts, given by the human heart itself. In all the Christian ages which have been remarkable for their purity or progress, there has been an absolute yielding of obedient devotion by the lover to his mistress. I say *obedient*—entirely subject, receiving from the beloved woman, however young, not only the encouragement, the praise and the reward of all toil, but . . . the *direction* of all toil.

অবশ্য সমস্ত knightদের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়—

* * * But where that true faith and captivity are not, all wayward and wicked passion must be, and that in this rapturous obedience to the single love of his youth, is the sanctification of all man's strength and the continuance of all his purposes.

* * * It is the type of an eternal truth—that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."—John Ruskin.

"পুরুষের যদি রক্ষার কোন পন্থা থাকে তা' নারীর প্রজ্ঞা ও গুণের দ্বারাই। তা' না হ'লে রক্ষার নান্যঃ পন্থা।"

অর্থাৎ "মানবের জীবনের ইতিহাসে হৃদয়ের সাক্ষ্য লও। দেখিবে সমস্ত

প্রশ্ন। Bernard shaw বলেন economic emancipation
ৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা) না হইলে real marriageও (প্রকৃত

খৃষ্টীয় যুগেই—পবিত্রতা ও উৎকর্ষে যে সমস্ত যুগ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সে সকল যুগেই—পুরুষ নারীর নিকট পাইয়াছে উৎসাহ, সম্বর্দ্ধনা; তার সমস্ত শ্রমের পারিতোষিকস্বরূপ—নারীর উদ্দেশ্যেই, নারীর প্রেরণাতেই তার যত কিছু শ্রম সে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।"

"আর যেখানেই এই সত্যিকারের বিশ্বাস ও মনের আকর্ষণ নাই সেখানেই একগুয়ে দুষ্ট কুবৃত্তিগুলি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে; আর পরস্পরের অনুবর্ত্তি প্রেম যেখানে হৃদয়ের উৎসবের মত বিরাজমান সেখানে পুরুষ তার শক্তি ও উদ্দেশ্য নিয়ে অটুট থাকে, দৃঢ় থাকে।

"এ একটা চিরন্তন সত্য যে মানবাত্মা তাব বর্ম্ম কখনও সম্যক্ পরিধান করিতে পারে না—যদি-না নারীর স্নেহস্তম্ভ তা'কে আলিঙ্গন করে।—আর নারী সম্বর্দ্ধনায় শিথিল হইলেই পুরুষের সম্মান, আদর্শ, যাহা-কিছু সমস্তই অন্তর্হিত হয়।"

যুধিষ্ঠির উবাচ—

'যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ।'

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী, কি হইলে এই পরস্পর বিরোধী ত্রিবর্গের মিলন হয়? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশানুগ, তখন—কেবল তখনই ত্রিবর্গের একত্র মিলন হয়।

'অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥'

—মনু ৯।২৮।

অপত্য, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং নিজের ও পিতৃগণের স্বর্গ সকলই দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপরে নির্ভর করে।

Cf. The man and the woman are each organs, parts of the

বিবাহও) সম্ভব হইতে পারে না—real loveও (প্রকৃত ভালবাসাও) সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। একের বৃত্তিগুলি যদি অন্যে সার্থক হয়, একজনের development in all respects—সর্ব্বপ্রকার বিকাশ যদি অন্যের development in all respects (সর্ব্বপ্রকারে বিকাশ) হয়,—একজনকে সুখী করা-ই যদি অন্যের সুখের কারণ হয়, তখনই সত্যিকারের economic emancipation (অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য) হওয়ার সম্ভব।—ভালবাসা প্রিয়কে সমৃদ্ধ করিতে চায়, আর সেই চিন্তা তার ভিতর মুখর হইয়া উঠে; আর তার এই tendency (মনোবৃত্তি) হইতেই evovle করে (ফুটিয়া উঠে) activity (কর্ম্মপ্রবণতা) ও দক্ষতা। তাই, economic emancipation (অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা) create (সৃষ্টি) করে।

তা'-না-হ'লে—কোনো-একটা aspect of life (জীবনের কোন-একটা দিক্) যদি কোন-একটা aspect of lifeকে (জীবনের দিক্কে) nourish (পুষ্ট) করে, তা'-হ'লেও তাহা সর্ব্বতোভাবে হয় বলিয়া মনে হয় না; যেমন, একজন যদি কেবল অন্যকে উপায় করিয়া খাওয়ায় কিংবা উভয়ে উভয়কে উপায় করিয়া খাওয়ায়, তাহা হইলেই যে total economic emancipation (পূর্ণ অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য) হইল তাহা বলিয়া মনে হয় না।

---

other. And in the strictest scientific, as well as in a mystical sense, they together are a single unit, an individual entity, there is a physiological as well as a spiritual truth in the words "They twain shall be one flesh."—Marie Stopes.

নারী নর দুইজনের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, দুইজন মিলে একটি সম্পূর্ণ দেহ।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঠিক-ঠিক ভাব হয় নাই বা হয়না এ দায়িত্ব কার ?—নারীরই না পুরুষের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি নিজে স্বামীকে offer দেয় অর্থাৎ বরণ করে, আর তাহাতে স্বামী যদি তাহাকে গ্রহণ করে, তবে স্ত্রীই দায়ী। আর পুরুষ যদি offer দেয়, তা' স্ত্রী গ্রহণ করে তবে পুরুষ।

আর তা'-ও যদি না হয়, তবে ব্যবস্থা বা সমাজ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, 'ভাব' মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ভাব' মানে তৎ-স্থ হওয়া, অর্থাৎ কাহারও সাথে এমনতর attachment (আসক্তি) থাকে যাহাতে তার দ্বারা সে রঞ্জিত হ'য়ে থাকে,—তারই ভাবে ভাবিত হ'য়ে থাকে—তার psychical এবং physical—মানসিক ও শারীরিক attitude (রকম) গুলির দ্বারা।

প্রশ্ন। একজনের অনেকের সঙ্গে ত ভাব হইতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ নয়। একজনের ভাবদ্বারা রঞ্জিত হ'লে অন্য-কেহ তাহাকে রঞ্জিত করতে পারে না,—যেমন সতী স্ত্রীর পতি, সাধকের ইষ্ট।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভাব থাকে না, তা'তে স্বামীও ত' দায়ী হ'তে পারে ? স্বামীও ত নিজের ব্যবহারের ভুলে স্ত্রীর নিকট light (হাল্‌কা—খেলো) হ'য়ে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট সহজ (cheap) হয়, আর তার সংস্পর্শে যদি স্ত্রী উদ্দীপ্ত না-হয়, তবে এই-রকম হ'লে অনেক-সময়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কা। অর্থাৎ wifeএর regardful

attitude (সশ্রদ্ধভাব)—break করে (ভেঙ্গে যায়) এমনতর ব্যবহার ও সান্নিধ্য ইত্যাদি যদি ঘটে তবে। *

তাই, সাধারণতঃ পুরুষের duty (উচিত) তার স্ত্রী যা'তে তার বাপ-মা ভাই-বোন ইত্যাদির প্রতি serviceable (সেবাপরায়ণ) এবং regardful অর্থাৎ শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়, তেমনতরভাবে তা'কে push করা।—ইহার ফলে, পারিবারিক শান্তি ত বজায় থাকেই, সে নিজে স্ত্রীর কাছে দেবতা হ'য়ে দাঁড়ায়—স্ত্রীর নিকট লক্ষ আত্মসুখ্যাতি এ ফল আনিতে পারে না।

প্রশ্ন। লোকের নিকট—বিশেষতঃ স্ত্রীর নিকট—আত্মপ্রশংসা ত অনেকেই করে' থাকে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর কাছে আত্মপ্রশংসা স্ত্রীর নিকট ভক্তি বা ভালবাসা পাওয়ার ঘোর অন্তরায়।

প্রশ্ন। আবার, গৃহ-বিবাদ-স্থলে অনেকেই স্ত্রীকে support (পক্ষসমর্থন) করে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হ'লে ত সর্ব্বনাশ !

প্রশ্ন। কেন ?—স্ত্রী যদি উচিত পক্ষ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হ'লেও এই কথা বলা—"আমার বাপ-মা লক্ষ

* "So great is the human soul that some of its beauty is hidden by nearness; it needs distance between it and the beholder to be perceived in its true perspective."

—Marie Carmichael Stopes.

মানুষের আত্মা এত বৃহৎ জিনিষ যে অতিশয় নিকট হইতে দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্যের অল্পই দেখা যায়। ইহাকে ঠিক-ঠিক দেখিতে হইলে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন।

অন্যায় কর্‌তে পারেন, কিন্তু তা' তুমি সহ্য কর্‌বে না কেন—যদি আমায় ভালোই বেসে থাকো ?

প্রশ্ন। উচিত পক্ষ সমর্থন করা ত duty (কর্ত্তব্যই), dutyকে যদি ভালোবাসার কাছে বলি দি'—তা'-হ'লেও ত সর্ব্বনাশ !

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভালোবাসা-ই dutyকে (কর্ত্তব্যকে) নিয়ন্ত্রিত করে। * যেখানে ভালোবাসা নাই—duty (কর্ত্তব্য) সেখানে সার্থক হ'য়েছে এমনতর দেখা যায়নি। আমার ভালোবাসার কেন্দ্রে—আমার ভক্তির কেন্দ্রে—আমি যদি অন্যায় জানিয়াও নিজেকে sacrifice

* *Cf.* "Impulse is at the basis of our activity. * * * Each impulse produces a whole harvest of attendant beliefs. A life governed by purposes and desires to the exclusion of impulse, is a tiring life; it exhausts vitality and leaves a man, in the end, indifferent to the very purposes which he has been trying to achieve." 'Essay on the Principle of Growth'.—Russel.

অর্থাৎ, প্রেরণাই আমাদের কর্ম্মের ভিত্তি। প্রত্যেকটী প্রেরণাই বহু প্রত্যয়ের জনক। প্রেরণাহীন শুধু আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দেশ্যে পূর্ণ জীবন আনে শ্রান্তি আর ক্লান্তি। তাহাতে জীবনী-শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর তা'তে মানুষ অবশেষে তার জীবনের উদ্দেশ্যেই উদাসীন হ'য়ে পড়ে।"

—রাসেল।

ফ্রাঙ্ক সেওয়াল 'সুইডেনবোর্গ' নামক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন—সুইডেনবোর্গ বল্‌ছেন—

As life is essentially love, so a man's life is what his love is : his intellect and his thoughts are the servants of this master. 'Swedenborg'—Frank Sewall.

অর্থাৎ, জীবনের মূলেই প্রেম। মানুষের ভালবাসা যেমনতর, তার জীবনও তেমনতর। প্রেমই প্রভু আর বুদ্ধি, চিন্তা প্রভৃতি ঐ প্রভুরই ভৃত্য মাত্র।

—সুইডেনবোর্গ।

করি (বলি দিই), আমার সহধর্ম্মিণীরও তাই করা উচিত। ইহাতে অন্যায়কে support করা (সমর্থন করা) হয় না, বরং ভক্তিরই ইন্ধন জোগান হয়।

প্রশ্ন। নারী হয়ত স্বামীর খুব সেবাপরায়ণা—স্বামী-ভিন্ন কাউকে জানে না—কাউকে চায় না, অথচ স্বামীর সম্বন্ধে অনেক অভিযোগও আছে ;—স্বামীর জন্যে কতদিন কত কষ্ট ক'রেছে তার হিসাব আছে, স্বামী কত অবহেলা ক'রেছে তার account (হিসাব) বা জাবেদা খাতা আছে ; তাই সর্ব্বদা দুঃখিত—নিজেকে হতভাগিনী মনে করে, অনাদরে বা অনাদর ভেবে-নিয়ে কত যাতনাগ্রস্ত হয়, আবার স্বামীর সেবাও করে। এ কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতে বুঝিতে হইবে স্বামীর বেঁচে থাকাটা তার interest (স্বার্থ), স্বামী the personএ (ব্যক্তিতে) তার কোনো attachment (আসক্তি) নাই—কিংবা কমই আছে।

প্রশ্ন। অথচ সে ভাবে সে স্বামীকে খুব ভালবাসে—sincerely-ই (প্রকৃতই) ভালবাসে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ, তার (স্ত্রীর) existence (অস্তিত্ব) তার interest (স্বার্থ), আর তার স্বার্থকে সে sincerely-ই (ঠিক-ঠিকই) ভালবাসে হয়ত।

প্রশ্ন। এ-হেন দাম্পত্য জীবন হ'তে বাঁচবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অতিরিক্ত contactএ (সন্নিধানে—কাছাকাছি) না থাকা, মিষ্ট ব্যবহার ক'রে যাওয়া, বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করা ও আদর্শে (ideal এ) engaged হ'য়ে (যুক্ত হ'য়ে) থাকা।

এক-কথায়, ignore ক'রে (উপেক্ষা করে') চলা—materially painful না হ'য়ে অর্থাৎ সাংসারিক সাধারণ বিষয়ে কষ্ট না-দিয়ে।

প্রশ্ন। Ignore করা মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে কর্ণপাত না করা, যতদূর সম্ভব কু-ভাষা ব্যবহার না করা।

প্রশ্ন। উপদেশ দিলে বা বুঝাইলে ফল হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' কর্ত্তে গেলে প্রায়শঃ আরো বেড়েই যায়, উপদেশ দিয়ে নিজের প্রতি ভক্তি শেখানো যায় না—তা'তে repulsion (বিদ্বেষ) আরও বেড়েই যায়। Ignore করা ছাড়া উপায় নাই !

প্রশ্ন। Ignore করলে হয়ত furious হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—, তখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চলুক—নজর ক'রো না, কিছুদিন পরে আপনি নিবিয়া যাইবে। যদি না-ও নেবে, তুমি স'রে যাও,—জ্বলুক্‌, কোনো-ক্রমে ইন্ধন জোগাইও না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পুরুষের স্ত্রী-সম্বন্ধে মনের ভাব (attitude) কিরূপ হইলে নারী-হইতে সে আহত না হইয়া পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের আদর্শে প্রাণপণ হওয়া উচিত। * যদি নারী তার অনুসরণ করে—উত্তম,—যদি না করে তবে পুরুষ-

* "Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্‌ চরিত্রের, তাঁর মহান্‌ জীবনের, তাঁর অনন্ত

হইতে সে নারী যাহাতে material বেদনা না পায় অর্থাৎ কার্য্যতঃ ব্যথিত না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা।—আর স্ত্রীর যে ব্যবহার পুরুষকে ব্যথিত ক'রে তোলে তাহা যতদূর সম্ভব ignore (উপেক্ষা) করা অথচ তার (স্ত্রীর) necessityগুলি (প্রয়োজনগুলি) যতদূরসম্ভব supply ক'রে (জুগিয়ে) চলাই সমীচীন। এরূপ ভাবে চলিলে হয়ত কখনও সার্থকতার পথেও চলিতে পারা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। স্ত্রীপুরুষের মিলন কি একটা physical enjoyment—দৈহিক উপভোগ,—একটা সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তিমাত্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর সম্বর্দ্ধনায় পুরুষ এমনতর ভাবে elevated (উন্নত) এবং তার দিকে inclined (উন্মুখ) হয়, যা'তে নাকি পুরুষের এমনতর একটা প্রবৃত্তি জন্মে যেন সে তা'কে একদম আত্মসাৎ করিতে চায়,—এমনতর হয় তাহাদের দুইজনের existence (অস্তিত্ব) আলাদা এমন ভাবিতেও কষ্ট হয়; আর স্ত্রী তাহার গুণ-মুগ্ধ স্বামিদেবতাকে গ্রহণ করিতে এতই উন্মুখ হইয়া পড়ে—এতই বিনীত হয়, যেন সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিবেদন না করিতে পারিলে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই-রকম একটা সার্ব্বাঙ্গিক উভয়ের যুক্ত হইবার ঐকান্তিক ক্ষুধার ফলে যে মিলন ঘটে তাহাই সার্থক মিলন এবং ঐ মিলনই সুসন্তান প্রসব করে। Diseased

---

আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে কীটপতঙ্গপর্য্যন্ত দেবতা হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যাচ্চে, দেখেও দেখ্‌চ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যেঠামি, এ কি চেঙ্গড়ামি,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন।

—বিবেকানন্দ।

sexuality অর্থাৎ কামরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কখনই এমনতর আনন্দ উপভোগ করেনা বা করিতে পারে না। *

* "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion—with the embittering consciousness that escape is practically impossible. In these circumstances happier relations with others are sought. * * * Such relations have some almost inevitable draw-backs, they are liable to emphasise sex unduly—to be exciting and disturbing and it is hardly possible that they should bring any real satisfaction of the instinct."

—Russel on the 'Principle of Growth.'

যাহার সঙ্গ মনের পক্ষে অপ্রীতিকর এবং বৃত্তির অপ্রমোদকারী তাহার সঙ্গে বাস করিতে বাধ্য হইলে নানা প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে থাকে—এইরূপ অবস্থায় যাহার সহবাস এর চেয়ে বেশি সুখের বলিয়া বিবেচিত হয় তাহারই দিকে মন ধায়; আরও অনেক দোষ ঘটে, কামপ্রবৃত্তিরই বেগ অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া—অত্যন্ত উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের কারণ ঘটে, ইহাতে মনোবৃত্তির প্রকৃত তৃপ্তি আসিতে পারেনা।

How intoxicating indeed, how penetrating—like a most precious wine—is that love which is the sexual transformed . . . into the emotional and spiritual! And what a loss . . . is its unbridled waste along physical channels! So nothing is so much to be dreaded between lovers as the vulgarisation of love—and that is the rock upon which marriage so often splits.

—Edward Carpenter.

অর্থাৎ নরনারীর পরস্পর যৌন আসক্তি পবিত্র প্রেমে পর্য্যবসিত হইলে কত গভীর উত্তেজনা ও প্রেরণা নিয়ে আসে, আর অসংযত দৈহিক উপভোগমাত্রে এই আসক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিলে জীবনের পক্ষে কতটা লোকসান ও পরিতাপের কথা। ভালবাসার এই শোচনীয় পরিণামই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—ইহাতেই প্রায়শঃ ভালবাসার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

১৯শে এপ্রিল ১৯৩৪।

প্রশ্ন। Unmarried lifeই (অবিবাহিত জীবনই) ভাল, না married life ই (বিবাহিত জীবনই) শ্রেয়ঃ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যার পক্ষে যেমন। প্রত্যেক individual এর (ব্যক্তিবিশেষের) temperament ও ideal (প্রকৃতি ও আদর্শ) অনুযায়ী।

প্রশ্ন। Statisticsএ (লোকতথ্যগননায়) দেখা যায় অবিবাহিতরাই নাকি কম energetic (পরিশ্রমী), সেটা কি fact (সত্য)?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামচিন্তাপরায়ণ হ'য়ে unmarried থাকা (বিয়ে না ক'রে থাকা) দোষের,—কিন্তু আদর্শে সন্ন্যাস হ'য়ে কেহ যদি unmarried (অবিবাহিত) থাকে সে অন্য কথা,—তাহাতে জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্ক সতেজ ও উর্ব্বর হয়,—জীবন সার্থক হয়।

প্রশ্ন। মনে হয়—অবিবাহিত থাক্‌লে জীবনের অনেক experienceই (অভিজ্ঞতাই) বাদ যায়,—ফলে, মানুষ less experienced (অল্পদর্শী)—less wise (অল্পজ্ঞ) হয়না-কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামমুখী অথচ অবিবাহিত থাক্‌লে less experienced (অল্পদর্শী), unwise (মূঢ়), debilitated (নিস্তেজ) ও মেহরোগগ্রস্ত হয়। *

* The medical man produces an imposing list of diseases more or less caused by abstinence both in men and in women. * * * There is no disease . . . which is caused by the normal

প্রশ্ন। আবার অবিবাহিত থাক্‌লে মন একমুখী হ'বার ত বেশি সুবিধা হইতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবিবাহিত থাকলেই যে একমুখী হয়, আর বিবাহিত হ'লেই তা' হ'তে পারেনা বা হওয়ার কোনো বাধা হয়—তার কোনো বিশেষত্ব নাই। একমুখী হ'য়ে কর্ম্মপটু হওয়াই জীবনকে সার্থক কর্‌বার প্রধান এবং প্রশস্ত উপায়। *

প্রশ্ন। একমুখী মনই ত শক্তির উৎস—অখণ্ড একাগ্র মন নিয়েই ত মানুষ চল্‌তে চায়! বিয়ে কর্লেই মন bifurcated (দ্বিধা বিভক্ত) হ'বার সম্ভাবনা থাকে না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীলোকে inclined হ'য়ে (আসক্ত হ'য়ে) বিয়ে ক'র্লে অথচ আদর্শও আছে তবে মন bifurcated (দ্বিধা বিভক্ত) হ'বার সম্ভব,—নতুবা বিয়ে কর্লে স্ত্রী আরও উদ্দাম ও আদর্শকে

---

and mutually happy relation—a relation which has positive heal-ing and vitalising power. 'Married Love.'—Mary Stopes.

চিকিৎসকদের মতে অবিবাহিত থাকার ফলে বহু রকমের ব্যাধির সৃষ্টি হয়—পুরুষ ও নারী দুই-এর ই। কিন্তু স্বাভাবিক ও পরস্পরের সুখজনক মিলনের ফলে কোনো ব্যারাম ত হয়ই না, বরং নীরোগ হয় ও জীবনীশক্তি উদ্দীপ্ত হয়।

তাই, সুশ্রুতও বলেন—

বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম্ ॥

* To attain to a genuine individuality requires an energetic concentration of life; an overcoming of the spirit of indifference; a unifying of the multiplicity of experience.

P. 73. "Life's Ideal & Life's Basis"—Eucken.

প্রকৃত ব্যক্তিত্ব লাভ কর্ত্তে হ'লে চাই—জীবনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, মনের না-লাগোয়া ভাবকে বশীভূত করা ও বহু অভিজ্ঞতাকে ঐক্যে পর্য্যবসিত করা।

establish (প্রতিষ্ঠা) করার দিকে উত্তেজিত ক'রে তোলে—যদি সে স্ত্রী due to admiration অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে স্বেচ্ছায়—তা'কে বরণ করে এবং তাহার মনোবৃত্তির অনুসারিণী হয়।

যে পুরুষের রূপ, গুণ, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথা, কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা-কিছু তাহার manifestation (বিকাশ) বা excretion (নিস্রাব) তার সবটাই নারীর পুষ্টি ও তুষ্টির কারণ, সেই নারী যদি স্বেচ্ছায় সেই পুরুষকে বরণ করে—তবে সে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হ'বার যোগ্য।

প্রশ্ন। কিন্তু, মেয়েদের বিয়ে না হ'লে ত মহাদোষ,—শাস্ত্রেও ত তাই বলে!—মেয়ে বিয়ে কর্‌বেনা শুন্‌লে অনেকেই ত একেবারে আঁৎকে উঠেন! বিয়ে না ক'রে থাকা কি মেয়েদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' নয়ক।—যদি কোনো মেয়ে আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত হয় বা থাকে যা'তে সেই আদর্শ-ছাড়া আর-কিছু তার উপরে কোনো-প্রকারে আধিপত্য কর্‌তে পারে না, তবে এমন মেয়ে অবিবাহিত থাক্‌লে তার জীবনের অন্য প্রকার ক্ষতি না-ও হ'তে পারে।

প্রশ্ন। আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত যদি না হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' যদি না হয়,—মেয়েদের বিয়ে করাই উচিত; কারণ, তাদের চরিত্র স্বভাবতঃ সহজে নম্য—easily (সহজে) অন্য প্রকার element (ভাব) দ্বারা influenced (অভিভূত) হ'তে পারে। *

* "It (physical organisation of women) is more rapidly matured and yet more viable (more likely to live and to live

প্রশ্ন। Modern scienceএ (আধুনিক বিজ্ঞানে) বলে শুন্‌তে পাই—যে আজীবন কুমারী থাক্‌লে মেয়েদের শরীরে একপ্রকার poisonous secretion (বিষাক্ত নিস্রাব) হয় যা'-থেকে নাকি insanity (উন্মত্ততা) পর্য্যন্ত আনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হ'তে পারে। অবিবাহিতা অথচ কামচিন্তা-পরায়ণা।—তা'-হ'লেই কাম প্রতিহত হ'য়ে internal physical (শরীরের অভ্যন্তরে) ঐ-রকম change (পরিবর্ত্তন) ঘটাইতে পারে। * অনেক জায়গায় দেখা যায়—কোনো সংসারে বালবিধবার আধিক্য হ'লেই সে বংশে পুরুষ লোপ পায়। তার মানেই বোধ হয় তা'রা infected (আক্রান্ত) হয় ঐ বিষের দ্বারা।

প্রশ্ন। অবিবাহিতা নারী ত মাতৃত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না—যা' নাকি আপনি বলেন নারীর চরম সার্থকতা!

---

longer); it is more delicate, in all senses of the word, more sympathetic, more elastic, more liable to shock and to change". —Frederic Harrison.

নারীর শারীরিক গঠনই এমন যে উহা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পরিণতি লাভ করে অথচ নারীদেহ তা' সত্ত্বেও পুরুষের বেশি টেক-সই। ইহা সর্ব্বতোভাবে বেশি কোমল, বেশি সহানুভূতিপ্রবণ, বেশি স্থিতিস্থাপক—আঘাতে অনুভূতি প্রবণ ও পরিবর্ত্তনশীল —ফ্রেডারিক হেরিসন

* *Cf.* Everybody who has taken the trouble to study morbid psychology knows that prolonged virginity is, as a rule, extraordinarily harmful, so harmful that in a sane society it would be severely discouraged. 'What I Believe'—Russel.

অর্থাৎ, যিনিই ব্যাধিযুক্ত মনের বিজ্ঞান যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই জানেন—দীর্ঘকাল কুমারী থাকা নারীর পক্ষে সাধারণতঃ অতীব অনিষ্টজনক—এত ক্ষতিকর যে যে-কোনো সুধীসমাজে ইহার কঠোর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

—রাসেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর ভিতর স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব দুই-ই আছে। প্রথমে নারীর স্ত্রীত্বের অভিব্যক্তি পুরুষের কাছে। পরে সেই স্ত্রীত্ব সার্থক হ'তে চায় মাতৃত্বে। তাই, নারীর মা হ'বার এত tendency (ঝোঁক)। * বিয়ে কর্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে নারীর latent (অন্তর্নিহিত) মাতৃত্ব potent (সক্রিয়) হ'তে আরম্ভ করে। তা-হ'লে যাহা তার স্বভাবেই আছে তার কোনো-একটাকে সে চিন্তাদ্বারাই ভাবতঃ অনেকাংশে—চলার মত করে'—active (জাগ্রত) ক'রে তুল্‌তে পারে, আর তাই নিয়েই তার চলা সম্ভব। দেখ্‌বেন—একটা ছোট মেয়েকেও "মা" বল্লে যত খুসী হয় ও soft (কোমল) হয়, পুরুষকে বাবা বল্‌লে তার অল্পাংশও হয় না। এ'তেই বোঝা যায় motherhood (মাতৃত্ব) তার ভেতরে কত সহজ। †

* "The life of every man and woman now alive, or that ever lived, has depended on the mother's love or that of some woman who played a mother's part. It is a fact so transcendent, that we are wont to call it an animal instinct. It is, however, the central and most perfect form of human feeling. It is possessed by all women; it is the dominant instinct of all women; it possesses women, whether mothers or not, from the cradle to the grave".—Frederic Harrison.

মাতার প্রেম প্রত্যেক নর ও নারীর জীবনের মূল উৎস। মানুষের জীবনে মাতৃপ্রেমই মৌলিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। সমস্ত নারীতেই এই মাতৃত্ব আছে—ইহাই নারীর সর্ব্বপ্রধান সহজাত সংস্কার, মানুষকে যেমন ভূতে পায়—প্রত্যেক নারী এই মাতৃত্ব-ভূতগ্রস্ত, সে মা হোক্ আর নাই হোক্—জীবনের প্রথম হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত ইহা নারীতে সমানভাবে বিরাজ করে ও নারীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

† *Cf.* Nature has so constituted woman that her creative power and yearning centre primarily round the forming of a child; and so long as woman is woman it must remain so.

—'Sex & Society'—Havelock Ellis.

প্রশ্ন। শাস্ত্রে বলে—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি,' তার মানে কি? মেয়েরা কি স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে না? সারাজীবন কারও-না-কারও অধীন থাকৃতেই হবে,—এ কি সত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেশির ভাগই সত্য।—কারণ, স্ত্রী-চরিত্র সহজেই নম্য,—তা'রা কোনো-কিছুর দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয় বেশি ও সহজে। কিন্তু পুরুষ অতটা নয়। *

তাই, যে অতটা flexible (নম্য), সে যদি কোনো আশ্রয় অবলম্বন না করে, তার আবহাওয়া তা'কে এত পরাধীন ক'রে তোলে যে তার existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখাই তার পক্ষে almost impracticable (কার্য্যতঃ প্রায় অসম্ভব) হ'য়ে উঠে। তাই, তাহারা কোনো-কাহাকে আশ্রয় না-ক'রে স্বাধীন হ'তে পারে না।

প্রশ্ন। মেয়েদের যে characteristic flexibilityর (প্রকৃতিগত নমনীয়তার) কথা বল্‌ছেন—physiologically (দৈহিক গঠনে) কি নারীরা পুরুষের চেয়ে deficient (খাটো)? আজকাল ত আমাদের মেয়েরা সব sphereএ-ই (সমস্ত বিভাগেই) পুরুষের প্রায় সমান হ'য়ে উঠ্‌তে চা'চ্ছে,—আবার অনেক পুরুষও ত নারীস্বভাব দেখা যায়!

প্রকৃতি নারীকে এমনই করিয়া গঠন করিয়াছে যে তার সমস্ত সৃষ্টিকারিণী শক্তি এবং প্রাণের একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তানগঠনেই কেন্দ্রীভূত; যতদিন নারী নারী, ততদিন ইহা এইরূপই থাকিবে।

—হ্যাভলক্ এলিস্

* *Cf.* 'Girls are more sympathetic than boys, moreover the girls are more easily prejudiced.'—G. S. Hall.

অর্থাৎ, বালিকারা বালকদের চেয়ে বেশি সহানুভূতিপ্রবণ, তাহারা একটু বেশি সহজে অন্যভাবে অভিভূত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'রা পুরুষের চেয়ে efficientও (সক্ষমও) নয় deficientও (অক্ষমও) নয়। পুরুষ পুরুষ—নারী নারী। এদের ভিতর কোনো-রকম comparison (তুলনা) চলে না। নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীই প্রধান,—পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষই প্রধান। *

---

*"Seeing either sex alone
Is half itself, and in true marriage lies
Nor equal, nor unequal: each fulfils
Defect in each, and always thought in thought
Purpose in purpose, will in will, they grow."—Tennyson.

"We are foolish and without excuse foolish, in speaking of the superiority of one sex to the other, as if they could be compared in similar things. Each has what the other has not: each completes the other, and is completed by the other, they are in nothing alike.

* * * The man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention; his energy for adventure, for war, for conquest. But woman's power is for rule—for sweet ordering, arrangement and decision. She sees the qualities of things, their claims and their places. Her great function is *Praise*. She enters into no contest but infallibly adjudges the crown of contest."—Ruskin.

* মহাকবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন

নর বা নারী একা অর্দ্ধেক মানুষ—আর সত্যিকার বিবাহে নর ও নারী সমানও নয় অসমানও নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভাব পূরণ করে আর সব সময়েই তা'রা পরস্পরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও চিন্তা মিলাইয়া বর্দ্ধিত হয়। মহামতি রাস্কিনও ব'লেছেন—

আমরা নিঃশংয়িতভাবে নির্ব্বোধের মত বলিয়া থাকি পুরুষ কিংবা নারী একে অপরের চেয়ে বড়—যেন তাদের ভিতর তুলনা করা যায়।

একের যাহা আছে, অন্যের তাহা নাই। একে অন্যকে পূরণ করে আর অন্যের দ্বারা পূরিত হয়। কোন বিষয়েই তা'রা একজাতীয় নয়।

নারী যখন পুরুষ হ'তে চায় তখনই সে অস্বাভাবিকতাকে বরণ করে, আর পুরুষ যখন নারীর qualificationএ (গুণে) মুগ্ধ হ'য়ে তাহা তাহার চরিত্রগত কর্ত্তে চায় তখন তার দশাও হয় তাই। নারীর acquirement (গুণ) নারীর মতন—যা' নাকি নিজেকে পুষ্ট করে' পুরুষকে বর্দ্ধিত কর্ত্তে চায়,—পুরুষের acquirement (গুণ) পুরুষের মতন যে নাকি বর্দ্ধিত হ'য়ে তার environmentকে (পারিপার্শ্বিককে) fulfil (পূরণ) করতে চায়,—আর এই environmentএ (পারিপার্শ্বিকের ভিতর) নারীও আছে কিন্তু।

প্রশ্ন। কিন্তু পরাধীন জীবনে সুখের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। লতার বহুগুণ থাকিতে পারে, কিন্তু যেমন কোনো শক্ত গাছকে আশ্রয় না-করে' নিজেকে বজায় রাখতে পারে না, এবং তাই আশ্রয়ই তার কাম্য হয়—এবং তার বৃদ্ধি বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে—বৃক্ষের ভাবে অথচ নিজের মত করে'—হয় এবং ইহাই তার স্বাধীনতা, স্ত্রী-চরিত্রও তেমনি।

প্রশ্ন। কিন্তু এমন স্বাধীনতা কি পরমুখাপেক্ষিতারই নামান্তর নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহার আশ্রয়ে সে বর্দ্ধিত হয়—সে আশ্রয়কে সে যদি পর জ্ঞান করে, তবে সে ত' তার অবলম্বনই হ'তে পারে না।

পুরুষ সক্রিয়, বৃদ্ধিশীল, ও রক্ষণশীল—সে প্রধানতঃ কর্ত্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কর্ত্তা, এবং রক্ষক। তার বুদ্ধি—গবেষণা ও উদ্ভাবনার জন্য, তার শক্তি—অসমসাহসিকতায়, যুদ্ধে এবং জয়ে।

কিন্তু নারীর শক্তি মধুর আদেশে, ব্যবস্থায় এবং নির্দ্ধারণে। সংবর্দ্ধনা-ই তাঁহার কার্য্য। কোন দ্বন্দ্বে সে যোগ দেয় না।

—রাস্‌কিন্

—সে আশ্রয়কে নিয়েই তার স্ব (self) হয়। এই রকম অধীনতা পরাধীনতা নরক। আর, পরজ্ঞান আছে অথচ নিজেকে বজায় রাখতে জানে না—এইরূপ অবস্থায় কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই পরমুখাপেক্ষিতা,—এটা তুরদৃষ্টই বটে।

প্রশ্ন। ছেলেমেয়ে যাহারা unmarried (অবিবাহিত) থাকিতে চায় তাদের other sexএর (পুরুষের ও নারীর পরস্পরের) সহিত কি সম্বন্ধ থাকা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতা মাতার সম্বন্ধই শ্রেষ্ঠ,—সেই ভাবে অনুপ্রাণিত থাকাই safe (নিরাপদ)। Close but honourable distance—ঘনিষ্ঠ অথচ সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে চলা উচিত।

প্রশ্ন। Close (ঘনিষ্ঠ) কি হিসাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Close in respect of relation; অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ—সম্বন্ধের দিক্ দিয়া, যেমন, father or mother (বাপ আর মা)।

প্রশ্ন। Honourable distance? (সম্মানযোগ্য ব্যবধান)?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Honourable distance in attitude—সম্মানযোগ্য ব্যবধান মনের ভাবের দিক দিয়া। দেবতার প্রতি মানুষের যেমন মনোভাব থাকে—যেমন distance (ব্যবধান) থাকে তেমনি। যেমন ধরুন্, শাস্ত্রে আছে—স্পর্শে বসা নিষেধ, দূরে থাকিয়া প্রণাম করা উচিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন। চির-কুমারী মেয়ে চিরকাল কা'র আশ্রয়ে থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি মেয়ে ঐ-রকম ভাবে আদর্শে সন্ন্যাস হ'য়ে কুমারী থাকে, তবে ত তার আশ্রয়ের কোনো প্রয়োজনই নাই—আদর্শে

একান্ত অনুরক্তিই তার আশ্রয়। তার নিজেকে সংযত করার—রক্ষা করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট থাকে এবং লোক-চক্ষু তাহাকে দেবীর মত দেখে পূজা করে—নত হয়,—তাহার চরিত্রে লোকপূজা পাওয়ার element (উপাদান) সহজভাবে বিদ্যমান।

প্রশ্ন। আর আদর্শে অতখানি সন্ন্যাস যদি না হয় অথচ কুমারী থাকতে চায় তা' হ'লে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপ-ভাই।

প্রশ্ন। কারও-কারও বিয়েই হয় না—তা'রা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'রাও ঐ-রকম বাপ-ভাই এর আশ্রয়েই থাকে।

প্রশ্ন। অবিবাহিত যুবক যুবতীর বা কুমার কুমারীর অবস্থিতি বা চলাফেরা কেমন হওয়া উচিত ? শাস্ত্রে ত বলে তাহাদের নৈকট্য বিধেয় নহে,—কোনো অবস্থাতেই কি বিধেয় নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না—বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার ব্যতীত—timely (সাময়িক ভাবে)—যে নৈকট্যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম তা'-ছাড়া। *

* ঘৃতকুম্ভসমা নারী জ্বলদ্‌বহ্নিরিব পুমান্‌।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র সমাবেশয়েৎ। —বিষ্ণুশর্ম্মা।

নারী ঘৃতকুম্ভের সমান এবং পুরুষ জ্বলন্ত বহ্নির মত, সুতরাং ঘৃত ও অগ্নি কখনো একত্র রাখা বিধেয় নহে।

Cf. Great daily intimacy between the two sexes especially in schools and colleges, tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect more than boys.—Page 307, 'Youth,'—G. S. Hall.

প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে যুবকযুবতী তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা ও তারুণ্যের—এবং এইরূপে—উভয়ের বৃদ্ধির পরিপন্থী হয়। এ বিষয়ে মেয়েদেরই অনিষ্ট বেশি হয়।

প্রশ্ন। কোনো-কোনো guardian (অভিভাবক) মেয়েকে যুবক মাষ্টার রেখে পড়ান,—অবাধ মেলা-মেশারও প্রশ্রয় দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' উচিত নয়। যদি কখনো প্রয়োজন হয়—আর, একটা আপদের মত প্রয়োজনটা আসে,—তখন অন্ততঃ পিতার দেড় গুণ বয়সী কোনো পুরুষ শিক্ষকের কাছে পড়ানো চলিতে পারে।

প্রশ্ন। ক্লাস-হিসাবে যদি পড়ানো হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে অন্য কথা। ক্লাস মানে একটা flock (দল) মতন এবং তাহাতে শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে স্পর্শ কিংবা গোপন অবস্থান, আলাপ বা অঙ্গ-শুশ্রূষা ইত্যাদি যেখানে হয় না এমনস্থলে চলিতে পারে।

প্রশ্ন। শাস্ত্রে পিতা ও যুবতী কন্যা, মাতা ও যুবক পুত্র, যৌবন-প্রাপ্ত ভাই বোন্ ইত্যাদি নিকটসম্পর্কস্থলেও বিশেষ সতর্কতা recommend (বিধান) ক'রেছেন। শাস্ত্রবিধি এতটা rigorous (কঠোর) হ'বার মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ যাহাদের weak mentality (দুর্ব্বল চিত্ত) থাকে, তাহারাও আপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে যে বিধি অবলম্বন করিলে—শাস্ত্র তাহাই বিধি-হিসাবে উপদেশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে পিতা বা পিতৃ-স্থানীয়েরা কিরূপ চক্ষে দেখিবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুত্রকন্যার কাছে পিতার ছোট হওয়ার আবদারটাই যেন সহজ এবং সাধারণ। সে হ'তে চায় ভাবতঃ তার পুত্র বা কন্যার সন্তান, সম্বোধনও করে অনেকেই বাবা মা ব'লেই এবং তাহাতে তৃপ্তিও পায়,—আর তাই ত ভাল !

প্রশ্ন। যুবক-যুবতী তাদের মনের কি লক্ষণে বুঝবে যে তাদের further (আর) মেলামেশা বিপদ্ জনক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই বুঝবে উভয়ের সঙ্গ উভয়ের মিষ্টি নেশার মত লাগিতেছে—ভালো লাগিতেছে—অজ্ঞাতসারে সময়-ক্ষেপণ হইতেছে, বিপদের সূত্রপাত সন্দেহ করিবে,—কালবিলম্ব না করিয়া সাবধান হওয়া অতিশয় কর্ত্তব্য, নতুবা ক্রমশঃ বিপদ্ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। সাবধান হওয়া মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একেবারে aloof (তফাৎ) হওয়া।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। অনেক-সময়ে বড় লোকের অযোগ্য ও অপোগণ্ড ছেলে জন্মায় অথচ অনেক নিকৃষ্ট লোকেরই হয়ত এক genius (মহাপ্রতিভাবান্) ছেলে জন্মাইতেও দেখা যায়। এরূপ কি-ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যত বড়ই হোক্—স্ত্রী যদি তাহাকে কুৎসিৎ ব্যবহার ভাব ভাষা দিয়া রঞ্জিত করে, তার সন্তান তেমনতরই হইবে। তাই, হয়ত মহাবীরের সন্তান এক মহাভীরু জন্মগ্রহণ করে, মহাজ্ঞানীর সন্তান একটা মূঢ় অপোগণ্ড জন্মায়।

তেমনি, নিকৃষ্ট পুরুষের স্ত্রী যদি এমনতর হয় যার সাহচর্য্যে সে soothed, nourished and enlightened হয় অর্থাৎ বিনোদিত, পুষ্ট ও উদ্ভাসিত হয়, তবে সে স্ত্রীর ভাগ্যে কুৎসিৎ পুরুষ হইতেও সুসন্তান লাভ ঘটিয়া থাকে। *

প্রশ্ন। তবে কি এই জন্যই সর্ব্বত্র শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই নারী সালঙ্কারা সুপরিচ্ছদ-পরিহিতা সুগন্ধানুলেপিতা থাকিবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের নারীর প্রতি, নারীর পুরুষের প্রতি inclination (আসক্তি) স্বাভাবিক। যেখানে মানুষের natural

---

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥

—মনু ৯।২৮।

অপত্য অর্থাৎ সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গ—এই সমস্ত দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপরে নির্ভর করে।

inclination (স্বাভাবিক ঝোঁক) থাকে, সেটা যদি soothing, encouraging and elevative হয় অর্থাৎ তৃপ্তিপ্রদ, উৎসাহপ্রদ এবং উন্নতিপ্রদ হয়,—তা' হ'লে যে inclined (আসক্ত) সে তা-হ'তে এমনতর প্রেরণা পায় যা'তে নাকি depression (অবসাদ) তা'কে আগ্‌লে ধরতে পারে না, আর active ও energetic হ'য়ে ওঠে—কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রবণতা উৎকর্ষে অনুধাবিত হয়; * তাই বোধহয় শাস্ত্রের অমনতর ব্যবস্থা। আর, এইরকম normal inclination (নৈসর্গিক টান) আছে ব'লেই পুরুষের স্বাভাবিক attitude (ভাব) হওয়া উচিত—তার আদর্শে heavily inclined (গভীরভাবে অনুরক্ত) হ'য়ে থাকা; আর, নারী যদি তার হাব ভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদির দ্বারা তা'কে আরও উদ্দীপিত ক'রে তোলে—তা' হ'লে তার

* সংঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃ স প্রীতিজননেঽধিকঃ।
স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
—চরকসংহিতা

অর্থাৎ, স্ত্রী-ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুতে সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ একাধারে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু স্ত্রীশরীরে যে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিদ্যমান থাকে তাহা অধিকতর প্রীতিজনক। স্ত্রীতেই প্রীতি, বিশেষতঃ অপত্য প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম অর্থ শ্রী ও লোকসমূহ স্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে, মলিনা স্ত্রী চিত্তের অপ্রমোদকারিণী, তাহার সঙ্গ ও সহবাস পরিত্যাজ্য।

যথা,

রজস্বলা মকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা
.... নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ।
—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ ২৪ অধ্যায়

হয়ত ঐ inclination (অনুরক্তি) more active হ'তে পারে (অধিকতর কর্ম্মপ্রবণ হ'তে পারে),—এমন-কি, তার beingকেও অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সত্তাকেও হয়ত অমনতরভাবে inclined (উন্মুখ) ক'রে দিতে পারে।

প্রশ্ন। সুপ্রজননের দায়িত্ব কার?—পুরুষের না নারীর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর। * নারী তার সাহচর্য্যে পুরুষকে যেমনতরভাবে enlightened বা উদ্বর্দ্ধন করে পুরুষের সেই মনই স্ত্রীতে গমন করে এবং সন্তানরূপে মূর্ত্ত হয়,—তাই স্ত্রীকে জায়া বলে।

প্রশ্ন। অনেক সময়ে দেখা যায় বড় বড় genius (প্রতিভাবান্ লোক) দের সন্তান হয়না বা কুসন্তান হয়,—ইহার কারণ কি? বংশহানি কি-কি কারণে ঘটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বড়লোক কখনো-কখনো এমন over-enlightened হয়—এত অত্যুদ্ভাসিত হয়,—এত above (উচ্চ) হয় যে স্ত্রী তা'কে reach করতে পারে না—তার নাগাল পায় না বা হাবভাব দ্বারা তা'কে রঞ্জিত করতে পারে না। এমন স্থলে প্রায়ই অল্প সন্তান বা নিঃসন্তান হয়। †

* *Cf.* 'The mother is the child's supreme parent'.

'Sex and Society'—Ellis.

মাতাই শিশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনয়িত্রী।

"It depends more on the woman than on the man whether or not a child will be born unto the world."

'What is Eugenics'—L. Darwin.

অর্থাৎ, ছেলে জন্মাইবে কি না তাহা পুরুষের চেয়ে নারীর উপরেই বেশি নির্ভর করে— —এল্, ডারুইন।

† "The offspring of extraordinary parents tends to regress towards the general population mean."—Prof. Karl Pearson.

আবার, স্ত্রীর এমনতর subnormal পুরুষও হইতে পারে যে impulse তা'কে তুলিতে পারে না। Normal deficiency (নৈসর্গিক পঙ্গুতা) যা নাকি তার স্ত্রীর পক্ষে unhandle-able—যেমন ক্লীবত্ব,—সেখানেও সন্তান হয় না।

অবশ্য, স্ত্রীর দোষেও বংশহানি ঘটিতে পারে; যেমন ধরুন, স্ত্রী যদি তার স্বামীর প্রতি ক্রমাগত কদর্য্য ব্যবহারদ্বারা স্বামীর মনে এমন অভিঘাত জন্মায় যার দরুণ সে সহজ পুরুষ থাকা-সত্ত্বেও ক্লীবত্বের অধিকারী হয়। * এ ছাড়া physical deformityও (শারীরিক পঙ্গুতাও) কারণ।

প্রশ্ন। ব্যবহারের দ্বারা ক্লীবত্ব হবে কেমন-ক'রে? ক্লীবত্ব না একটা physical disease (শারীরিক ব্যাধি)?

অর্থাৎ, অসাধারণ জনকজননীর সন্ততিসংখ্যা লোক-পিছু সাধারণ গড়ের দিকে নামিয়া আসিতে চায়, —প্রোফেসার কার্ল পিয়ারসন।

"Those who are . . . intelligent or enlightened actually fail to produce their own numbers; that is, they do not on the average have as many as two children each who survive infancy."

—Russel.

যাহারা ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত তাহারা গড়ে দুইটির বেশি সন্তান উৎপাদন করে না। করিলেও শিশুকাল অতিক্রম করিতে না করিতেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

* যদি বৈ ন স্ত্রী রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনো ন প্রবর্দ্ধতে॥

—মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৬ অধ্যায়।

স্ত্রী যদি পুরুষের মনোরঞ্জিনী না হয় এবং পুরুষের চিত্তের প্রমোদকারিণী অর্থাৎ প্রহর্ষিণী না হয়, তাহা হইলে পুরুষের অপ্রমোদ হইতে প্রজনন বা সন্ততি হীনতা ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে স্ত্রী স্বামীর দোষদর্শিনী, যার কাছে স্বামী বিদ্বেষভাজন, স্বামীকে ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে, হীন ভাবে, নানা অনুযোগ করে, নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া অনুতাপ ও আপশোষ করে ;— এমনতর স্ত্রী লইয়া যে পুরুষ বাস করিতে বাধ্য হয়, তার Nervous Debility (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য), Dyspepsia (অজীর্ণ), dull memory (স্মৃতিহীনতা), dull eye-sight (দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা), dull hearing (শ্রবণশক্তিরাহিত্য), complete কিংবা partial (সম্পূর্ণ বা আংশিক) Impotency বা রতিশক্তিহীনতা প্রায়শঃই অল্পবিস্তর হইতে দেখাই যায়। তাই, শাস্ত্রে অমনতর স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করা আছে * এবং এই মিলনে অল্পায়ু, দুর্ভাগ্য, জড়মস্তিষ্ক, peevish (খিট্‌খিটে), egoistic (অহং বিকারগ্রস্ত) ইত্যাদি-রকমের সন্তানের সৃষ্টি হয়।—তাই, এই মিলনকে সামাজিক পাপও বলা যাইতে পারে।

'তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসো র্মনসি ক্ষতে।
দ্বেষ্যা স্ত্রী সম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্।'

সুশ্রুত—ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতম্, ২৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ, রমণেচ্ছু ব্যক্তির অন্তরে অভিঘাতজনিত ক্ষত জন্মিলে এবং রমণকালে অপ্রিয় ভাব উদিত হইলে এবং দ্বেষ্যা অর্থাৎ দ্বেষপরায়ণা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিলে ক্লীবতা জন্মিয়া থাকে। ইহাকে মানসিক ক্লীবতা কহিয়া থাকে। —সুশ্রুত। ১০৬৬ পৃষ্ঠা।

* রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা।
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্।
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দেষ্যাং যোনিদোষসমন্বিতাম্।
..................নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ।

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ খণ্ড, ২৪ অধ্যায়, ১০৬৬ পৃষ্ঠা।

যে স্ত্রীলোক রজস্বলা (ঋতুমতী), অকামা (মৈথুনে ইচ্ছুক নহে) মলিনা (অপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে—নোংরা থাকিতে ইচ্ছুক), অপ্রিয়

প্রশ্ন। অনেক-সময়ে কাহারও-কাহারও line short হ'তে—দুই তিন পুরুষ পরেই নিভে যেতে—দেখা যায়। তা'র কারণ কি ?

(মনোমত নহে), বর্ণবৃদ্ধা (অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয়া), বয়োবৃদ্ধা (বয়সে বড়), রোগাক্রান্তা, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা (দ্বেষকারিণী), ইত্যাদি রকমের স্ত্রীর সহিত কদাচ সহবাস করিবে না।

তাই, পরাশর স্মৃতিতেও আছে,

'একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী' ইত্যাদি অর্থাৎ সদ্য অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী অগম্যা।

রজস্বলা, দ্বেষ্যা, অকামা, অপ্রিয়া ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত অগম্যা স্ত্রীর সহবাস করিলে কি হয় ?

'দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ।'
............গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ।
হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যামকামাং বন্ধ্যামসংবৃতে।
দেশে অশুদ্ধে চ শুক্রস্য মনসশ্চ ক্ষয়ো ভবেৎ॥ ইত্যাদি

সুশ্রুত—২৪ অধ্যায় ৫১। ১০৫৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি, তেজ ও আয়ু হ্রাস হয়, ধর্ম্ম (বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া) অবসন্ন হয়, জীবন ক্ষয় হয়; হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষ্যা (যার নিকট স্বামী বিদ্বেষভাজন), অকামা (যে স্ত্রী কামরহিত—এমতাবস্থায় পুরুষ স্বপ্রণোদিত হইয়া স্ত্রীগমন করিলে), ও বন্ধ্যা স্ত্রীতে উপগত হইলে......চিত্তক্ষয় (স্মৃতি, বুদ্ধি, ধীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট হয়) ও শুক্রক্ষয় (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্লীবত্বাদি পীড়া) জন্মে।

তাই, দক্ষসংহিতায় পুনঃ পুনঃ বলা আছে।

'প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ।'

যাহার স্ত্রী প্রতিকূল—বিপরীতগামিনী তাহার নরক,—ইহাতে সংশয় নাই। আবার বল্‌ছেন—

দুঃখা হন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ॥
যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং চাপকর্ষতি॥

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপ যদি poorly inherited and received হয়—অর্থাৎ পিতার গুণগুলি যদি ছেলেতে ভালো করে' না বর্ত্তে এবং

জলৌকা রক্ত মাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তম্ মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্ ॥

দক্ষসংহিতা ৪ ॥ ৮, ৯, ১০

পুরুষের প্রতিকূলচারিণী—খেদযুক্তা স্ত্রী দুঃখেরই কারণ। পরস্পরের চিত্তের অনৈক্য চলিতেই থাকে। ইহারা জলৌকা বা জোঁকের তুল্য। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতিদ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও পুরুষগণের অপকর্ষসাধন করে। ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্তই শোষণ করে। কিন্তু ইহারা পুরুষের রক্ত, বিত্ত, মাংস, বীর্য্য, বল, সুখ সর্ব্বস্ব শোষণ করে।

—দক্ষসংহিতা।

পরন্তু, গম্যা বৃষ্যতমা (বাজীকরণ ক্ষেত্রে) স্ত্রীর লক্ষণসম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন :—

সুরূপা যৌবনস্থা যা লক্ষণৈ র্যা বিভূষিতা।
যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা ॥
বয়োরূপবচোহাবৈ র্যা যস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্ বা কর্ম্মণোঽপি বা ॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোরমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ ॥
গত্বা গত্বাপি বহুশো যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি।
সা স্ত্রী বৃষ্যতমা তস্যা নানা ভাবা হি মানবাঃ ॥

চরক সংহিতা—চিকিৎসা স্থানম্, ২ অধ্যায়।

অর্থাৎ, যে স্ত্রী সুরূপা, সুযৌবনা, সুলক্ষণা, বশ্যা ও শিক্ষিতা, যে পরমা স্ত্রী কর্ম্ম বা দৈবগুণে বয়স, রূপ, বাক্য, হাবভাব ইত্যাদি দ্বারা পুরুষের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, যে স্ত্রী হৃদয়ের উৎসবস্বরূপা, যে স্ত্রী পুরুষের মনের মত বলিয়া মনোরমা, যে স্ত্রীর সত্ত্ব পুরুষের সত্ত্বের তুল্যরূপ (equal and opposite), যে স্ত্রী পুরুষের বশীভূতা, যে স্ত্রী পুরুষের প্রিয়জন হইতে প্রীত হয়।……এবং যাহার কাছে পুরুষ অনেকবার গমন করিয়াও তৃপ্তি বোধ করে না—সেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান বাজীকরণ ক্ষেত্র।

গৃহীত না হয়, তা হ'লে line short হওয়া (বংশ তুই তিন পুরুষ বা কিছু দূর গিয়েই নিভে যাওয়া) সম্ভব। তার মানেই—স্ত্রী যদি মনোবৃত্তির অনুসারিণী না হয়। এমন স্থলে প্রায়ই বহু অথচ অল্পায়ু সন্তান বেশি জন্মে।

প্রশ্ন। কখনো হাত-কাটা, পা-ভাঙ্গা, তুই-মাথা প্রভৃতি monsters (বিকটাকার বিকৃত সন্তান) জন্মায়,—এর জন্য দায়ী কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতেও নারী প্রধানতঃ দায়ী। কারণ, দেখা গিয়াছে—ঐরূপ পিতার ঔরসেও স্বাস্থ্যবান্ দীর্ঘায়ু এবং পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে।

অবশ্য পুরুষেরও incurable (তুঃসাধ্য, তুশ্চিকিৎস্য) unenlightenable psycho-physical defect থাক্‌তে পারে *—যার জন্য স্ত্রী তা'কে অমনতরভাবে যথাযোগ্য শুশ্রূষাদি দ্বারাও সুসন্তান লাভে সমর্থ হয় না। এ-রকম পুরুষকে ঋষিরা বিবাহব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন—ইহাকেই প্রকৃত পক্ষে 'নষ্ট পুরুষ' বলে।

প্রশ্ন। কোন জাতিতে উন্মাদ, অৰ্দ্ধ উন্মাদ ও idiot (মূঢ় বা জড়মস্তিষ্কের) সংখ্যা যখন বেড়ে যায় এবং নারী-দর্শনেই কামোন্মত্ত ভাবের বাড়াবাড়ি দেখা যায়,—এই জাতিগত তুর্ব্বলতার কারণ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ—বিবাহ-বিপ্লব,—স্ত্রী পুরুষের ভিতর বিধি-অনুসারিণী মিলনের অস্বাভাবিকতা। †

প্রশ্ন। সু বা কু সন্তান প্রজননের condition (সৰ্ত্ত) কি ?

* আমেরিকায় ঐ জাতীয় physiological defect (দেহগত দোষ) থাকৃলে আইনতঃ বিবাহে অনধিকারী।

† অর্থাৎ বিধির দোহাই দিয়া অস্বাভাবিক মিলন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুসন্তান লাভ করিতে হইলেই নারীর তার স্বামীর মনোবৃত্তির উৎকর্ষিণী হওয়া চাই। বৃত্তির অভিঘাতিনী যদি হয় তবে সে যে-যে বৃত্তির অভিঘাতিনী হয় সেই-সেই বৃত্তির অপরিপুষ্ট বৃত্তিযুক্ত সন্তানই হইতে দেখা যায়। এমনও দেখা গিয়াছে যে সন্তান by birth (জন্ম হইতেই) ক্লীব বা idiot (মূঢ়)। Pennis (শিশ্ন) ঠিক আছে—আবার বাহ্যিক স্বাস্থ্যও ঠিক আছে কিন্তু কিছুতেই sexual excitement (কামের উত্তেজনা) হয়না বা খুবই কম হয়,—কিংবা dull brain (মস্তিষ্ক নিস্তেজ)। ইহা thrashing denial এর কুফল।

প্রশ্ন। 'বৃত্তি' কি? বৃত্তির অভিঘাতই বা কি-করে' হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাহিরের impulse (সাড়া) যখন existenceকে (অস্তিত্বকে,—সত্তাকে) আঘাত করে, তার ফলে বাহিরের প্রতি existenceএর (সত্তার) যে reaction বা প্রতিক্রিয়া—তা'কে wishes (ইচ্ছা) কহে।—আর, এই বাহিরের প্রতি আমার যে wishes (ইচ্ছা) থাকে—তা' যদি কোনো-প্রকারে denied, thrashed বা repelled হয় (প্রত্যাখ্যাত, অভিহত বা ব্যাহত হয়) তখনই সেই ইচ্ছা বা বৃত্তি অভিঘাতিত হয়।

প্রশ্ন। Thrashing denial মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এমন bitterly reject করা (নিষ্ঠুরভাবে অগ্রাহ্য করা) যা'তে নাকি কোনো মতেই compromise (আপোষ) করিয়া উঠিতে পারা যায় না, মন choked and depressed হইয়া যায় অর্থাৎ নিরুদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া যায়।

প্রশ্ন। অভিহত বৃত্তিজনিত অপরিপুষ্ট বৃত্তিযুক্ত সন্তান হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক complexএর (গ্রন্থির) সঙ্গে full I

(পূর্ণ আমি) থাকে। কোন গ্রন্থি বা বৃত্তি অভিহত হইলেই তাহা paralysed (অবসন্ন) হয়, তাহাতে full I (পূর্ণ আমি) সেই অভিহত বৃত্তির বা গ্রন্থির reflectionএ (পরাবর্ত্তনে) dull (মূঢ়) হইয়া যায়। অর্থাৎ, নারী যেমনতর ভাবদ্বারা পুরুষকে উদ্দীপিত করে সেই ভাবই অনুপ্রাণিত হইয়া নারীতে জন্মগ্রহণ করে ; তা' হ'লেই সেই উদ্দীপনা যেমনতর ভাবে হইবে—সন্তানের জীবন ও চরিত্র temperamentally অর্থাৎ ধাতুগত ভাবে বা প্রকৃতিগতভাবে তাহাই হইবে। তবেই দেখুন, নারী পুরুষের বৃত্তিগুলি যেমনভাবে পুষ্ট করিবে বা খিন্ন করিবে, সন্তান তাহার তেমনি পুষ্ট বা অপরিপুষ্ট প্রকৃতিযুক্ত হইবে। তাই, কেহ হয়ত অঙ্ক কিছুতেই বোঝে না—কেহবা অঙ্কই শুধু বোঝে আর-কিছু বোঝে না, কেহ হয়ত হিংসাপ্রবণ, দোষদৃষ্টিপরায়ণ, নিন্দুক—কেহ হয়ত উদার, দয়াপরায়ণ, দোষদৃষ্টিহীন—স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা বা প্রশংসা-প্রকৃতিযুক্ত।

প্রশ্ন। কখনো মেয়ে কখনো ছেলে জন্মে, কোনো স্ত্রীর বেশির ভাগ সন্তানই মেয়ে জন্মে,—আবার এ-রকম কন্যাপ্রসবিনী নারী অগম্যা ব'লেও শাস্ত্রে কথিত আছে। * এ কেন হয়,—এ কি manageable নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখা যায় কোনো স্ত্রীতে যদি পুরুষ undone হয় অর্থাৎ নিজত্ব হারিয়ে ফেলে, আর পুরুষ যদি তার স্ত্রীতে এমন ভাবে আসক্ত হয়—যা'তে নাকি তার মনে ঐ negative aspect (স্বাস্নুত্বই) develop করে (বিবর্দ্ধিত হয়), তখনই প্রায়ই দেখা যায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ই অল্পবিস্তর acid-prominent হয় (এসিডের

* 'একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।'

প্রাচুর্য্য হয়), আর এই acid-prominent হ'লে—দুই জনের ভিতরে এসিডের আধিক্য ঘটিলেই কন্যা সন্তান জন্মে।

আবার দেখুন,—আমার experienceএ (অভিজ্ঞতায়) দেখেছি, যে স্ত্রী তার পুরুষের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে না অথবা তুষ্টি-পুষ্টির অপলাপ ঘটায়,—এমনতর পুরুষ বা স্ত্রী অল্পবিস্তর dyspeptic (অজীর্ণ রোগগ্রস্ত), অল্পবিস্তর sexually abnormal (অস্বাভাবিক কামবিকারগ্রস্ত) হয়ই। হয়ত ইহার exception (ব্যতিক্রম) থাকিতে পারে কিন্তু আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন। যাহার মেয়েই জন্মে তাহার ছেলে জন্মাইবার কোনো conscious (সজ্ঞান) উপায় আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি পুরুষের কাছে submissive (বশীভূত) হয়—enlightening (উদ্বর্দ্ধনশীলা) হয়, তার সাহচর্য্যে পুরুষের পুরুষত্ব উৎকর্ষিত হয়, তবে সে-সব ক্ষেত্রে প্রায়ই পুত্র সন্তান জন্মে। ছেলে জন্মাইবার প্রধান factorই (উৎপাদকই) এই। তা' ছাড়া other factorsও (অন্য উৎপাদকও) হয়ত আছে—যা' নাকি ঐ প্রধান factorকে (উৎপাদককে) deteriorate (দুর্ব্বল) করে।

প্রশ্ন। শুনিতে পাওয়া যায়—গর্ভস্থ স্ত্রীভ্রূণকেও নাকি পুংসন্তানে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহা কি-ক'রে সম্ভব হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি বোঝা যায় স্ত্রী-শরীরে এসিডের (অম্লের) প্রাচুর্য্য হইয়াছে, সে স্থলে প্রায়শঃ কন্যাসন্তানই আশা করা যায়। ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ developed (সুগঠিত—বিকশিত) হইবার পূর্ব্বেই যদি এসিডকে (অম্লকে) alkaline (ক্ষারপ্রধান) করিয়া তোলা যায়, তবে পুত্র সন্তান আশা করা যাইতে পারে।—অনেক

স্থলে alkaline করিয়া (ক্ষারপ্রধান করিয়া) প্রভূত সুফল পাওয়া গিয়াছে। *

* ২৪শে জানুয়ারীর 'বার্লিন' পত্রিকায় জার্ম্মেণীর কনিগস্‌বার্গ দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক এফ্, উণ্টার বাজার লিখিয়াছেন—

'সোডা বাইকার্ব্বনেট ব্যবহারে নিশ্চিত পুত্রসন্তান জন্মিয়া থাকে, পরীক্ষাদ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে।'

একখানি জার্ম্মাণ সাপ্তাহিক পত্রে অধ্যাপক উণ্টারবাজার এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—সোডি বাইকার্ব্ব ৫৩ জন নারীকে সেবন করাইবার ফলে ৫২ জন পুত্র সন্তান লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গর্ভধারণের পর ১—২ মাস পর্য্যন্ত ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সোডিবাই কার্ব্ব সেব্য। সপ্তাহে ২ দিন বা মধ্যে মধ্যে ২।৩ দিন ইহা সেবন বন্ধ রাখা উচিত।

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋষিদের প্রবর্ত্তিত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে 'পুংসবন' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্কার। 'পুংসবন' মানে— 'পুং সুয়তে অনেন' অর্থাৎ যাহাতে পুত্রসন্তান প্রসব হয়। ইহাতে গর্ভধারণের পর ১—২ মাস পর্য্যন্ত বটের শোঁয়া প্রভৃতি গর্ভিণীকে সেবন করাইবার বিধি আছে। বটের শোঁয়া বিশেষভাবে alkaline কি? ঋষিদের প্রবর্ত্তিত 'পুংসবন' সংস্কার এখন আর তেমন প্রচলিত নাই—কিন্তু এই সম্পর্কে তাহাদের উদ্দেশ্য ও বিধি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

২১শে, এপ্রিল ১৯৩৪।

প্রশ্ন। নারীর একবার কোনো-রকমে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলন হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করার জন্য সমস্ত সমাজ যেন বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠে—তার ফলে, সেই নারীর সর্ব্বনাশের পথই ত মুক্ত হয়! এইরূপ নারীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্‌লে ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনও যেখানে,—বুঝিতে হইবে সেখানে self-preservationএর (আত্মসংরক্ষণের) sufficient intelligenceএর (যথেষ্ট ধীশক্তির) অভাব। এমনতর স্থলে তাহাকে বর্জ্জন না করিয়া, আশ্রয় দিয়া—যাহাতে সে নিজেকে রক্ষা করিবার বা অন্যকে রক্ষা করার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত। শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়া গ্রহণের উপদেশ করা আছে। * কিন্তু যারা মোটেই পদস্খলন করে না, তাদের চেয়ে lessly esteemed (কম আদরণীয়) হওয়া স্বাভাবিক। 'প্রায়শ্চিত্ত' মানে বুঝেন ত! প্রায়শ্চিত্ত বলিতে আমি বুঝি—অনুতপ্ত হইয়া কেমন করে' ইহা হইল চিন্তাদ্বারা তাহা ধার্য্য করিয়া তাহার নিরাকরণ প্রতিষ্ঠা।

---

* বন্দীগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সন্তাপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ।

পরাশর স্মৃতি—১০।২৫।

অর্থাৎ, বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া, কিংবা হত্যার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বলপ্রয়োগ করিয়া বা অন্য কোনপ্রকার ভঁয় দেখাইয়া যদি কেহ নারী উপভোগ্য করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন কৃচ্ছ্র সন্তাপন প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে নারী শুদ্ধি লাভ করিবে।

প্রশ্ন। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; প্রায়শ্চিত্ত বলিতে প্রায়শঃ কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই ত দেখা যায়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'পাপ' মানে যে আচরণ বা চিন্তায় মন ও শরীরকে অবসন্ন বা রুগ্ন করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে খিন্ন করে। আর, এই পাপের উদ্ভব অজানা হইতে,—কারণ কেহই জীবন ও বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না—ইহাই প্রকৃতি। তা'-হ'লেই প্রায়শ্চিত্ত সে অজ্ঞানকে দূর করিয়া শরীর ও মনের শুশ্রূষা করিয়া মানুষকে সুস্থ করিয়া তোলে—তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি। প্রায়শ্চিত্ত মানে চিত্তে গমন করা * অর্থাৎ কেমন করিয়া সে দোষ চিত্তে ঢুকিয়াছে, চিন্তা করিয়া বাহির করিয়া তাহা নিরাকরণ করা। তাই, বিধি আছে—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মন্ত্রজপ ও অনুতাপ, আহারের সংশোধন—যেমন চান্দ্রায়ণ (ক্রমে কমাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি) ইত্যাদি, ঔষধপ্রয়োগ—যেমন বিল্বমূল, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী, কুশজল, গোমূত্র, পঞ্চামৃতপান ইত্যাদি।

আর, এই প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে সম্যক্‌ভাবে মস্তিষ্কে আশ্রয়লাভ করে তাহার জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থা। আমরা যদি কোনো-প্রকার ইচ্ছা করি, আর তাহা যদি পারিপার্শ্বিক হইতে infused (সঞ্চারিত) না হয়—তবে সে ইচ্ছা আমাদের চরিত্র ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।—তাই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তে—অন্ততঃ অনেকের জন্য—বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন। উচ্চ শিক্ষা দিতে গেলেই নারীকে কতকটা স্বাধীনতা

---

* প্রায়শ্চিত্ত—অর্থাৎ চিত্তে গমন করা। প্র—অয়্ ধাতু (গমন) হইতে প্রায়ঃ।

শাস্ত্রে অনেক রকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

ত দিতেই হবে,—আবার স্বাধীনতা দিতে গেলেও ত বিপদের সম্ভাবনা। এর উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর নারীত্বকে কেন্দ্র করিয়াই তা'দের স্বাধীনতা ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে !

নারীর ত উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বটেই,—কারণ, পুরুষকে তার সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হয়। তা'-ছাড়া তা'দের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত—তা'রা যেন সর্ব্বতোভাবে তাদের service (সেবা) দ্বারা সংসারের সকলের প্রহর্ষণ, পুষ্টি, উদ্বর্দ্ধন ইত্যাদি করিতে পারে। *

* "All such knowledge should be given her as may enable her to understand, and even to aid the work of men, ... I believe, then, that a girl's education should be nearly, in its course and material of study, the same as a boy's; but quite differently directed. A woman in any rank of life ought to know whatever her husband is likely to know, but to know it in a different way. His command of it should be fundamental and progressive; hers, general and accomplished for daily and helpful use.

Speaking broadly, a man ought to know any language or science he learns thoroughly, while a woman ought to know the same language or science, only in so far as may enable her to sympathise in her husband's pleasures, and in those of his best friends."

—Ruskin.

অর্থাৎ, নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পুরুষের কার্য্য বুঝিতে—এমন-কি তাহাতে সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং আমার বিবেচনায় নারীর শিক্ষা পঠনীয় বিষয়ে পুরুষের সমানই হওয়া বিধেয়,—কিন্তু নারীর শিক্ষা হইবে বিভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী যাহা-কিছু জানে স্ত্রীরও তা' সবই জানা উচিত কিন্তু পৃথক্ রকমে—...যাহাতে স্বামীর সুখ ও কর্ম্মে সহানুভূতি করিতে সক্ষম হইতে পারে।

প্রশ্ন। দেশে নারীর উচ্চ শিক্ষা বলিতে যা' চলিতেছে আপনি কি এইরূপ উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিক্ষা পুরুষ ও নারীর সমানভাবেই চলা উচিত —বৈশিষ্ট্য হইবে তাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্যে। যদি শিক্ষা এমনতর হয় যাতে নারীর বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য—কারণ, ইহাতে অস্বাভাবিকতা আসে, আর এই অস্বাভাবিকতা-হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে,—আর তাহা হইতে জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষাক্ত হইয়া উঠে।

প্রশ্ন। ভারতে ত অবরোধ প্রথা ছিল না! অবরোধপ্রথার প্রবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া? ইহার উদ্দেশ্য বা কি ছিল? আর তার পরিণামই বা কি হইল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবরোধ অস্বাভাবিক। * তেমনি, স্বেচ্ছা-চারিণী হইয়া পুরুষের সহিত অবাধ মিশ্রণও ভয়াবহ ও দোষাবহ;—কারণ, তাহাতে attachment (আসক্তি) বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে,—

* The more absolutely the woman is segregated to sex-functions only, cut off from all economic use and made wholly dependent on the *sex-relations* . . . the more pathological does her motherhood become. The over-development of sex caused (in this way) reacts unfavourably on her essential duties. She is too female for the perfect motherhood.

—'Women and Economics', Mrs. Stetson.

অবরোধ যত কঠিন হয়—নারীর বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছেদ তত গভীর হয়—ফলে, নারীর দ্বারা কোনো অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—কেবল মাত্র যৌন ব্যবহারই মুখর হইয়া উঠে, সুতরাং নারীর মাতৃশক্তি তত রুগ্ন হয়—যৌনবৃত্তির অত্যধিক পুষ্টি হওয়ার দরুণ তার প্রতিক্রিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধনের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে এত বেশি নারী হইয়া উঠে যে পূর্ণ মাতৃত্ব তাহার আসিতেই পারে না।

বহু পুরুষে কামচিন্তা জাগিয়া উঠিতে পারে, স্থৈর্য্যহানি হয়, এবং তাহার ফলে দুষ্ট, দুর্ব্বল ও জড় প্রকৃতি (nature) জন্মগ্রহণ করে, —আর তা' জাতি ও সমাজের প্রভূত অকল্যাণকর। যখন সমাজে উক্ত ভয়াবহ দোষের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল, তখনই অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল,—অভিপ্রায় ছিল জাতি ও সমাজকে ক্রমমরণের হাত হইতে রক্ষা করা।

প্রশ্ন। নারীর কিরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে অবরোধের প্রয়োজনই থাকে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মেয়েদের শিক্ষার ভিতর দিয়া এমন সংস্কার জন্মাইতে হয় যাহাতে জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া কাহাকেও পতিত্বে বরণ না করে, আর অন্যায্য ও অবাধ পুরুষ-সংমিশ্রণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। শ্রেষ্ঠকে কেমন করিয়া কিভাবে বরণ করিতে হয়,—শ্রেষ্ঠকে কি-করিয়া চিনিতে হয়,—শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ admiration (শ্রদ্ধা) ইত্যাদি বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন। লজ্জা নাকি নারীর শোভা ! তার মানে কি ? লজ্জা ত সঙ্কোচেরই নামান্তর মাত্র ! অথচ লজ্জা যেন নারীর প্রকৃতি-গত। লজ্জা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'লজ্জা' মানে সঙ্কোচ কি না জানি না।—আমার মনে হয় এমনতর একটা mood (ভাব) যা'তে নাকি passive (গ্রহণমুখী) অথচ honourable-এ inclined (সম্মানিত ব্যক্তির নিকট আনত) করিয়া তোলে,—যার ফলে মানুষ তার প্রতি actively attentive হয় অর্থাৎ তৎপরতার সহিত অবহিত হয় ; তাই, লজ্জায় আছে regard (শ্রদ্ধা), submissiveness (আনতি),

অথচ serious (গম্ভীর)। লজ্জা,—যাহাকে লজ্জা করে, indirectly, unconsciously (পরোক্ষভাবে, অজ্ঞাতসারে), তার সর্ব্বাঙ্গ ও হাবভাব দিয়ে ব'লে দেয়—তুমি মহান্, তুমি আশ্রয়, তুমি বল। তা'-হ'লেই যে mood (ভাব) মানুষের ভিতরে অমনতর একটা ভাবের সৃষ্টি করে, তার ফলে—যা'হ'তে সে লজ্জিত হয়—সে indirectly encouraged হয় (পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়), active হয় (তৎপর হয়), এবং তা'কে সম্মান করার, স্নেহ করার, সাহায্য করার প্রবৃত্তি unconsciously (স্বতঃই) জাগিয়া উঠে। তবেই, লজ্জা যদি এই হয় এ ত' শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারই,—আর এ পুরুষের পক্ষেও। নারী naturally passive (স্বভাবতঃ স্থাস্নু), তাই, তাদের লজ্জাও প্রকৃতিগত হওয়া উচিত। আর, অন্যায় বা অপকর্ম্ম হইতে যে অবস্থা হয় তাকে লজ্জা বল্‌তে ইচ্ছা করে না, বরং সঙ্কোচ বল্‌লে মন্দ হয় না।

প্রশ্ন। নারী অসতী হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর বৃত্তিগুলি যখনই পুরুষের বৃত্তির পরিপোষিকা পরিবর্দ্ধিকা হইয়া সুখী না হয়, তখনই সে জীবনের ভিতর একটা অস্বচ্ছন্দতা ও যন্ত্রণা বোধ করে। আর, এই যন্ত্রণাকে যে নারী যখনই নিরাকরণ না করিয়া চিন্তাদ্বারা আরো পুষ্ট করিয়া তোলে, তখনই তাহা সেই স্ত্রীর মনকে তৃপ্তির পথে চালিত করে। অতএব, সে তখন—যেখানে তাহার সার্থকতা লাভ করিবে বিবেচনা করে—সেখানেই inclined হইয়া বা ঝুঁকিয়া পড়ে। *

* "Love is what gives intrinsic value to a marriage . . It is one of the supreme things which make human life worth preserving.

প্রশ্ন। পুরুষ এক স্ত্রী থাকা-সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে চায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ পুরুষের কোনো স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়ার চিন্তাই অবমাননা-সূচক।—তার ইচ্ছাগুলিকে আদর্শের দিকে নিয়ন্ত্রিত করাই সার্থকতার পথ। এমনতর অবস্থায় সে যদি বহু স্ত্রী দ্বারা বরিত হয়, তাহাতে কিছু আসে-যায় না। তা' না হইলে স্ত্রীরও যে কারণে অন্য পুরুষে আসক্তি হয়, পুরুষেরও পুরুষযোগ্য রকমে অন্য স্ত্রীতে আসক্তি জন্মে।

প্রশ্ন। নারী পুরুষান্তর-গ্রহণে অসতী হয়, পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণে ত' অসৎ হয় শোনা যায় না!—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যদি আদর্শত্যাগী হয় তবে সে অসৎ হয়, আর স্ত্রীর তার পুরুষকে আদর্শে উন্নীত করাই সার্থকতা। সে আদর্শকে

Nothing is so destructive of instinctive liking as thwarted purposes and unsatisfied needs; and nothing facilitates co-operation . . . . so much as instinctive liking."

"Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness . . . In these circumstances, happier relations with others are sought."

—'Principles of Social Reconstruction'—Russel.

ভালবাসা বিবাহে আসল জিনিষ, ইহাই মানুষের জীবনকে বাঁচিবার যোগ্য করিয়া রাখে।

উভয়ের সহজ অনুরাগ আর-কিছুতেই তেমন নষ্ট হয় না যেমন হয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হইলে আর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত হইলে।

অনেক লোকই জীবনের পক্ষে প্রতিকূল সঙ্গীর সহবাসে থাকিতে বাধ্য হয়,—তার ফলে, কতনা যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া জীবন কাটাইতে হয়—এই রকম অবস্থায়ই মানুষ যাহার সঙ্গে এর চেয়ে বেশি সুখ পাইবে বলিয়া মনে করে তাহার দিকে ধাবিত হয়।

পাইতে চায়—দেখতে চায় তার পুরুষের ভিতর দিয়া। তা' হ'লেই স্ত্রীর মুখ্য কেন্দ্র স্বামী বা পুরুষ, তাহা হইতে বিচ্যুতি তার অসতীত্ব।

প্রশ্ন। 'স্ত্রী আদর্শকে দেখ্‌তে চায় স্বামীর ভিতর দিয়া' এর মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ, সে দেখ্‌তে চায় তার আদর্শের will ও wishes (ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিগুলি) তার স্বামিদ্বারা fulfilled (সার্থক) হইতেছে কি না,—আর সেই আদর্শে অনুরঞ্জিত করাই স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্বের সার্থকতা।

প্রশ্ন। 'পতিত' বল্‌তে কি বুঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পতিত সেই—যাহার আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ detached from the unit or Ideal.

প্রশ্ন। তা' হ'লে ত পুরুষ ও নারী উভয়েই পতিত হইতে পারে! তবে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে শুধু নারীই পতিতা হয় কেন? পতিত পুরুষের কথা ত আজকাল শোনাই যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হ'লে বোধহয় বর্ত্তমানে পুরুষের আদর্শের বোধই কম,—তাই তার প্রশ্নও নাই,—অতএব অসৎ বা পতিত হওয়ার প্রশ্নও নাই। আর, প্রত্যেক পুরুষ দাবী করে সে স্বামী,—স্ত্রীরাও জানে আমার স্বামী আছে, তাই তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই পতিত হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন। পতিতা হইলে তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহারা পতিতা তাহাদের আসক্তির বিশ্রামের স্থান নাই—অতএব বিক্ষিপ্ত। আর, আসক্তি যাহাদের বিক্ষিপ্ত তাহারা দুর্ব্বল—অকল্যাণকারিণী—মৃত্যুর নিমন্ত্রণকারিণী। তাই, তাহাদের দোষ যেখানে supported হয় (সমর্থিত হয়) সেখান হইতে তাদের

দূরে থাকা উচিত। আর, যাহারা মানুষকে ভালবাসিয়া—যে দোষে পতিত করিয়াছে তাহা পরিহারের সাহায্য করে এবং যাহাদের সংসর্গে বিক্ষিপ্ত আসক্তি কেন্দ্রীভূত হয় তাহাদের সঙ্গ ও সেবাই ইহার প্রধান

প্রশ্ন। নিজেদের ভিতর উন্নয়নের চেষ্টা না জাগিলে সমাজে এমন কোনো-প্রকার ব্যবস্থা হ'তে পারে কি না যাহাতে তা'দের উৎকর্ষ আসিতে পারে?—না তাহাদের বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমাজের উচিত এমন পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করা যাহাতে সৎ, সুখ ও শান্তির আবহাওয়া তাদের শরীর ও মনকে সুস্থ করিয়া তোলে। মানুষের সৎ হওয়ার প্রবৃত্তি সহজ,—জীবন তাহাতে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। মানুষ তখনই অসুস্থ হইয়া পড়ে যখনই পারিপার্শ্বিক তাহাকে সাহায্য করে না বরং বাধ্য করে তার জীবনের সংকোচ আনিতে।—তখন সে আশু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবেগে ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে পরিহার করিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন। এদেশে আজকাল পতিতা বা বেশ্যার সংখ্যাবৃদ্ধি লইয়া কেহ-কেহ আলোচনা করিতেছেন, এ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ—সামাজিক বিধিব্যবস্থা।—অশাস্ত্রীয় অমঙ্গলকর লৌকিক বিধিনিষেধ যে সমাজের নিয়ন্তা—সেখানেই এই সমস্ত দোষের পর্য্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। আজ সমাজে ইহাদের কোনো স্থান নাই। আর্য্যসমাজে কি চিরদিনই ইহাদের কোনো স্থান ছিল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম—বিশেষতঃ আর্য্যধর্ম্ম—চিরদিনই পালনশীল। Progress বা উন্নয়ন হইতে এক পা স্খলিত হইলেও তার স্থান নির্দ্ধারণ করাই আছে। পতনের পথকে রুদ্ধ করা এবং progressএর

(উন্নয়নের) পথকে মুক্ত করা শাস্ত্রীয় বিধির চিরদিনই লক্ষ্য ;—পতিতকে উন্নতির দিকে টানিতে সব শাস্ত্রই সিদ্ধহস্ত।

প্রশ্ন। নির্ব্বাসনরূপ কঠোর সামাজিক শাসন পতনের পথকে বিপৎসংকুল করিবার জন্যই নহে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নির্ব্বাসন সেইখানেই applied (প্রযুক্ত) হ'য়েছে যেখানে যার সংসর্গে একটা অস্বাস্থ্যকর অত্যাচার—অবসাদ—মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা মানুষ contaminated হ'তে পারে (আক্রান্ত হ'তে পারে)—যে contaminationএ (স্পর্শদোষে) curative law (আরোগ্যকারী বিধি) কম আছে।

প্রশ্ন। পতিতাদের সমাজে স্থান কিরূপে হইতে পারে ? ইহাদের কি-কাজে লাগানো যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন-যেমন মানুষ যেমন-যেমন কাজের উপযুক্ত, তেমন-তেমন স্থলে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, এবং সেই নিয়োজিত কর্ম্মের উৎকর্ষতায় তাহাদের উন্নতির গতিকে রাখিতে হইবে অবাধ, *—আর lovingly এবং lucidly (প্রেমের সঙ্গে ও জ্বলজ্বলে ক'রে) আদর্শ বা ইষ্টকে infuse (সঞ্চারিত) করিতে হইবে তাদের অন্তরে।—অবশ্য নিয়োজিত করিতে হইবে শাসন এবং সংরক্ষণ বিধিদ্বারা তাদের futher deteriorationকে (অধিকতর অবনয়নকে) যতদূর সম্ভব restricted করিয়া (রুদ্ধ করিয়া)। তাহা হইলেই ইহাদের দ্বারা কুফল হইতে সুফলের প্রাবল্য বেশি হইতে পারে।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩৪।

প্রশ্ন। ‘রস’ কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ‘রস’ মানে the sensaton which occurs in contact of anything—may occur physically or mentally অর্থাৎ রস বল্‌তে বুঝায় সেই অনুভূতি যাহা কোনো-কিছুর সংস্পর্শে আসিলে হয়।—স্থূলভাবে দেহের মধ্যদিয়া ও সূক্ষ্মভাবে মননের সাহায্যেও হইতে পারে।—ভাবিয়াও রস হয়। তাই, রস্ ধাতু মানে আস্বাদন করা।

প্রশ্ন। প্রেম কি ? প্রেমের লক্ষণ কি কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোনো ব্যক্তিতে (প্রিয়তে) তুষ্ট থাকার ভাবই প্রেম।

প্রেম চায়না প্রেমাস্পদ তাহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া থাকে—প্রেমাস্পদ তার সেবা দ্বারা তাহাকে তুষ্ট বা পুষ্ট করে। প্রেমাস্পদের তুষ্টি বা পুষ্টিই তার কাম্য এবং কর্ম্ম,—ইহাতেই তার আত্মতৃপ্তি। তাই, প্রেমে ঈর্ষ্যা হিংসা বা কষ্ট নাই, অথচ সে তার প্রেমাস্পদকে লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে চায়,—প্রেমাস্পদের জন্য সে যাহা করে তার জন্য তাহার বেদনা নাই, হিসাব-নিকাশ নাই, তুলনা নাই। প্রিয়র ঈপ্সিত কর্ম্ম করিতে সে ব্যগ্র হইয়া থাকে—তাই সে সব-সময়ে ক্ষিপ্র। প্রেমে প্রিয়র জন্য নিজের খেয়ালকে palatably sacrifice করে অর্থাৎ তুষ্টি ও তৃপ্তির সহিত বিসর্জ্জন দেয়। প্রেমে তাহার প্রিয়র প্রিয়কে বড়ই ভালবাসে,—কারণ প্রিয় লইয়া প্রেমাস্পদ তুষ্ট থাকেন। প্রেম উন্নতকে বরণ করে আর স্নেহ অবনতকে উন্নত করে। প্রেমে

এমন-কি ভগবান্‌কেও তার প্রেমাস্পদেই পেতে চায়। এইগুলি প্রেমের characteristic (লক্ষণ)।

প্রশ্ন। কেহ্-কেহ প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্ন হইয়া তার চিন্তা লইয়া নীরব উপভোগের পক্ষপাতী!

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রেমে প্রেমাস্পদের তুষ্টি ও পুষ্টিই প্রধান এবং প্রথম লক্ষণীয়।—তাই, সে চায় প্রেমাস্পদের হুকুম তামিল করতে—সে তার নীরব উপভোগেই সুখী হয় না। অর্থাৎ activityর ভিতর দিয়া (নানা কর্ম্মের মধ্য দিয়া) তাঁর ইচ্ছাকে পরিপূরণই তার পরম সার্থকতা,—কেননা সে কর্ম্মের ভিতর দিয়া নিত্য নূতন করে' প্রেমাস্পদকে পায়, আর সেই পাওয়াতে সে মুগ্ধ, বুদ্ধ এবং শুদ্ধ হয়,—তাই, তার কর্ম্মতৎপরতা অত ক্ষিপ্র—অত tremendous (প্রচণ্ড, বেগবান্)। সে তার প্রেমাস্পদের প্রত্যেক ব্যাপারেই থাকৃতে চায়,—তা'তে তার প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্—সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সুখেই হোক্ আর আপদেই হোক্, যেখানেই তাঁর progress retarded হ'তে চায় (উন্নতি ব্যাহত হ'তে চায়), প্রেমাস্পদ দেখিবে তার প্রেমিক অযুত হস্তীর বল লইয়া—অযুত আশায়—অযুত ব্যগ্রতায় তাঁ'কে সার্থক করতে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে,—প্রেম তাই সর্ব্ববিজয়ী।

প্রেমে প্রেমিকের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য,—প্রেমিক তাই তা'তে জগৎকে সম্মোহিত করে।

প্রেমের জ্ঞান সহজ্—কারণ, কিসে প্রেমাস্পদের progress retarded (উন্নয়ন ব্যাহত) হ'তে পারে—আর কিসে বা retardation (বাধা) ব্যাহত হ'তে পারে, চিন্তাদ্বারা তার solution ক'রে (সমাধান করে') সব সময়ের জন্য তার প্রস্তুত

থাক্‌তে হয়,—তাই তার জ্ঞান সহজ না-হ'য়ে উপায় নাই,—তাই তার চলা বলা আচার ব্যবহার ঐ প্রকারেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন। কি-কি রকম সম্বন্ধের ব্যক্তিদ্বয়ের ভিতর প্রেম হইতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মঙ্গল করা বা মঙ্গল চিন্তা স্বভাবসিদ্ধ এবং যাঁহার সংস্পর্শে সে enlightened হয় (উদ্ভাসিত হয়) এমনতর superiorএর (শ্রেষ্ঠের) সহিতই প্রেম সম্ভব।

প্রশ্ন। প্রেমে প্রিয়র নিকট কোনো-রকম চাওয়া থাকাই কি সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চাওয়া থাকে প্রেমাস্পদের তুষ্টি ও পুষ্টি—আর প্রেমিকের স্বার্থই তাই।—সে ঐ প্রলোভনে উদ্দাম, অবাধ এবং দক্ষ হয়। দক্ষ না হইয়া তার উপায়ই নাই। যেমন ধরুন, হনুমানের গন্ধমাদন আনয়ন:—ঔষধ চিনিতে না পারিয়া পাহাড়-সমেতই নিয়া হাজির। তাই, প্রেমে প্রেমাস্পদের interestএর againstএ (স্বার্থের বিরুদ্ধে) কোনো বাধাই তা'কে resist করতে (প্রতিহত করতে) পারে না।

প্রশ্ন। প্রেমাস্পদের নিকট পাইলে খুশি এমন ভাব থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাইলে খুশি কিন্তু আশা রাখে না, আর সেই জন্য অল্পে অত্যন্ত অনুভব করে,—অনেকে এত মুখর হয় তার গান যেন ফুরায় না।

প্রশ্ন। কোনো-কিছু চাওয়া, না-পাইলে অসন্তোষ বা পাইবার জন্য জিদ একটুও থাক্‌লে কি বুঝিতে হইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা চায় তাহাতেই সুখ কিন্তু যার নিকট চায় তাহাতে সে সুখী নয়।—অর্থাৎ ভালবাসা, ভক্তি বা প্রেম

তাহার সহিত নাই,—এক-কথায়, স্বার্থই তার প্রেমাস্পদ। স্বার্থ কখনো তার নিজের whimsকে (খেয়ালকে) sacrifice (বিসর্জ্জন) কর্ত্তে পারে না, আর ভালবাসা তার প্রিয়র interestএ (স্বার্থের খাতিরে) তাহা sacrifice (বিসর্জ্জন) ক'রে সুখী হয় এবং enlightened হয় (উদ্ভাসিত হয়)। ভালবাসা জিদ করা জানে না।

প্রশ্ন। কেন জিদ করা জানে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জিদ্ ক'রে বাধ্য করলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করার দরুণ যদি তার দুঃখ হয় তাই!

প্রশ্ন। কেহ প্রিয়কে নিজের মনের মত করে' পেতে চায়, কেহ বা নিজেকে প্রিয়র মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তেই ব্যস্ত—তাই ক'রেই খুসি। দুইজনেই ত ভালবাসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভালবাসার জনকে যে নিজের মনের মত ক'রে পেতে চায় সে তার নিজের মনের ভালবাসার কল্পনাগুলিকেই ভালবাসে,—তাই তার ভালবাসা স্বকাম—নিজের কামনা, ব্যক্তিতে যাহা আছে তা'তে সে তুষ্ট নয়।

আর ব্যক্তির স্বভাবে যাহা আছে তাহাই দ্বিতীয় ব্যক্তির তুষ্টির সামগ্রী,—তাই সে নিজের যাহা-কিছু তাহা দিয়াই তাহাকে পুষ্ট করিতে চায় এবং তাহাতেই তার আনন্দ ও তৃপ্তি।—এই হচ্ছে real form of love (প্রকৃত প্রেমের রকম)—নিষ্কাম অর্থাৎ তাহার যাহাতে ভাল হয় তাহাই আমার ভাল—নিজের দিকে নজর দিয়া সে কোনোমতে বিব্রত হ'তে চায় না।

প্রশ্ন। নিজে তার মনের মত হ'লাম কি না—এ হিসাব করে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ জাতীয় নিকাশে তার কিছু interest (স্বার্থ) নাই।

প্রশ্ন। কেহ-কেহ ভালবাসার জনকে আরো ভালো হ'বার জন্য press করে (জিদ্ করে)—তাহাকে আরো মহীয়ান্ করে' তোলার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ হ'ল ভালবাসার রীতি—কিন্তু press করে না (জিদ করে না) বা তা'কে বিব্রত ক'রেও তোলে না। কিন্তু এমনতর attitudeএ (রকমে) সব-কিছু করে যা'তে তার ego (অহং) ত wounded (আহত) হয়ই না—বরং elevated হয় (উদ্বর্দ্ধিত হয়)।

প্রশ্ন। কষ্ট, ক্লেশ, বেদনা, ক্লান্তি ইত্যাদির বোধ কি প্রেমের বিরোধী নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেখানে প্রেম, will (ইচ্ছাশক্তি) সেখানে enormous (বিপুল)। তাই, প্রেমে বেদনার কোনো হিসাব নিকাশ নাই। যেমন, সীতার সন্ধানে গিয়া হনুমান বিপন্ন হইয়াছিল—লঙ্কা পোড়াইতে গিয়া মুখ পুড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু সীতার খোঁজ শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইবে এই আনন্দে তার ও-সব কিছু মনেই ছিল না।

প্রশ্ন। 'কষ্ট' মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্যের তুলনায় আমি খারাপ এই বিবেচনায় উত্তমে বিরক্তি বা হিংসা, নিজেকে ধিক্কার যখন আসে তখনই কষ্ট হয়। তাই, কষ্ট কথাটা এসেছে কষ্ ধাতু হইতে—আর কষ্ ধাতুর মানে হিংসা করা।

প্রশ্ন। কষ্ট, ক্লেশ, ক্লান্তি ইত্যাদির বোধ যদি থাকে তা'হ'লে কি বুঝিতে হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে হয়—প্রেম নাই তাই will (তীব্র ইচ্ছা) নাই,—আছে বাধ্যবাধকতা—obligation and intention.—তাই কষ্ট বেদনা ক্লান্তি হয়রাণি ইত্যাদির হিসাব নিকাশ।

প্রশ্ন। Intention বল্‌তে আপনি কি mean করেন (বুঝেন) ? Will ও intentionএ তফাৎ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Intentionএ মনকে যেন জোর করে' কোনো দিকে দেওয়া হচ্ছে এই ভাব,—স্বতঃপ্রবৃত্তি নয়। Will (ইচ্ছা) স্বতঃপ্রবৃত্তি—rubberকে (রবারকে) টানার মত নয়।

প্রশ্ন। প্রেমে নাকি surrender (আত্মসমর্পণ) হয় ? surrender বা আত্মসমর্পণ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Surrenderএর (আত্মসমর্পণের) রাজত্বেই প্রেমের সিংহাসন। কারণ, প্রেমাস্পদের তুষ্টি বা পুষ্টি ব্যতীত তার অন্য-কিছুতে আত্মতুষ্টি তার স্বভাববিরুদ্ধ—অতএব বেদনাকর। তাই surrenderএ-ই (আত্মসমর্পণেই) তার তৃপ্তি, তুষ্টি, পুষ্টি ইত্যাদি।

Surrender (আত্মসমর্পণ) মানে annihilation নয় (আত্মনাশ নয়)—existenceএর (অস্তিত্বের) অপলাপ নয়। যেমন আমরা খাদ্যে বেঁচে থাকি তেমনই প্রেমাস্পদে বেঁচে থাকি।

প্রশ্ন। যে নিজেকে অমন surrender করে সে কি অসীম কষ্টকে বরণ ক'রে নেয় না ?—সারা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগ বুদ্ধি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হ'তে হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কিম্ভূত-কিমাকারের পরিসমাপ্তি surrenderএ

(আত্মসমর্পণে) ; তা' সে বোধ করে। তাই, সে surrenderএ (আত্মবিসর্জ্জনে) surrender কথা নাই,—স্বতঃ,—স্বভাবতঃ। এটা সে বোধ করে তাই তা' সহজ।

প্রশ্ন। প্রেমে কখনো প্রেমাস্পদের liberty encroach (স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ) করে না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রেমাস্পদের liberty encroach করার—স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার—কারণই উপস্থিত হয় না। কারণ, প্রেমাস্পদই তার liberty (স্বাধীনতা),—তা'-ছাড়া অন্য liberty (স্বাধীনতা) সে পছন্দই কর্ত্তে চায় না,—তার সমস্ত বৃত্তি সেইখানেই সার্থক—তাই বৃত্তিভেদ automatically (আপনা-আপনি) এবং imperceptibly (অজ্ঞাতসারে) হয়।

প্রশ্ন। 'বৃত্তিভেদ' কি? তা' কি-ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তিগুলি যখন এক-এ উদ্দাম হ'য়ে উঠে—তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি এক-এ তৃপ্ত হইতে চায়—এক-এর ই প্রতিষ্ঠা করে, সাহচর্য্য করে, সহানুভূতি করে, পুষ্ট করে—এক কথায়, সার্থকতা লাভ করে তখনই তার বৃত্তিগুলি ভেদ হয়। তখনই হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

প্রশ্ন। প্রেমিককে কেহ যদি বলে—'Surrender বা sacrifice (আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগ) ক'রেছ'?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Surrender বা sacrifice (আত্মসমর্পণ বা আত্মত্যাগ) সে অন্য চক্ষে দেখে, কেহ বলিলে বলে—'সার্থক হইয়াছি—gain করিয়াছি (লাভবান্ হইয়াছি)।

প্রশ্ন। প্রিয়তম নাকি চিরসুন্দর—চিরনবীন। এর তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কতকগুলি complex বা গ্রন্থির সমাবেশেই মানুষের মন। যে complex বা বৃত্তি তার সম্মুখে আসে তাহাই তাহার প্রেমাস্পদে সার্থক হইয়া উঠে,—তাই সে প্রতিনিয়ত তার প্রেমাস্পদকে নূতন-নূতন ভাবে দেখে, বোধ করে ও পায়। আর মনের সমত্ব established (প্রতিষ্ঠিত) হয় তার সংস্পর্শে—তাই সে সুন্দর।

প্রশ্ন। 'সুন্দর' মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে-ই তার কাছে সুন্দর হইয়া উঠে যখন তার বৃত্তিগুলি কাহাতেও adjusted (মীমাংসিত), তুষ্ট, পুষ্ট ও সার্থক হয়। Psychical attitude দ্বারা (চিত্তের ভাবদ্বারা) physical adjustment (দৈহিক সমাবেশ) নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ মনের ভাব যার যেমনতর, physical adjustment-ও—শারীর পেশীর সমাবেশও তার তেমনতর। অনেক-সময়ে artistically (গঠনের সৌষ্ঠবে) নিখুঁত হইলেই যে সুন্দর হয় তাহা নহে।—যেখানে নিখুঁত মনের বাস অর্থাৎ শুদ্ধ মন—একানুরক্ত মন, তার চলা বলা করা তেমনতর হয়, আর তা-ই সুন্দর,—আর তা'তেই সমতা—সত্যিকারের নিখুঁত বলে তা'কেই। সত্যিকার (real) মানেই কিন্তু যা নাকি মানুষের জীবনকে অক্ষুণ্ণ করে—elevate বা উন্নীত করে—তুষ্ট পুষ্ট করে—useful to our life (জীবনের পক্ষে সহায়ক)।

প্রশ্ন। প্রেমে নাকি মানুষের বার্দ্ধক্যকেও দূরে সরাইয়া রাখে? তা' কি-ক'রে সম্ভব? বয়স ত হয়ই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিরহ যদিও বেদনা-মধুর তথাপি সে বিরহ চায় না। সে চায়—তুমি থাক চিরদিন আর তোমাকে আমি

এমনি ক'রে চিরদিন উপভোগ করি—অবশ্য এ উপভোগ তুমি যে আমাকে উপভোগ করিয়া তুষ্ট হও বা হইতেছ এইটাই আমার উপভোগ্য।—তাই, সে সব-সময়ে বার্দ্ধক্যকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। আর মনে যা' স্থান পায় না তা' তাহাকে আক্রমণ করিতেও পারে না। প্রেমাস্পদের কর্ম্ম বা সেবা হইতে বিরত থাকিতে হয়, প্রিয়র কোনো অন্যায় তার অনুপস্থিতিতে ঘটে—এই জাতীয় আশঙ্কায় তাহার বহু সেবক থাকাসত্ত্বেও সে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। পাছে রোগ-বালাই আপদ্-বিপদ্ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া প্রেমাস্পদ হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যায় এই ভয়ে—তার চাল-চলন এতই বিবেচনাপ্রসূত হয় যাহাতে সে ঐ-রকম অবস্থায় না পড়ে, এবং বিপর্য্যস্ত না হয়,—স্বাস্থ্য বল তেজ কর্ম্মপটুতা সব-কিছু অটুট রাখা তার interest (স্বার্থ) হয়।

প্রশ্ন। 'প্রাপ্তি' মানে কি ? 'ভগবৎ প্রাপ্তিই' বা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'প্রাপ্তি' মানে মনে লেগে থাকা—যুক্ত থাকা। আর ভগবত্তা মনে নিরবচ্ছিন্ন লেগে থাকে তা'কেই ভগবৎপ্রাপ্তি বলে।

প্রশ্ন। মনে লেগে থাকাই যদি প্রাপ্তি হয় তবে বিরহে ত মনে লেগে আরো বেশিই থাকে। তা-হ'লে 'বিরহ' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন যখন প্রেমাস্পদে বিশ্রাম লাভ না করে, অর্থাৎ as an entity or bodily (প্রত্যক্ষ ভাবে—দেহধারী সত্তা-রূপে) তাঁ'কে না পায় তখনই তাহাকে বিরহ বলে, আর তখনই মন তাহাকে লইয়া তাহার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে।

প্রশ্ন। বিরহের বিপরীত তা' হ'লে—?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মিলন।

প্রশ্ন। তাঁ'কে পাইলাম কি না-পাইলাম এই চিন্তা প্রেমের বিরোধী কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একেবারে,—কারণ, প্রেমে সংশয় নাই।—তাঁ'কে পাওয়ার বুদ্ধি নাই, আমি তাঁর এই তার অস্তিত্ব। তা'-হ'লে পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্ন কোথায় ? সন্দেহ প্রেমের বিপরীত পথ,—ইহা প্রেমকে তমসাচ্ছন্ন করে।

প্রশ্ন। যদি ঐ জাতীয় চিন্তা আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহা avoidable (পরিহর্ত্তব্য)—avoid করা (পরিহার করা) উচিত।

প্রশ্ন। কেমন করিয়া avoid করিতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন্—আপনার পাশে আপনার বিরক্তিকর এমন-কিছু ঘটিতেছে যার উপরে আপনার কোনো হাত (control) নাই। সে অবস্থায় যেমন করিয়া আপনার মন তাহা ignore (উপেক্ষা) করে এবং আপন কাজে নিযুক্ত হয়।

প্রশ্ন। "এই পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন আমার আসে কেন ? এ ত ভারি দুর্ব্বলতা আমার ! হে ঠাকুর, আমার এইগুলি দূর করে' দাও," ইত্যাদি চিন্তা ক'রে ঐ চিন্তাগুলি সরা'বার সুবিধা হয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না।—ওদের সরাইবার চিন্তায়ও যদি যুক্ত হওয়া যায়—তাহা-হইলে উহাই মনে আধিপত্য করে—বরং আরো বেশি-করে'। তাই, উপায় ignore করা এবং avoid করা—অর্থাৎ উপেক্ষা করা ও দূরে সরাইয়া দেওয়া, এবং করণীয় কর্ম্মে তখনই যুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন। অনেকেই শান্তি চায়—'শান্তি দাও শান্তি দাও' করে। 'শান্তি' কি ? মানুষ শান্তি চায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'শান্তি' মানে বিশ্রাম। যখনই প্রবৃত্তিগুলি কোনো এক-এ সার্থকতা অনুভব করে—এক-এ দাঁড়াইয়া adjusted (মীমাংসিত) হয়, enlightened (উদ্ভাসিত) হয়, আর তার বৃত্তি জগতে—আর যাহাই কিছু করুক্ না—এক-এ অটুট থাকে—এককেই সমৃদ্ধ করে এবং সমৃদ্ধ হয়, তাঁকে-নিয়ে সব চায় কিন্তু তাঁ'কে encroach করে' (উল্লঙ্ঘন করে') আর-কিছু চায় না, তখনই মানুষ শান্তির অধিকারী হয়।

আর, যে মন কিছুকে আশ্রয় করে নাই বা কিছুতে আশ্রয় পায় নাই সেই মনই শান্তির অন্বেষণ করে।

সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। **সত্যানুসরণ**

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত)

কাগজে বাঁধাই ।০ কাপড়ে বাঁধাই ।৶০

২। **তাঁর চিঠি**

(শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত ১১৫ খানি পত্রসমেত পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

কাগজে বাঁধাই ১৷০ কাপড়ে বাঁধাই ১৸০

৩। **সান্ত্বনা**

(সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীমহারাজের মধুময় পত্রাবলী) ১।০

৪। **অমিয়বাণী**

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস প্রণীত)

কাগজে বাঁধাই ৸০ কাপড়ে বাঁধাই ১৲

৫। **মনের পথে**

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, প্রণীত পরিবর্দ্ধিত (২য় সংস্করণ)—যন্ত্রস্থ

৬। **তত্ত্বকণা**

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ধর্ম্মতত্ত্বের সহজ সরল মীমাংসা)

কাগজে বাঁধাই ১।০ কাপড়ে বাঁধাই ১৷০

৭। **শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ প্রণীত) ৶০

৮। **শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী**

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র জোয়ার্দ্দার প্রণীত) ৩৲

৯। নানাপ্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন,
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ)
কাগজে বাঁধাই ১৷৹ কাপড়ে বাঁধাই ১৸৹

১০। নারীর পথে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন,
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্-এ)
কাগজে বাঁধাই ১৷৹ কাপড়ে বাঁধাই ১৸৹

১১।

(৺কবিবর হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বনি', 'গীতি-
উৎসব' এবং অন্যান্য বহু গীতির একত্র সমাবেশ) ৷৹

১২। চলার সাথী

শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন দান। সমস্যাক্রান্ত জীবনে অমৃতের সহযাত্রী। যন্ত্রস্থ।

১৩। নারীর নীতি— (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

১। ম্যানেজার, সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা।

২। শাখা-সৎসঙ্গ,
২২ নং ঘোষ লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

৩। ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১নং: কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড,
১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য বড় বড় পুস্তকালয়েও সৎসঙ্গের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়।